গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

১৯৮২-র নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত

কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না

ভূমিকা ও অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না

ভূমিকা ও অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বত্ব : কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ :
১ বৈশাখ ১৩৯৭

দ্বিতীয় সংস্করণ :
১ পৌষ ১৪০০

পুনর্মুদ্রণ :
১ বৈশাখ ১৪০৬
১ অগ্রহায়ণ ১৪১৮

প্রচ্ছদ :
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক :
অরিজিৎ কুমার
প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক :
টেকনোপ্রিন্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

সত্তর টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

রেবা ও সৌরীন ভট্টাচার্যকে

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নি বে দ ন

দীর্ঘ ছোটোগল্প, না কি ছোটো উপন্যাস — যে যা-ই বলুক *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না*-কে, এই বাংলা তর্জমা প্রথম বেরিয়েছিলো *পরিচয়* পত্রিকায়, পর-পর দু-সংখ্যায় । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ১৯৭৫ থেকে স্নাতকস্তরে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা, সরলা এরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী* আর *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না* । আর এ-তিনটি বই-ই সেই বিরল বইগুলোর অন্যতম, যা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ব'লেই পাঠকের মনে বিভীষিকা জাগায়নি। আজ এই বই বেরুবার সময় *পরিচয়* কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই— আর প্রকাশককেও । গার্সিয়া মার্কেসের কোনো লেখা বাংলায় না-পাওয়া গেলে বাংলা সাহিত্যেরও বোধকরি একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেতো । বাঙালি পাঠকের অন্তত জানা উচিত লাতিন আমেরিকায় কী-রকম লেখা হয় ।

বৈশাখ ১৩৯৭ **মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

কলকাতা

সুদূর শহরে প্রতিরোধ

একশো বছরের নিঃসঙ্গতা -ই হোক কিংবা আমার অন্য যে-কোনো বইই হোক, আমার লেখার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির যাত্রাভূমি নিখাদ বাস্তব থেকে । আমি শুধু একটা *আ ত শ কা চ* দিই, যাতে পাঠক *বা স্ত ব* কে ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে । একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনাকে । *এরেন্দিরা* গল্পে আমি দেখাই যে উলিসেস কোনো কাচ ছুঁলেই তা অনবরত রং পালটাতে থাকে । এখন, এটা তো আর *স ত্যি - স ত্যি* হয় না। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে এত কথা আগেই বলা হ'য়ে গেছে যে এই ছেলেটি যে প্রেমে পড়েছে এটা বলবার জন্যে আমাকে *নূ ত ন প্র কা শ ভ ঙ্গি* উদ্ভাবন ক'রে নিতে হয়েছিলো । কাজেই আমি দেখাতে থাকি কাচের রং পালটে যাচ্ছে আর তার মাকে দিয়ে বলাই, 'এ-সব জিনিশ হয় শুধু প্রেমে পড়লেই...মেয়েটি কে, শুনি !' যে-কথা অজস্রবার বলা হ'য়ে গেছে, প্রেম কেমন ক'রে জীবনকে সবকিছুকে ওলোটপালোট ক'রে দেয় এটাই তো কথা, সে-কথাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম ; শুধু আমার বলবার ধরনটা অন্যরকম ।

—সাক্ষাৎকারে গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

ক ল্প না র ম ধ্যে জী ব ন চ রি তে র অ নু প্র বে শ

কর্নেল নিকোলাস মার্কেস ইগুয়ারান বিয়ে করেছিলেন তাঁর তুতোবোন ত্রান্‌কিলিনা ইগুয়ারান কোর্তেসকে ; এককালে তিনি উদারপন্থীদের জোনারেল রাফায়েল উরিবে উরিবের বাহিনীতে *হা জা র দি নে র যু দ্ধে* (১৮৯৯-১৯০২) লড়াই করেছিলেন ; সেটাই ছিলো ঊনবিংশ শতাব্দীর কোলোম্বিয়ার অজস্র গৃহযুদ্ধের শেষটি, যাতে উদারপন্থী আর রক্ষণশীলেরা (উদারপন্থীরা রক্ষণশীলদের বলতো *গথ*) ক্ষমতা হাতে পাবার জন্যে প্রচণ্ড ও ভয়ংকর লড়াই করেছিলো । ১৮২০-এ স্বাধীনতার পর থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত, অন্তত পঁয়ষট্টি থেকে আশিটা গৃহযুদ্ধ হয়েছিলো কোলোম্বিয়ায়, তার মধ্যে ১৮৭৫-এ মাগ্‌দালেনা পত্তনিতে একটি ছোট্ট অভ্যুত্থান হয়েছিলো, যার কথা আছে "মামা গ্রান্দের অন্ত্যেষ্টি" আখ্যানে ; সেবার অভ্যুত্থান হয়েছিলো সাংবিধানিক প্রশ্নে : উদারপন্থীরা (তাদের রং লাল) চেয়েছিলো কেন্দ্র-শাসনের মধ্যেই অঞ্চলগুলোর স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো, সার্বজনীন ভোটের অধিকার, সরাসরি প্রত্যক্ষ নির্বাচন, চার্চের ক্ষমতাকে কমাতে চেয়েছিলো তারা, সমর্থন করেছিলো রেজিস্ট্রি বিয়ে, চেয়েছিলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ; ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৩-র মধ্যে উদারপন্থীরা যখন ক্ষমতায় ছিলো এই দফাগুলো তারা বিধিবদ্ধ ক'রে দিতে চাচ্ছিলো । রক্ষণশীলেরা (তাদের রং নীল) চেয়েছিলো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, যার পক্ষে, আর ১৮৮৬তে তাদের সংবিধানে, যে-সব কোলোম্বিয়ের অবৈধ সন্তান বিদেশে জন্মাবে, তাদের তারা নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করেছিলো । *হাজার দিনের যুদ্ধে*, যাতে উদারপন্থীরা এক স্বতন্ত্র যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো তাতে, চূড়ান্ত হিংস্র পাশবিকতা লেলিয়ে দেয়া হয়েছিলো,

কারণ সরকার বিক্ষোভকারীদের বিদ্রোহী হিশেবে গণ্য করেনি, বরং তাদের নাম দিয়েছিলো দস্যু, যা আবার ঘটবে *লা ভিওলেন্সিয়া*র সময়, আর তাই যুদ্ধের অলিখিত সব শর্ত ও রীতিনীতি নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলো। উরিবে উরিবে অথবা বেনহামিন এর্‌রেরার (পানামার বাহিনীর অধিনায়ক) মতো উদারপন্থীরা বারে-বারে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করবার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন, রক্ষণশীলদের নেতাদের প্রতি তাঁরা নিজেরা সদয় ব্যবহার করেছিলেন, যাঁদের একজন ছিলেন পেদ্রো নেল ওস্পিনা যাঁর সঙ্গে উরিবে উরিবে যুদ্ধের সময় পত্রবিনিময় করতেন, যাঁর মারফৎ তিনি খবর পাঠাতেন নিজের স্ত্রীকে। অ্যাটলান্টিক উপকূলের যুদ্ধ সাঙ্গ হ'লো নেএরলান্দিয়ার সন্ধিতে, যেখানে প্রতীক হিশেবে রোপণ করা হয়েছিলো শান্তিদ্রুম, কর্নেল নিকোলাস মার্কেস ইগুয়ারানের উপস্থিতিতে। যুদ্ধের পর, কর্নেল আর তাঁর স্ত্রী আরাকাতাকায় গিয়ে স্থায়ী আবাস বাঁধলেন : খুদে একটা বসতি ছিলো তখন আরাকাতাকা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর দ্রুত তার রমরমা বাড়বে, কলার চাষ করবার জন্যে দলে-দলে মজুর আসবে কলাবাগানে।

গার্সিয়া মার্কেসের বয়েস যখন এক ছোঁয়-ছোঁয়, তখন কলাবাগানের মজুরদের ধর্মঘটকে নৃশংসভাবে ভাঙবার জন্যে সিয়েনাগার রেলস্টেশনে হত্যার তাণ্ডব চলবে, যেটা পরে বর্ণিত হবে *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা-য়*। গোড়ায়, ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানি কলাবাগানে সেচের জন্যে অনেক খাল কেটেছিলো, নিজেদের জন্যে তারা পেতেছিলো রেললাইন, ডাক ও তারের আপিশ, খুচরো মনোহারি দোকান, মুদিয়ালি, অনেক ছোটো-ছোটো জাহাজও ছিলো তাদের, মার্কিন বন্দরগুলোয় পণ্য নিয়ে যাবার জন্যে। যেহেতু কলাবাগানের মজুরদের সরাসরি কাজ দেয়নি ফ্রুট কম্পানি কিংবা তাদের শাগরেদ বড়ো-বড়ো খামারমালিকরা, যেহেতু তাদের কাজ দিয়েছিলো আড়কাঠি বা ঠিকাদার, যেহেতু তাদের অনবরত এক খামার থেকে অন্য খামারে বদলি করা হ'তো, ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানি অথবা খামারমালিকরা তাই কোলোম্বিয়ার শ্রম দপ্তরের আইনকানুনকে কলা দেখিয়ে, চোখে ধুলো দিয়ে, মজুরদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেনি : ঝুপড়িগুলো ছিলো অস্বাস্থ্যকর, পয়ঃপ্রণালী ছিলো না, ছিলো না দুর্ঘটনার জন্যে একক বা সম্মেলক বিমা। মজুররা আরো আপত্তি করেছিলো এই ব'লে যে তাদের মাইনের বদলে চিট দেয়া হয়, যে-চিটে শুধু মার্কিন মুলুকের পণ্যে বোঝাই (কোলোম্বিয়ার কৃষিপণ্য পৌঁছে দিয়ে ফেরবার পথে কম্পানির জাহাজ সব নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও ভোগ্যপণ্য নিয়ে আসতো) দোকানগুলো থেকে দরদস্তুর না-ক'রেই চড়া দামে জিনিশপত্র কিনতে হ'তো। রক্ষণশীলদের একজন প্রতিভূ মিগেল উর্‌রুতিয়া ধর্মঘটের কারণ চমৎকার বর্ণনা করেছেন 'মজুরদের দাবিসনদে ছিলো ন-টি বিষয়, তার মধ্যে প্রধান ছিলো এটাই যে কম্পানিকে স্বীকার করতে হবে যে কম্পানির অধীনে লোকে চাকরি করে।' ১৯১৮-তে একটি ধর্মঘটের পর, কম্পানি বলে যে মজুরদের দাবি নিয়ে তারা তাদের

BanglaBook.org

বস্টন দফতরে আলোচনা চালাবে ; যখন আর কোনো সাড়াই আসে না, মজুররা আবার তাদের দাবিগুলো নিয়ে চাপ দিতে লাগলো ; দশ বছর পরে, আবার একটা ধর্মঘট হ'লো, তাতে স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও খবরকাগজগুলো বিপুল সমর্থন জানিয়েছিলো । ধর্মঘটিদের তুলোধুনো ক'রে দেবার জন্যে জেনারেল কার্লোস কোর্তেস ভার্গাসের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী তলব করা হ'লো ; সিয়েনাগা রেলস্টেশনে জমায়েৎ মজুরদের লক্ষ ক'রে ৫ ডিসেম্বরের রাত্রিতে তিনি তাঁর প্রথম ফতোয়া জারি করলেন যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা স্টেশন ছেড়ে চ'লে না-গেলে তিনি গুলি চালাতে হুকুম দেবেন । মজুররা অপেক্ষা করছিলো প্রতিশ্রুত সরকারি মধ্যস্থের আগমনের জন্যে, কথা ছিলো তাঁরাই সব সমস্যার মীমাংসা ক'রে দেবেন । কোর্তেস ভার্গাসের হুমকি শুনে ভিড়ের মধ্য থেকে কে-একজন চেঁচিয়ে ব'লে উঠেছিলো, 'নিয়ে নাও তোমার মিনিট, যত ইচ্ছে,' আর সঙ্গে-সঙ্গে সেনাবাহিনী এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো । কোর্তেস ভার্গাসের এজাহার অনুযায়ী 'মাত্র ন-জন লোক মরেছিলো' আলবের্তো কাস্ত্রিওন—এই শ্রমিকনেতার কঠিন শাস্তি হয়েছিলো ধর্মঘটের পরে—দাবি করেন মৃতের সংখ্যা ছিলো চারশো দশ । পরের দিন, ৬ ডিসেম্বর ১৯২৮, কোর্তেস ভার্গাস তাঁর সচিব এনরিকে গার্সিয়া ইসাসা মারফৎ তাঁর চার নম্বর ফতোয়া জারি করেন, যার মোদ্দা কথাটা এই যে ধর্মঘটিরা ছিলো *'সমাজবিরোধী গুণ্ডার দল,'* তাই তিনি গুলি চালাতে হুকুম দিয়েছিলেন । *'সাফাই'* অভিযানের সময় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০০ থেকে ১৫০০, আর আহতের সংখ্যা তার দুনো । সেনাবাহিনী স্বীকার করে *'দুশো জন মাত্র'* মারা গেছে । সরকারি বিদ্যালয়সেব্য ইতিহাস-বই অনুযায়ী ১৪ মার্চ ১৯২৯ *'নাগরিক জীবন সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হবার পর আবার শান্তি ফিরে এলো'* ।

গাবরিয়েল হোসে গার্সিয়া মার্কেস জন্মেছিলেন কোলোম্বিয়ার মাগ্‌দালেনা পত্তনির ছোট্ট শহর আরাকাতাকায়, ৬ মার্চ ১৯২৮ ; শহরটা সিয়েনাগা (যার মানে *জলা*) থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে, ক্যারিবিয়নের উপকূলে, আর তখন সবাই তাকে জানতো *কলাবাগান* ব'লে । শহরের তারবাবু এলিহিয়ো গার্সিয়া আরাকাতাকায় এসেছিলেন কলাবাগানের তপ্ত থমথমে *পাতার ঝড়*-এর মধ্যে, আর লুইসা সান্তিয়াগো মার্কেস ইগুয়ারান ছিলেন শহরের প্রধান পরিবারগুলোর একটির মেয়ে ; এঁদের দুজনের বিয়ে হোক, মার্কেস ইগুয়ারানের বাড়ির কেউ তা গোড়ায় চাননি । পরে বারোটি ছেলেমেয়ে জন্মেছিলো এই দম্পতির (ভাইদের মধ্যে আরো-একজনের নাম ছিলো গাবরিয়েল, আর এক বোন নান হ'য়ে গিয়েছিলেন) গাবরিয়েল হোসে গার্সিয়া মার্কেসই তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো । কিন্তু তাঁর জন্মের সময় নাকি নাড়ি জড়িয়ে গিয়েছিলো গার্সিয়া মার্কেসের গলায়, এখন যে তাঁর প্রায়ই দম বন্ধ লাগে সেইজন্যে গার্সিয়া মার্কেস আজও সেই জন্মের সময়কার কথা বলেন । ছেলের জন্মের আগে নবদম্পতি কিছুকালের জন্যে গুয়াহিরা উপদ্বীপের রিওআচায় চ'লে

BanglaBook.org

গিয়েছিলেন, কিন্তু অল্প কিছুদিনের জন্যে তাঁরা ফিরেছিলেন আরাকাতাকা, ছেলের জন্মের জন্যে, আর নবজাত শিশুকে তাঁরা দাদু-দিদিমার বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন, সেখানেই সে বড়ো হচ্ছিলো যতদিন-না দাদু মারা গেলেন, সেটা ১৯৩৬ সাল ।

গার্সিয়া মার্কেসের আজও মনে আছে দাদুর বাড়িতে থাকার সময় তিনি সার্কাস দেখেছিলেন, অভিধানে তাঁকে দাদু দেখিয়েছিলেন দুই-কুঁজওলা উটের ছবি, যিনি তাঁকে আরো বলেছিলেন যৌবনে ঝগড়ার সময় তিনি একজনকে মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু সে-যে কী ভারি ছিলো মৃতদেহের ওজন, তাঁর সারা জীবন জুড়ে। গার্সিয়া মার্কেস সবসময় *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা-র* রচনাকৌশলের জন্যে তাঁর দিদিমার প্রভাবের কথাই বলেন, কারণ 'যখনই তিনি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইতেন না, তিনি উদ্ভাবন ক'রে বসতেন *ফ্যানটাসি* যাতে সবকিছুর সত্য মূর্তি দেখে আমি কষ্ট না-পাই'। দিদিমার একটা অবদান হ'লো মার্লবরোর ডিউক: ছোটোদের একটা গানে ছিলো *'মামব্রুক'* সবসময় তূরীভেরী বাজিয়ে যুদ্ধে চলেছে ; গার্সিয়া মার্কেস যখন জিগেশ করেন এই মামব্রুক কে, দিদিমা বলেন এই মামব্রুক তাঁর দাদুর সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সময় লড়াই করেছেন । দিদিমা আরো-একটা কাজ করতেন তাঁকে ঘরের কোণায় বসিয়ে রাখতেন, বলতেন যেন একটুও নড়াচড়া না-করে, নড়াচড়া করলেই ভূতপেত্নিরা তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, ঘরগুলোর একটায় মারা গেছে পেত্রাপিশি, আরেকটায় লাসারো খুড়ো (মেলকিয়াদেস যা-যা করেছে *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা-য়* লাসারো খুড়োও নাকি সে-সব কাজ করেছেন)। একজন পিশি নিজের হাতে তাঁর নিজের কাফন বুনেছিলেন, বলেছিলেন বোনা শেষ হ'লেই তিনি মরবেন, আর নাকি তা-ই হয়েছিলো । গৃহযুদ্ধের সময় কর্নেলের অন্যসব জায়গায় যে-সব ছেলে জন্মেছিলো, যখন তারা কখনও আরাকাতাকা আসতো তখন তারা এই বাড়িতেই থাকতো । এক পড়শি বলেছিলো তাদের মেয়ে নাকি কারু সঙ্গে পালিয়ে যায়নি, বরং একদিন সশরীরে স্বর্গে উড়ে গিয়েছে । দাদু মারা গেলে ছোটো ছেলেটি বাবা-মায়ের কাছে ফিরে গেলো, দিদিমা পরে অথর্ব আর অন্ধ হ'য়ে মেয়ের বাড়িতেই মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু গার্সিয়া মার্কেস তখন হাইস্কুলে পড়তে বাড়ি ছেড়ে সিপাকিরা চ'লে গিয়েছেন । বোগোতার ঠিক বাইরেই সিপাকিরা, পাহাড়ের ওপর একটা কনকনে ঠাণ্ডা, ধূসর, কুয়াশাছাওয়া শহর, যেখানে চার্চের দোরগোড়ায় অনাথ বাচ্চারা ঘুমোতো, রাস্তার সব মোড়ে-মোড়ে লোকে বিক্রি করতো লটারির টিকিট । বছর পনেরো বয়সে গার্সিয়া মার্কেস তাঁর মায়ের সঙ্গে আরাকাতাকা ফিরে গিয়েছিলেন, দাদুর বাড়িঘর সম্পত্তি বিক্রি করতে, আর সেই প্রথম লক্ষ করেছিলেন স্মৃতি আর বাস্তবের কী-যে দুস্তর ব্যবধান ।

১৯৪৭ সালে গার্সিয়া মার্কেস যখন বোগোতার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের ছাত্র, তখন *এল এস্পেক্তাদোর* কাগজে তাঁর প্রথম ছোটোগল্প বেরোয়, পরে এই কাগজেই তিনি সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্রসমালোচক হিশেবে কাজ করবেন ।

BanglaBook.org

কিন্তু তাঁর পড়ায় বাধা এলো, সব পাণ্ডুলিপি নষ্ট হ'য়ে গেলো জুন ১৯৪৮-এর *বোগোতাসোর* জন্যে, যখন হোরহে এলিয়েসের গাইতানের হত্যাকাণ্ডের পর ভয়ংকর সব দাঙ্গা বেধেছিলো বোগোতায়, যে-ছাত্রাবাসে তিনি থাকতেন সেটা আগুনে পুড়ে যায় । *বোগোতাসো* থেকেই *লা ভিওলেন্সিয়ার* শুরু, কুড়ি বছর জোড়া এক দাঙ্গাহাঙামার সময়, যাতে অন্তত ২০০,০০০ মানুষ উদারপন্থী ও রক্ষণশীল গেরিলাদলের হানায় মারা গিয়েছিলো, আরো যারা হত্যালীলায় অংশ নিয়েছিলো তারা হ'লো *ভিজিলান্তে* বাহিনী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আর সেনাবাহিনী । বিদ্রোহীদের কেউ বলতো গেরিলা, সরকার বলতো দস্যু, কয়েকটি দল ছিলো কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে, তাদের কোনো-কোনোটাকে আবার উদারপন্থীদের জাতীয় সমিতির নিষেধ সত্ত্বেও কোনো-কোনো উদারপন্থী নেতা গোপনে সমর্থন করতো । ১৯৫২তে গেরিলাদের একটি জাতীয় সংগঠন একটি সভার আয়োজন করে, তাতে এমন-একটা কর্মসূচি নেয়া হয় যাতে কৃষি সংস্কার হয়, অন্য অনেক সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যও তাদের ছিলো, কিন্তু এই আন্দোলনের কোনো কেন্দ্রীয় পরিচালকসভা ছিলো না, সমস্তটাই ছিলো আঞ্চলিক, স্থানীয় গেরিলা সংগঠনগুলোই স্থির করতো কী করা হবে না-হবে । ১৯৫৩তে রোহাস পিন্‌ইয়া একটি সামরিক অভ্যুত্থান মারফৎ ক্ষমতা দখল ক'রে নিয়ে কঠোর হাতে হিংসা ও হিংস্রতা বন্ধ করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ১৯৫৭তে আবার হিংসা ও হত্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চ'লে গেলে তিনি জাতীয় মোর্চার হাতে (সেটা ছিলো উদারপন্থী ও রক্ষণশীলদের যুগ্মসংগঠন) ক্ষমতা তুলে দেন, তাতে ঠিক হয় একান্তরভাবে একবার রক্ষণশীলরা একবার উদারপন্থীরা একবছরের জন্যে নিজেদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবে, আর আগাগোড়া মন্ত্রিসভায় দু-দলেরই সমান-সমান লোক থাকবে, আর এই চুক্তির ফল হ'লো সাধারণ মানুষ দু-দল সম্বন্ধেই সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়লো ; জনপ্রিয় একটা মন্তব্য ছিলো এইরকম : 'উদারপন্থী আর রক্ষণশীলদের মধ্যে একমাত্র তফাৎ হ'লো এটাই যে উদারপন্থীরা খ্রিষ্টযাগে যায় পাঁচটায়, আর রক্ষণশীলেরা আটটায় ।' ১৯৫৮তে প্রতিমাসে অন্তত তিনশো লোক খুন হ'তো, পরের চার বছরে গড়ে মাসে দুশো ক'রে লোক । শেষটায় ১৯৬৩তে খুনের হার একটু-একটু ক'রে কমতে থাকে ।

১৯৪৮-এ বোগোতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেবার পর, গার্সিয়া মার্কেস কার্তাহেনার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন, তখন তাঁর বাড়ির সবাই সেখানেই থাকতো । একসময়ে কার্তাহেনা ছিলো ক্যারিবিয়নের সবচেয়ে কুখ্যাত বন্দর যেখানে প্রতিদিন আফ্রিকা থেকে আনা ক্রীতদাস কেনা-বেচা হ'তো — কোনো লুণ্ঠনকারী দস্যুদল যাতে আসতে না-পারে, উপসাগরকে একটা শেকল দিয়ে ঘিরে রাখা হ'তো তখন । সেখানে তিনি *এল উনিভের্সাল* ব'লে একটি কাগজের জন্যে লিখতেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে বার্‌রানকিয়ায় চ'লে যান, যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় *তিনটি তরুণ আর এক বৃদ্ধর*, যারা সবাই ছিলো

BanglaBook.org

বইপাগল, গ্রন্থকীট। বৃদ্ধটি হলেন রামোন ভিনইয়েস, কাতালোনিয়ার রিপাবলিকপন্থী, স্পেনের গৃহযুদ্ধের পর কোলোম্বিয়ায় পালিয়ে আসেন, কিন্তু পরে তিনি কাতালোনিয়া ফিরে যান দেশের মাটিতে মরবেন ব'লে ; তিনজন তরুণ হলেন আলফোনসো ফুয়েনমাইওর, এরমান ভার্গাস আর আলভারো সেপেদা সামুদিও। সেপেদা সামুদিও বয়েসে গার্সিয়া মার্কেসের চাইতে চার বছরের বড়ো, সিয়েনাগায় যখন ধর্মঘটিদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় তখন তিনি স্কোয়ারের সামনেই একটা বাড়িতে থাকতেন —১৯৫৪তে তাঁর প্রথম ছোটোগল্পের বইয়ের সমালোচনা করেছিলেন গার্সিয়া মার্কেস, সেখানে তাঁর এমন বর্ণনা দিয়েছিলেন যাতে তাঁকে দেখে মনে হ'তো সেপেদা সামুদিও বুঝি কোনো ট্রাকড্রাইভার।

বার্‌রানকিয়াতে বই ছাড়া আর যাঁকে নিয়ে পাগল হয়েছিলেন গার্সিয়া মার্কেস, তিনি হলেন স্থানীয় এক ওষুধের দোকানের মালিকের মেয়ে, মের্সেদেস বার্‌চা, তাঁকে মিশরীয় মেয়ের মতো দেখাতো ব'লে তাঁকে একটা গোপন নাম দেয়া হয়েছিলো *পবিত্র কুমির*, শেষে ১৯৫৮তে মের্সেদেসকেই বিয়ে করেন গার্সিয়া মার্কেস, যদিও অনেকদিন দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো বিয়ের আগে : ১৯৫৪তে গার্সিয়া মার্কেস *এল এস্‌পেক্তাদোর*-এর সাংবাদিক হিশেবে ছিলেন বোগোতায় ; ১৯৫৫তে তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো রোমে, মুমূর্ষু পোপের মৃত্যুর প্রতিবেদন দিতে, কিন্তু পোপ সেরে উঠেছিলেন ; ১৯৫৬তে প্যারিসে, প্রায় না-খেয়ে মরতে বসেছিলেন, কারণ রোহাস পিনইয়া *এল এস্‌পেক্তাদোর* তুলে দিয়েছিলেন আর রামোন ভিনইয়েস চ'লে আসেন স্পেনে, কাতালোনিয়ায় মরতে চাইবেন ব'লে ; ১৯৫৭তে পূর্বইওরোপ, সোবিয়েৎ দেশ আর লণ্ডন, আর ১৯৫৮র জানুয়ারিতে কারাকাসে, ঠিক সময়মতো পৌঁছেছিলেন সেখানে, নিজের চোখে দেখেছিলেন পেরেস হিমেনেসের পতন। সাংবাদিক হিশেবেই ১৯৫৯ অব্দি ভেনেসুয়েলায় কাটিয়েছিলেন গার্সিয়া মার্কেস, তারপর মের্সেদেসকে নিয়ে—ততদিনে তাঁদের বিয়ে হয়েছে—বোগোতায় ফিরে এলেন, সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কুবার সংবাদদফতর *প্রেন্‌সা লাতিনার* দায়িত্ব নিয়ে। সেখানে তাঁর প্রথম ছেলে রদরিগোর জন্ম হ'লো অগস্টে, যার বাপ্তিস্মতে দীক্ষা দিয়েছিলেন কামিলো তোর্‌রেস (যিনি পরে আততায়ীর হাতে নিহত হন)। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে গনসালোর জন্ম হ'লো মেহিকোয় ১৯৬২তে। ১৯৬৬তে তাঁকে প্রেন্‌সা লাতিনার নিউ-ইয়র্ক দফতরে বদলি করা হয়েছিলো, কিন্তু সেখানে প্রেনসা লাতিনার কাজে তিনি ইস্তফা দেন। ভেবেছিলেন নিউ-অর্লিন্স হ'য়ে গ্রেহাউণ্ড বাসে ক'রে মার্কিন মুলুকের দক্ষিণের রাজ্যগুলি ও উইলিয়াম ফকনারের দেশ দেখতে-দেখতে কোলোম্বিয়া ফিরবেন, কিন্তু শেষটায় মেহিকোয় এসেই আস্তানা গাড়লেন। এখানে গার্সিয়া মার্কেস চলচ্চিত্রের জন্যে চিত্রনাট্য লিখতেন, সম্পাদনা করতেন দুটি কাগজ আর ওয়ালটার টমসন বিজ্ঞাপন সংস্থার হ'য়ে কাজ করতেন। তারপর একদিন ১৯৬৫তে মেহিকোনগরী থেকে আকাপুলকো বেড়াতে যাবার পথে, তিনি স্পষ্ট

BanglaBook.org

চোখে দেখতে পেলেন, *একশো বছরের নিঃসঙ্গতার* পুরো আখ্যানটি, ফিরে এলেন মেহিকোনগরী, পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, আর আঠারো মাস পরে ঘরের দরজা খুলে পুরো পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে দ্যাখেন তাঁর স্ত্রীর হাতে দশ হাজার ডলার দেনার যাবতীয় বিল ও নোটিস । গার্সিয়া মার্কেসের জীবনচরিতের বাকিটুকু এখন আর কারু অজানা নেই ।

লেখায় লেখায় মাখামাখি, শুধু কি তা প্রচ্ছন্ন পাঠ ?

এপ্রিল ৯, ১৯৪৮ । বোগোতায় দাবানলের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়লো : জনপ্রিয় বামপন্থী রাজনীতিবিদ হোরহে এলিয়েসের গাইতানকে রক্ষণশীলদের গুণ্ডারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে । আর তুমুল রক্তাক্ত উত্থান হ'লো বোগোতার, কয়েকদিন ধ'রে সারা শহর দাউ-দাউ ক'রে জ্বলতে লাগলো—লাগামছেঁড়া, বেরিয়ে এলো *বোগোতাসো* । এই তারিখ, ৯ এপ্রিল ১৯৪৮, বস্তুত তারও সূচনা, পরে যার নাম দেয়া হবে *লা ভিওলেন্সিয়া* — রক্ষণশীল আর উদারপন্থীদের মধ্যে এক তুলকালাম গৃহযুদ্ধ, যেটা চলবে, অন্তত, ১৯৬৩ অব্দি । যদিও *লা ভিওলেন্সিয়া* কোলোম্বিয়ার অনেক গল্প-উপন্যাসের বিষয় হয়েছে, গার্সিয়া মার্কেস ছাড়া আর-কেউ এমন সূক্ষ্ম শিল্পিতার সঙ্গে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি—বিশেষত কিছু ছোটোগল্প এবং *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না* আর *অশুভ লগ্ন* উপন্যাস দুটিতে, অনেকে যে-দুটিকে একসঙ্গে পড়া উচিত ব'লে মনে করেন । গার্সিয়া মার্কেসের মতে, কোলোম্বিয়ার অন্য লেখকরা যে সত্যি-সত্যি *লা ভিওলেন্সিয়ার* স্বরূপটা ধরতে পারেননি তার প্রধান কারণ তাঁরা রক্তাক্ত ও পাশবিক সব হিংস্রতার বর্ণনাতেই ব্যস্ত থেকেছেন, সরাসরি বর্ণনা করেছেন খুনোখুনি, গেরিলা লড়াই, বদলা আর *ভেন্‌দেত্তা* ; *লা ভিওলেন্সিয়া* যে-আতঙ্ক আর বিভীষিকার পরিবেশ, বাতাবরণ, তৈরি করেছিলো সেটা তাই প্রত্যক্ষ বর্ণনায় নিছক মারপিটের গল্পে পরিণত হয়েছে । বরং তাঁর মতে, কিছুই ঘটছে না অথচ সবাই আতঙ্কে ও ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে আছে, ভেতরে-ভেতরে কাঁপছে, রোজকার কাজকর্ম সারছে যন্ত্রের মতো, এমনকী যে-সব পরিবার সরাসরি এই হিংস্রতার প্রকোপে পড়েনি, তাদেরও যে কী ভয়াবহ অবস্থা—এটা দেখানোই উচিত ছিলো ।

কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না আর *অশুভ লগ্ন* যে একসঙ্গে পড়া উচিত, তার কারণ হিশেবে বলা যায় উপন্যাসদুটির ঘটনাস্থল একই নামহীন জনপদ, পুয়েব্‌লো, আর দুটি উপন্যাসেই স্থান পেয়েছে একইরকম কিছু-কিছু চরিত্র । প্যারিসে ১৯৫৬ সালে গার্সিয়া মার্কেস যখন বেকার ও বুভুক্ষু, তখন সমকালীন কোলোম্বিয়ার বাস্তবতাকে কীভাবে ছোঁয়া যায় সেইজন্যেই *অশুভ লগ্ন* লিখতে শুরু করেছিলেন । এইরকমই একটি গল্প : "এইরকমই একদিনে", যেটা হয়তো *অশুভ লগ্ন*-রই অংশ হ'তে পারতো :

BanglaBook.org

সোমবার ফুটে উঠলো গরম আর বৃষ্টিবিহীন। আউরেলিও এস্কোভার, ডিগ্রিবিহীন এক দাঁতের ডাক্তার, খুব ভোরে-ওঠা তার অভ্যাস, তার আপিশের দরজা খুললো সকাল ছ-টায়। কাচের বাক্সটা থেকে কয়েকটা নকল দাঁত বার ক'রে নিলে সে, দাঁতগুলো এখনও তাদের প্লাসটিকের ছাঁচে বসানো, আর টেবিলে রাখলে একমুঠো যন্ত্রপাতি—তাদের সে সাজিয়ে রাখলে মাপ অনুযায়ী পর-পর, যেন তাদের কোনো প্রদর্শনীতে দেখানো হবে। সে প'রে আছে গলগন্ধবিহীন একটা ডোরাকাটা জামা, একটা দ্বিশির আলগা বোতাম দিয়ে আটকানো, আর তার পাৎলুন কোমরে টেনে রেখেছে গেলিস। লোকটা সে টানটান, খাড়া আর চিমশে : তাঁকে এমন দেখায় যা তার অবস্থার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না, যেমনভাবে দেখায় কোনো কালা লোককে। যখন সে সবকিছু গুছিয়ে রাখলে টেবিলে, তুরপুনটা সে টেনে নিয়ে এলো ডাক্তারি চেয়ারের পাশে, তারপর ব'সে প'ড়ে নকল দাঁতগুলো পালিশ করতে লাগলো। কী করছে সে-সম্বন্ধে সে-যে কিছু ভাবছে এমন কিন্তু মনে হ'লো না তাকে, কিন্তু সে ধীরভাবে একটানা তার কাজ ক'রেই চললো, তুরপুনের হাঁপরটায় সে পা চালিয়ে দম দিয়ে চলেছে, যখন তার কোনো দরকার নেই তখনও।

আটটার পর সে একটু থামলো, জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাবার জন্যে : সে দেখতে পেলে দুটি মনমরা চিন্তিত শকুন পাশের বাড়ির তাঁবু খাটাবার লম্বা খুঁটিটার ওপর ব'সে-ব'সে রোদ্দুরে নিজেদের ডানা শুকোচ্ছে। দুপুরের খাবারের আগেই আবার বৃষ্টি নামবে—এই ভাবনাটা নিয়েই সে কাজ ক'রে চললো। তার এগারো বছরের ছেলের রিনরিনে গলা তার মনোযোগে বাদ সাধলে।

'বাবা।'

'কী ?'

'মেয়র জানতে চান তুমি তাঁর দাঁত তুলে দেবে কি না!'

'ব'লে দে আমি বাড়ি নেই।'

সে একটা সোনার দাঁত পালিশ করছিলো। তুলে নিয়ে হাতের দূরত্বে রেখে চোখ দুটি আধো বুজে সে সেটা খুঁটিয়ে দেখলো। ছোট্ট অপেক্ষাঘরটা থেকে তার ছেলে আবার চ্যাঁচালে

'উনি বলছেন তুমি ভেতরে আছো, কারণ উনি তোমার গলা শুনতে পাচ্ছেন।'

দাঁতের ডাক্তার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেই চললো দাঁতটা। শুধু-যখন যে-কাজগুলো সারা হ'য়ে গেছে টেবিলে তাদের পাশে সেটা সে রেখে দিয়েছে তখন বললে

'সে তো আরো ভালো।'

সে আবার তার তুরপুন চালালে। যা-যা করতে হবে সে-সব সে একটা কার্ড-বোর্ডের বাক্সে তুলে রাখে, তার মধ্যে থেকে সে কয়েকটা দাঁতে লাগাবার সোয়ারি বার ক'রে নিয়ে সোনা পালিশ করতে শুরু ক'রে দিলে।

'বাবা।'

'কী ?'

সে তার মুখের ভাব তখনও পালটায়নি।

'উনি বলছেন ওঁর দাঁত তুলে না-দিলে উনি তোমায় গুলি ক'রে মারবেন।'

কোনো তাড়া না-ক'রে, অতীব ধীরস্থিরশান্তভাবে সে তুরপুনের হাঁপরটা চালানো বন্ধ

BanglaBook.org

করলে, তারপর সেটা চেয়ার থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলে, আর পুরো খুলে ফেললে টেবিলের সবচেয়ে তলার টানাটা । একটা রিভলবার আছে সেখানে ।

'বেশ,' সে বললে, 'ওকে বল এখানে এসে আমায় গুলি করতে ।'

চেয়ারটা সে গড়িয়ে নিয়ে গেলো দরজার ঠিক মুখোমুখি, অন্য পাশে, তার হাতটা দেরাজের টানায় প'ড়ে আছে । মেয়র দরজায় দেখা দিলে । সে তার মুখের বাঁ পাশটা কামিয়েছে, কিন্তু অন্যপাশটা ফুলে উঠেছে ব্যথায়, সেখানে পাঁচদিনের জমানো দাড়ি । দাঁতের ডাক্তার মেয়রের ঘোলাটে ভোঁতা চোখে অনেক রাত্তিরের মরিয়াভাবটা দেখতে পেলে । আঙুলের ডগা দিয়ে ঠেলে দেরাজের টানাটা বন্ধ করে নরম ক'রে সে বললে

'বসুন ।'

'বুয়েনোস দিয়াস ।'

'বুয়েনো ।'

যন্ত্রপাতি যখন টগবগে জলে ফুটছে, মেয়র চেয়ারের মাথা-রাখায় তার মাথাটা এলিয়ে দিলে : আগের চেয়ে ভালো লাগছে একটু । তুহিন তার শ্বাসপ্রশ্বাস । দাঁতের ডাক্তারের আপিশটার ছিরিছাঁদ নেহাৎই গরিব : পুরোনো একটা কাঠের চেয়ার, হাঁপর দিয়ে চালানো তুরপুন, চিনে মাটির বোতলে ভরা কাচের একটা দেয়াল-আলমারি । চেয়ারের মুখোমুখি উলটোদিকে একটা জানলা, তাতে কাঁধসমান উঁচু একটা সুতি কাপড়ের পর্দা ঝোলানো । যখন সে টের পেলে দাঁতের ডাক্তার তার দিকে এগিয়ে আসছে, মেয়র তার গোড়ালি দুটো আঁটো ক'রে চেপে তার মুখ হাকরলে ।

আউরেলিও এস্কোভার তার মুখটা আলোর দিকে টেনে নিলে । পোকায়-কাটা দাঁতটা পরীক্ষা ক'রে সে তার আঙুলের সাবধানী চাপে মেয়রের চোয়ালটা বন্ধ ক'রে দিলে ।

'অ্যানাসথিসিয়া ছাড়াই তুলতে হবে ।'

'কেন ?'

'কারণ দাঁতের গোড়ায় পচা পূঁজ জ'মে আছে ।'

মেয়র তার চোখের দিকে তাকালে । বললে, 'বেশ ।'

আর চেষ্টা করলে মৃদু হাসতে । দাঁতের ডাক্তার সে হাসি ফিরিয়ে দিলে না । শোধনকরা যন্ত্রপাতিগুলো টেবিলে নিয়ে এসে ঠাণ্ডা একটা চিমটে দিয়ে সেগুলো ফোটানো জল থেকে তুললো : তার কাজের ধরনটায় এখনও কোনো তাড়া বা ব্যস্ততা নেই । তারপর সে জুতোর ডগা দিয়ে ডাবরটা ঠেলে দিয়ে বেসিনে নিজের হাত ধুতে গেলো । মেয়রের দিকে একবারও না-তাকিয়েই সে এই কাজগুলো পর-পর ক'রে যাচ্ছে । কিন্তু মেয়র একবারও তার ওপর থেকে নজর সরায়নি ।

নিচের পাটির আক্কেল দাঁত । দাঁতের ডাক্তার তার পা-দুটি ফাঁক ক'রে গনগনে সাঁড়াশিটা দিয়ে দাঁতটা চেপে ধরলে । মেয়র আঁকড়ে ধরলে চেয়ারের হাতা, আর অনুভব করলে তার বুকের ভেতর কী-রকম এক হিম শূন্যতা, কিন্তু কোনো আওয়াজ করলে না সে । দাঁতের ডাক্তার শুধু তার নিজের কব্জিটাতেই মোচড় দিচ্ছে । কোনো বিদ্বেষ-ঘৃণা ছাড়াই, বরং একধরনের তিতকুটে মমতার সঙ্গে, সে বললে :

'এবার আমাদের কুড়িজনকে মারবার জন্যে মাশুল দিতে হবে আপনাকে ।'

তার চোয়ালের হাড়ের মড়মড় অনুভব করলে মেয়র, তার দু-চোখ জলে ভ'রে

BanglaBook.org

গিয়েছে । দাঁতটা যতক্ষণ-না বেরিয়ে এসেছে ব'লে মনে হ'লো, ততক্ষণ সে একবারও দম ফেললো না । তারপর চোখের জলের মধ্য দিয়ে দাঁতটাকে সে দেখতে পেলে । তার ব্যথার সঙ্গে যেন কোনো সম্পর্কই নেই, এমনি অচেনা লাগলো তার দাঁতটাকে, আর তার ফলে আগেকার পাঁচ রাতে অসহ্য যন্ত্রণাটা কেন তাকে এমন ভুগিয়েছে সেটা বুঝতে সে অক্ষম হ'লো ।

ডাবরের ওপর ঝুঁকে, ঘেমে একশা, হাঁফাতে-হাঁফাতে, সে তার উর্দির বোতাম খুলে পাৎলুনের পকেটের দিকে তার রুমালের জন্যে হাত বাড়ালে । দাঁতের ডাক্তার তাকে একটা পরিষ্কার কাপড় দিলে ।

বললে : 'চোখের জল মুছে ফেলুন ।'

মেয়র মুছলো । সে তখন কাঁপছে । দাঁতের ডাক্তার যখন হাত ধুচ্ছে, মেয়র দেখতে পেলে জরাজীর্ণ কড়িকাঠ আর ধূলিধূসর এক মাকড়শার জাল—মরা পোকা আর মাকড়শার ডিম আটকে আছে জালে ।

ডাক্তার হাত মুছতে-মুছতে ফিরে এলো ।

'শুয়ে পড়ুন গিয়ে,' সে বললে 'নুনজল দিয়ে গার্‌গল করবেন ।'

মেয়র উঠে দাঁড়ালে, উদাসীন একটা সামরিক সেলাম ঠুকে বিদায় জানালে, তারপর পা বাড়িয়ে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে, উর্দির বোতাম সে লাগায়নি ।

'বিল পাঠিয়ে দেবেন,' সে বললে ।

'কার নামে ? আপনার নামে, না শহরের ?'

মেয়র তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না । দরজা বন্ধ ক'রে পর্দার ওপাশ থেকে বললে 'সেটা একই বেজন্মা ব্যাপার ।'

যখন চরিত্রদের মধ্যে একজন প্রধান ভূমিকা নিতে শুরু ক'রে দেয়, তখন পাণ্ডুলিপিটা ঠেলে সরিয়ে রেখে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অভিনিবেশ দেন চরিত্রটির ওপর, তাকেই প্রধান চরিত্র ক'রে অন্য-একটি রচনায় হাত দেবেন ব'লে । আর তারই ফল হ'লো *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না*—সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত, মেদবিহীন গদ্যে একজন বৃদ্ধ কর্নেলের ছবি, যিনি বছরের পর বছর ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছেন কখন সরকার থেকে তাঁর মাসোহারার ব্যবস্থা ক'রে চিঠি আসে—যে-চিঠি হয়তো কোনোদিনই এসে পৌঁছুবে না । প্রখর তাঁর আত্মসম্মান ও মর্যাদার বোধ, তাই তিনি মরিয়া ও হতাশ চেষ্টা করেন নিজের প্রচণ্ড আর্থিক দুর্দশা ও ভগ্নস্বাস্থ্যকে সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে—আর এই অবস্থায় তাঁর একমাত্র অস্ত্র ও সম্বল হ'লো সুখেদুঃখে-অবিচলিত-নির্বিকার ভাব আর হালকা নির্ভার লঘু এক কৌতুকবোধ, যার সঙ্গে প্রতিতুলনায় এসেছে তাঁর হাঁপানিতে-মরো-মরো স্ত্রীর তিক্ত-সব নালিশ-অভিযোগ আর তাঁদের বর্তমান প্রতিকারহীন বিপজ্জনক অবস্থার বাস্তব মূল্যায়ন। গার্সিয়া মার্কেসের প্রধান অভিনিবেশ ছিলো কোনো *অন্যায্য* শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনো ব্যক্তির নিখাদ ও খাঁটি অভিজ্ঞতার মূল্য কতটা । ১৯৪৮-এই গার্সিয়া মার্কেস একটি গল্প লিখেছিলেন,

BanglaBook.org

"মঙ্গলবারের সিয়েস্তা", যে-গল্পটি রচিত হয়েছিলো তাঁর ছেলেবেলায় ঘটা একটি সত্যি ঘটনার স্মৃতিতে । মঙ্গলবারের দুপুরবেলায় যখন সবাই দিবানিদ্রায় ঢুলছে, তখন শহরে এসেছে এক স্ত্রীলোক, তার ছেলেকে এই শহরেই চোর অপবাদ দিয়ে বিনাবিচারে গুলি ক'রে মারা হয়েছে, আজ সে এসেছে তার ছেলের কবরে ফুল দিতে—আর ঘুম ভেঙে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে শহরের লোকেরা একে-একে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায় আর জানলায়, চোখে তাদের বিরূপ রাগি দৃষ্টি । স্ত্রীলোকটির মর্যাদাবোধ বা আত্মবিশ্বাস তাতে একফোঁটাও ক্ষুণ্ণ হয়নি । এক-অর্থে, এই স্ত্রীলোকই হয়তো *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না*-র কর্নেলের পূর্বসূরি ।

রেলগাড়িটা বেরিয়ে আসে বেলে পাথরের থরথর সুড়ঙ্গ থেকে, তারপর শুরু ক'রে দেয় সুষমসাজানো অন্তহীন কলাবাগানগুলো পেরুতে, আর হাওয়া হ'য়ে ওঠে সান্দ্র, এখন আর তারা সমুদ্র-থেকে-আসা ঝিরিঝিরি হাওয়া টের পায় না । দম-আটকানো ধোঁয়ার বেমক্কা ঝাপটা এসে হাজির কামরাটার জানলায় । রেললাইনের সমান্তরাল সরু রাস্তাটায় বলদে-টানা সব গাড়ি, কাঁদি-কাঁদি সবুজ কলায় ভর্তি । রাস্তাটার ওপাশে, অনাবাদী সব টুকরো জমি, একটু পরে-পরেই বেঢপভাবে তাতে দেখা দেয় বিজলি পাখাওলা আপিশ-কাছারি, লাল ইটের সব দালান, ধুলোমাখা তালগাছ আর গোলাপঝাড়ের মধ্যে বসতবাড়িগুলোর বারান্দায় চেয়ার আর ছোটো-ছোটো টেবিল সাজানো । সকাল এখন এগারোটা, গরম এখনও শুরুই হয়নি ।

'তুই জানলাটা বরং বন্ধ ক'রে দে,' বয়স্কা বলে । 'তোর চুল ঝুলকালিতে ভ'রে যাবে ।'

মেয়েটি চেষ্টা করে, কিন্তু খড়খড়িটা নড়েই না, একেবারে জং ধ'রে গিয়েছে ।

তৃতীয় শ্রেণীর এই একমাত্র কামরাটায় এরা দুজন ছাড়া আর-কোনো যাত্রী নেই । জানলা দিয়ে যেহেতু ভলকে-ভলকে রেলগাড়ির ধোঁয়া এসে ভেতরে ঢুকছে, মেয়েটি তাই তার নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়ে, তাদের সঙ্গে সামান্য যা জিনিশপত্র ছিলো তা নামিয়ে রাখে : একটা প্লাসটিকের থলেতে কী-সব যেন খাবার, আর খবরকাগজ দিয়ে মোড়া ফুলের একটা তোড়া । তারপর সে গিয়ে বসে উলটো দিকের একটা আসনে, জানলা থেকে স'রে, দূরে, তার মায়ের মুখোমুখি । দুজনেই তারা প'রে আছে দুঃস্থ দুঃসহ শোকের পোশাক।

মেয়েটির বয়েস বারো, এই প্রথম সে কোনো রেলগাড়িতে চড়েছে । বয়স্কাকে দেখায় তার মা হবার পক্ষে বড্ড-বেশি-বয়েসী, কেননা তার চোখের পাতায় ফুটে বেরিয়েছে নীল-নীল শিরা আর তার শরীরটা ছোট্ট নরম আকারহীন, পরনে সন্নেসিনিদের আলখিল্লার মতো একটা পোশাক । তার মেরুদণ্ড সোজা—সটান—ঠেকানো আসনের পিঠে, পেটেন্ট চামড়ার যে-বটুয়াটা সে দুই হাত দিয়ে কোলের ওপর ধ'রে আছে তা থেকে চলটা খ'শে যাচ্ছে : দারিদ্রে অভ্যস্ত এমন-কারু মতো বিবেকী এক নির্মল প্রশান্তি তার মুখচোখে ।

বারোটা নাগাদ গরম শুরু হয় । রেলগাড়ি, জল নেবে ব'লে, দশ মিনিটের জন্যে একটা স্টেশনে থামে, যেখানে কোনো শহর নেই । বাইরে, খামারের রহস্যময় স্তব্ধতার মধ্যে, ছায়াদের দেখায় পরিচ্ছন্ন, টলটলে । কিন্তু কামরার মধ্যে অচল হাওয়া গন্ধ ছড়ায়

BanglaBook.org

কাঁচা চামড়ার। রেলগাড়ি আর গতি বাড়ায় না। দুটো ঠিক-একরকম-দেখতে শহরে সে থামে, কাঠের সব বাড়ি, জ্বলজ্বলে সব রং-করা। বয়স্কার মাথাটি নড়ে, সামনে ঝোঁকে, ডুবে যায় তন্দ্রার মধ্যে। মেয়েটি তার পায়ের জুতো খুলে নেয়। তারপর সে ঢুকে যায় মুখ ধোবার কুঠুরিতে, ফুলের তোড়াকে জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখবে ব'লে।

সে যখন তার আসনে ফিরে আসে, মা তখন খাবে ব'লে অপেক্ষা করছে। মেয়েকে একটুকরো পনির দেয় মা, মকাইয়ের গুঁড়ো দিয়ে বানানো পাৎলা চিতই পিঠের আদ্ধেক, একটা বিস্কুট, আর প্লাসটিকের থলেটা থেকে নিজের জন্যেও বার ক'রে নেয় একই খাবার। তারা যতক্ষণ ধ'রে খায়, রেলগাড়িটি ঢিমে তেতালায় পেরিয়ে যায় একটা লোহার সেতু, তারপর আগের মতোই দেখতে আরো-একটা শহর পেরিয়ে যায়—তবে তফাৎ একটাই যে এখানে প্লাসায় একদঙ্গল লোকের ভিড়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সূর্যের তলায় বাজনদারের দল একটা টগবগে সুর বাজাচ্ছে। শহরের অন্যপাশে খামার গিয়ে শেষ হয়েছে এক সমভূমিতে, খরায় যেটা চিড়-চিড় ক'রে ফেটে গিয়েছে।

বয়স্কা তার খাওয়া থামায়।

'জুতো প'রে নে,' সে বলে।

মেয়েটি বাইরে তাকায়। পরিত্যক্ত পোড়ো জমি ছাড়া আর-কিছুই তার চোখে পড়ে না। এখানে এসে রেলগাড়ি আবার গতি বাড়াতে শুরু করে। মেয়েটি বিস্কুটটা প্লাসটিকের থলেতে ঢুকিয়ে রাখে, তারপর জুতো প'রে নেয়। বয়স্কা তার হাতে একটা চিরুনি তুলে দেয়।

'চুল আঁচড়ে নে,' সে বলে।

মেয়েটি যখন চুলে চিরুনি দিচ্ছে, রেলগাড়ি তার বাঁশি বাজাতে শুরু ক'রে দেয়। বয়স্কা তার আঙুল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মোছে, মুখ থেকে মোছে তেলতেলে ভাবটা। মেয়েটি যখন চুল আঁচড়ানো থামায় রেলগাড়ি তখন একটা শহরতলির ছাড়া-ছাড়া বাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে নতুন-একটা শহরে ঢুকছে—এ-শহরটা আগেকার গুলোর চাইতে বড়ো বটে, তবে তাদের চাইতে অনেক বেশি বিমর্ষ।

'তোর যদি কিছু করতে প্রাণ চায় তবে এখুনি তা সেরে নে,' বলে বয়স্কা। 'পরে, কোথাও, এমনকী জলটুকুও স্পর্শ করবি না—তেষ্টায় ছাতি ফেটে ম'রে গেলেও না। আর, সবচেয়ে যা জরুরি, কোনো কান্নাকাটি না।'

মেয়েটি তার মাথা নেড়ে সায় দেয়। শুকনো গনগনে হাওয়ার একটা ঝাপটা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে, সঙ্গে ঢোকে রেলগাড়ির বাঁশি আর পুরোনো সব বগির ঘটাং-ঘটাং। বাকি-সব খাবার সমেত প্লাসটিকের থলেটা ভাঁজ ক'রে নেয় বয়স্কা, সেটাকে তার হাতের বটুয়ায় তুলে রাখে। মুহূর্তের জন্যে শহরটার একটা পুরো ছবি, সেই ঝকঝকে আগস্টের মঙ্গলবারে, জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে জানলায়। মেয়েটি ফুলগুলো জড়িয়ে নেয় ভিজে নেতিয়ে-যাওয়া খবরকাগজে, একটু স'রে যায় জানলা থেকে, তার মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। উত্তরে সে ফেরৎ পায় এক স্মিত অভিব্যক্তি। রেলগাড়ি বাঁশি বাজানো শুরু করে, শ্লথ হ'য়ে যায় গতি, পরক্ষণেই থেমে যায়।

স্টেশনটায় কোনো জনমানব নেই। রাস্তার অন্যপাশে, কাগজি বাদামগাছগুলোর ছায়ায় ঢাকা ফুটপাতে শুধু বিলিয়ার্ড খেলার আখড়াটাই খোলা। আস্ত শহরটা গনগনে আঁচের মধ্যে

BanglaBook.org

ভাসছে। বয়স্কা আর কিশোরী রেলগাড়ি থেকে নেমে পড়ে, পরিত্যক্ত স্টেশনটা পেরোয় —চৌকো সব টালিগুলো স'রে-স'রে এসেছে একে-আরের কাছ থেকে, আর ঘাস গজিয়েছে সেইসব ফাঁকায়—তারা রাস্তার ছায়াঢাকা দিকটায় চ'লে আসে।

বেলা প্রায় দুটো বাজে এখন। সে-সময়ে, তন্দ্রার ভারে চেপটে গিয়ে, সিয়েস্তায় মগ্ন হ'য়ে আছে শহর। দোকানপাট, আপিশ-কাছারি, সরকারি স্কুল—সব ছুটি হ'য়ে যায় বেলা এগারোটায়; যখন রেলগাড়ি আবার ফিরে আসে, চারটের একটু আগেই, শুধু তখনই সবকিছু খোলে আবার, তার আগে নয়। শুধু স্টেশনের ওপাশে হোটেলটা, তার ভাঁটিখানা আর বিলিয়ার্ড খেলার ঘর সমেত, আর প্লাসার আরেক পাশে ডাক ও তারের আপিশটাই, খোলা থাকে। বাড়িগুলো, তাদের বেশির ভাগই বানানো হয়েছে কলাবাগানের কম্পানির আদলে, দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে, জানলায় খড়খড়িগুলো নামানো। তাদের মধ্যে অনেকগুলোরই ভেতরে এমন গনগনে গরম যে বাড়ির লোকে তাদের দুপুরের খাওয়া সারে পাতিওতে। অন্যরা দেয়ালের গায়ে লাগানো চেয়ারে হেলান দিয়ে থাকে, কাগজি বাদামের গাছের ছায়ায়, ঠিক যেন রাস্তাতেই ঢোলে তাদের সিয়েস্তায়।

বাদামগাছের সুরক্ষিত ছায়ার মধ্য দিয়েই বয়স্কা আর মেয়েটি শহরে ঢোকে, সিয়েস্তাকে কোনো ত্যক্ত না-ক'রেই। সোজা তারা চ'লে যায় গির্জেয়, পুরুতের বাড়িতে। দরজার রুক্ষ কর্কশ ধাতুর পাতের পাল্লায় বয়স্কা নখ দিয়ে আঁচড়ায়, অপেক্ষা করে একঝলক, তারপর আবার আঁচড়ায়। ভেতরে গুনগুন করছে একটা বিজলি পাখা। পায়ের শব্দ তারা শুনতে পায়নি। প্রায় যেন কানেই ঢোকেনি একটা দরজার একটু ক্যাঁচকোঁচ, আর পরক্ষণেই সাবধানী একটা গলা, রুক্ষ ধাতুর পাতের পাশেই: 'কে?' বয়স্কা ধাতুর পাতের পাল্লার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

'পুরুৎকে আমার চাই,' সে বলে।

'উনি এখন ঘুমুচ্ছেন।'

'ভীষণ জরুরি,' বয়স্কা চাপ দিয়ে বলে, 'ছোড়।

তার কণ্ঠস্বরে, শান্ত কিন্তু দৃঢ়, প্রতিজ্ঞার ছাপ।

দরজা আরো-একটু খোলে, নিঃশব্দে, আর একটি পৃথুলা প্রৌঢ়া দেখা দেন, ভারি ফ্যাকাশে গায়ের রং, মাথার চুলের রং লোহার মতো। তাঁর চশমার পুরু কাচের পেছনে তাঁর চোখদুটিকে দেখায় খুবই ছোটো।

'আসুন ভেতরে,' তিনি বলেন, দরজাটা তিনি সপাটে খুলে দেন।

তারা যে-ঘরটায় ঢোকে ফুলের বাসি গন্ধে সেটা ঝিমঝিম করছে। প্রৌঢ়া তাদের নিয়ে যান কাঠের একটা বেঞ্চির পাশে, তাদের বসতে ইঙ্গিত করেন। মেয়েটি তা-ই করে, কিন্তু তার মা দাঁড়িয়েই থাকে, কেমন আনমনা, দু-হাতে সে সজোরে আঁকড়ে ধ'রে আছে তার বটুয়া। বিজলি পাখার গুঞ্জন ছাপিয়ে আর-কোনো শব্দই শোনা যায় না।

প্রৌঢ়াটি আবার ঘরের দূর দরজাটির পাশে এসে দেখা দেন। 'উনি বললেন তিনটের পরে আসতে,' খুব নিচুগলায় তিনি জানান, 'উনি এই সবে, পাঁচ মিনিট আগে, একটু শুয়েছেন।'

'রেলগাড়ি ছাড়বে সাড়ে-তিনটেয়,' বয়স্কা বলে।

উত্তরটা ছোট্ট, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, কিন্তু তার গলায় স্বর মধুরই থাকে, নামানো,

BanglaBook.org

তবে আর-কিছু যেন তাতে না-বলা । এই প্রথমবার প্রৌঢ়া একটু মুচকি হাসেন ।

'ঠিক আছে,' তিনি বলেন ।

দূরের দরজাটা আবার যখন বন্ধ হ'য়ে যায়, মা তার মেয়ের পাশে ব'সে পড়ে । সরু চিলতে অপেক্ষা-ঘরটা গরিব, ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন । যে-কাঠের রেলিঙটা দিয়ে ঘরটা দু-ভাগ করা, তার ওপাশে কাজ করবার জন্যে একটা টেবিল, শাদামাটা, ওপরে অয়েলক্লথ বিছোনো, টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানির পাশে একটা প্রাগৈতিহাসিক টাইপরাইটার । তার ওপাশে গির্জের সব নথি, সেরেস্তা । দেখেই তুমি বুঝতে পারতে যে এই আপিশটা গোছগাছ ক'রে রেখেছে আইবুড়ো-কেউ ।

দূরের দরজাটা খুলে যায়, আর এবার দেখা দেন পুরুৎ, একটা রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছতে-মুছতে । শুধু যখন চশমা প'রে নেন, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে যে-প্রৌঢ়াটি দরজা খুলে দিয়েছিলেন, পুরুৎ তাঁরই ভাই ।

'কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, বলুন ?' পুরুৎ জিগেশ করেন ।

'কবরখানার চাবিটা চাই,' বয়স্কা বলে ।

মেয়েটি কোলে ফুলগুলো নিয়ে ব'সে আছে, বেঞ্চির তলায় তার পা দুটি আড়াআড়ি, এক পায়ের ওপর আরেকটা । পুরুৎ তার দিকে তাকান, তারপর তাকিয়ে দ্যাখেন তার মাকে, তারপর জানলার তারের জালির মধ্য দিয়ে ঝকঝকে নির্মেঘ আকাশটার দিকে তাকান।

'এই গরমে?' তিনি বলেন । 'অন্তত সূর্য ডোবা অব্দি অপেক্ষা করা যেতো ।'

বয়স্কা তার মাথা সরায় একপাশে, একটুখানি । পুরুৎ রেলিঙটা পেরিয়ে অন্য পাশে চ'লে যান, দেরাজের খোপ থেকে বার ক'রে নেন অয়েলক্লথ জড়ানো একটা নোটবই, একটা কাঠের কলমদান, আর একটা দোয়াত—আর টেবিলে ব'সে পড়েন । তাঁর হাত দুটোয় যথেষ্টরও বেশি চুল, মাথায় যা নেই তারই ক্ষতিপূরণ যেন ।

'কোন কবরটা দেখতে যেতে চাচ্ছেন ?' তিনি জিগেশ করেন ।

'কার্লোস সেন্তেনোর,' বয়স্কা বলে ।

'কে ?'

'কার্লোস সেন্তেনো,' বয়স্কা আবার বলে ।

পুরুৎ তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারেন না ।

'ও হচ্ছে চোর, গত হপ্তায় এখানে খুন হয়েছে,' বয়স্কা ঠিক সেই একই গলার সুরে বলে । 'আমি তার মা ।'

পুরুৎ তাকে খুঁটিয়ে দ্যাখেন । বয়স্কা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে, শান্ত সংযতদৃষ্টি, আর পাদ্রে রাঙা হ'য়ে ওঠেন । তিনি মাথা নুইয়ে লিখতে শুরু ক'রে দেন । পাতাটা ভরাতে-ভরাতে মাকে তিনি জিগেশ করেন তার পরিচয় দিতে, আর সেও উত্তরগুলো দেয় যথাযথ, সব খুঁটিনাটি সমেত, একটুও ইতস্তত না-ক'রেই, যেন সে কোনো কাগজ প'ড়ে গড়গড় ক'রে ব'লে যাচ্ছে । পাদ্রে ঘামতে শুরু ক'রে দেন । মেয়েটি তার বাঁ পায়ের জুতোর বকলশটা খোলে, গোড়ালিটা বার ক'রে আনে জুতো থেকে, পাটাকে বিশ্রাম দেয় বেঞ্চির পাদানিতে । সে ঠিক একই কাজ করে তার ডান পাটাকে নিয়েও ।

পুরো ব্যাপারটা শুরু হয়েছিলো আগের হপ্তার সোমবারে, রাত তিনটেয়, এখান থেকে দু-তিনটে চৌকি দূরে । রেবেকা, বিধবা, একা থাকতো একটা বাড়িতে, নানারকম টুকিটাকি

BanglaBook.org

আজব-সব জিনিশে ভরা, টিপ-টিপ বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে সে শুনতে পেয়েছিলো কেউ যেন বাইরে থেকে দরজাটা জোরে ঠেলে খোলবার চেষ্টা করছে । রেবেকা উঠে প'ড়ে ঘরের ছোট্ট চোরকুঠুরিটা থেকে বার ক'রে নিয়েছিলো প্রাচীন এক রিভলবার, কলোনেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার আমলের পর কেউ আর এই রিভলবার চালায়নি ; তারপর আলো না-জ্বালিয়েই পা টিপে-টিপে বসবার ঘরে চ'লে এসেছিলো সে । তালার কাছে কী শব্দ হচ্ছে তাতে যতটা নয়, তার চেয়েও বেশি বরং তার আঠারো বছরের নিঃসঙ্গতার ফলে মনের মধ্যে গজিয়ে-ওঠা আতঙ্কের বশেই, রেবেকা তার কল্পনাকে আটকে দিয়েছিলো শুধু দরজাটাতেই নয়, বরং ঠিক সেই জায়গায় তালাটা যেখানে, যত উঁচুতে, দরজার গায়ে বসানো । সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছিলো অস্ত্রটা, মুদেছিলো চোখ, আর রিভলবারের ঘোড়া টিপেছিলো । জীবনে সে এই প্রথম কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁড়লো । বিস্ফোরণের ঠিক পরটাতেই, রাং ঝালাই-করা চালের ওপর বৃষ্টির টিপ-টিপ ছাড়া আর-কিছুই সে শুনতে পারছিলো না । তারপরেই সে শুনতে পেয়েছিলো শানবাঁধানো দাওয়ায় ছোট্ট-একটা ধাতব-কিছু প'ড়ে যাবার আওয়াজ, আর একটা খুব নিচু গলা, মোলায়েম কিন্তু অপরিসীম অবসাদে-ভরা 'উঃ, মাগো !' সকালবেলায় তারা যে লোকটাকে ম'রে প'ড়ে থাকতে দেখেছিলো বাড়ির সামনে, মুখ থেকে তার নাকটা উড়ে গিয়েছে, গায়ে রঙিন ডোরা-কাটা পশমের জামা, রোজকার পরার একটা প্যান্ট—বেল্টের বদলে কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা, আর পা দুটি খালি । শহরের কেউই তাকে চেনে না ।

'তাহ'লে ওর নাম ছিলো কার্লোস সেন্তেনো,' গুনগুন ক'রে বলেন পাদ্রে, যখন তিনি শেষ করেন লেখা ।

'সেন্তেনো আইয়ালা,' বলে বয়স্কা, 'সে ছিলো আমরা একমাত্র ছেলে ।'

পুরুৎ ফিরে যান দেরাজের কাছে । মস্ত দুটি জং-ধরা চাবি দরজার পাল্লার ভেতরদিকটায় ঝুলছে ; মেয়েটি কল্পনা করে, যেমন তার মা কল্পনা করেছিলো যখন ছিলো কিশোরী, যেমন পুরুৎ নিজেও নিশ্চয়ই কল্পনা করেছেন কোনো-এক সময়ে, যে এই চাবিগুলো নিশ্চয়ই সান্ পেদ্রোর (সেন্ট পিটারের)। পুরুৎ সেগুলো নামিয়ে নেন, রেলিঙের ওপরে খোলা নোটবইটার ওপর তাদের রাখেন, আর আঙুল দিয়ে দেখান পাতার একটা জায়গা, যেখানে এইমাত্র তিনি কী-সব লিখেছেন ।

'এখানে সই করো ।'

বয়স্কা তার নামটা যেমন-তেমন ক'রে লিখে দেয়, বটুয়াটা তার ড্যানার মধ্যে চেপে রেখে । মেয়েটি তুলে নেয় ফুলগুলো, এলোমেলোভাবে পা ফেলে-ফেলে রেলিঙের কাছে আসে, গভীর মন দিয়ে লক্ষ করে তার মাকে ।

পুরুৎ দীর্ঘশ্বাস ফ্যালেন ।

'তাকে সৎপথে ফেরাবার কোনো চেষ্টা করোনি কোনোদিন ?'

নাম লেখাটা শেষ ক'রে বয়স্কা বলে

'ও খুব ভালো ছেলে ছিলো ।'

পুরুৎ প্রথমে মায়ের দিকে তাকান, তারপর মেয়ের দিকে, আর পরম বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করেন যে এরা মোটেই কান্নাকাটি করবে না । বয়স্কা ঠিক তেমনি একই স্বরে ব'লে চলে

BanglaBook.org

'আমি ওকে বলেছিলাম ও যেন এমন-কিছু চুরি না-করে যা লোকের খাবারে টান দেবে—আর ও আমার কথা মেনে নিয়েছিলো। অন্যদিকে, আগে, ও যখন ঘুষি লড়তো, খেলার পরেই তিন-তিন দিন প'ড়ে থাকতো বিছানায়, অত ঘুষি খেয়ে অবসাদে জর্জর।'

'ওর সব দাঁতগুলো তুলে ফেলতে হয়েছিলো,' মেয়েটি মায়ের কথা থামিয়ে দিয়ে যোগ ক'রে।

'ঠিক, তুলে ফেলতে হয়েছিলো,' বয়স্কা সায় দেয়। 'সে-সবদিনে প্রতিটি গরাসে আমি স্বাদ পেতাম শনিবারের বক্সিঙের আখড়ায় ও কী-রকম প্রচণ্ড মার খেয়েছে।'

'ঈশ্বরের লীলা দুর্জ্ঞেয়,' বলেন পাদ্রে।

কিন্তু কথাটা তিনি বলেন কোনো বিশ্বাস ছাড়াই, অংশত যেহেতু অভিজ্ঞতা তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ সন্দেহবাদী ক'রে তুলেছে, আর অংশত যেহেতু গরমটা অসহ্য। রোদের আঁচে গর্মি যাতে না-লাগে সেজন্যে তিনি তাদের মাথা ঢেকে নিতে বলেন। হাই তুলতে-তুলতে, এখন যেন পুরোপুরি ঘুমে ঢুলছেন, তিনি তাদের বুঝিয়ে বলেন কীভাবে তারা কার্লোস সেন্তেনোর কবর খুঁজে পাবে। ফিরে আসবে যখন তখন আর দরজায় ধাক্কা দিতে হবে না, তারা যেন দরজার নিচেই চাবিটা রেখে দেয়; আর সেখানেই যেন রাখে, যদি পারে, চার্চের জন্যে কিছু দান। বয়স্কা গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁর নির্দেশ শোনে, তবে একটুও না-হেসেই তাঁকে ধন্যবাদ জানায়।

রাস্তায় বেরুবার দরজাটা খোলবার আগেই, রুক্ষ ধাতুর পাতের দরজায় নাক ঠেকিয়ে, কে-একজন ভেতরে তাকিয়েছিলো, পাদ্রে তাকে খেয়াল ক'রে দ্যাখেন। বাইরে ছোটোদের একটা জটলা। দরজাটা সপাটে খোলা হ'তেই তারা চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। এমনিতে এ-সময়ে কেউই থাকে না রাস্তায়। এখন যে শুধু ছোটোরাই আছে, তা নয়। ছোটো-ছোটো দল বেঁধে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে কাগজি বাদামের গাছগুলোর তলায়। রোদের আঁচে সাঁৎরাতে-থাকা রাস্তাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেন পাদ্রে, আর অমনি সব বুঝে ফ্যালেন। আস্তে, সন্তর্পণে, দরজাটা তিনি আবার বন্ধ ক'রে দেন।

'এক মিনিট সবুর করো,' বয়স্কার দিকে না-তাকিয়েই তিনি বলেন।

তাঁর বোন এসে হাজির হন, সেই প্রৌঢ়া, তাঁর রাত্রিবাসের ওপর তিনি একটা কালো কামিজ চাপিয়েছেন, খোলা চুল কাঁধে লুটোচ্ছে। নীরবে তিনি পাদ্রের দিকে তাকান।

'ব্যাপার কী?' পাদ্রে শুধোন।

'লোকে খেয়াল করেছে,' গুনগুন ক'রে বলেন তাঁর বোন।

'তোমরা বরং পাতিওর দরজা দিয়েই বেরিয়ে যাও,' পাদ্রে বলেন।

'ও সেই একই ব্যাপার,' বলেন তাঁর বোন, 'সব্বাই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে।'

বয়স্কা সম্ভবত তার আগে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। ধাতুর পাতের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে রাস্তাটা। তারপর সে মেয়ের হাত থেকে ফুলের তোড়াটা তুলে নেয় আর দরজার দিকে এগিয়ে যায়। মেয়ে তাকে অনুসরণ করে।

'সূর্য ডোবা অব্দি না-হয় অপেক্ষা করো,' বলেন পাদ্রে।

'তোমরা একেবারে গ'লে যাবে,' ঘরের পেছন কোণায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে পাদ্রের বোন

BanglaBook.org

বলেন । 'একটু দাঁড়াও, আমি তোমাদের একটি ছাতা দিচ্ছি ।'

'ধন্যবাদ,' উত্তর দেয় বয়স্কা । 'তবে এভাবেই আমরা ঠিক থাকবো ।'

মেয়ের হাত ধ'রে মা রাস্তায় এসে নামে ।

গল্পের নাম "মঙ্গলবারের সিয়েস্তা", গলার স্বর এমনি খাদে নামানো যে প্রায় যেন *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না*-রই কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, সেই একই শান্ত সংযত দৃঢ় অবিচল ভঙ্গি কার্লোস সেন্তেনোর মায়ের, সেও তেমনি তারই ছেলের অনাথ মা, কিন্তু আবার একেবারে যেন একরকম নয় । আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কি লিখতে পারতেন এই গল্প, ধরন কি তার সেইরকমই ? অথচ উইলিয়াম ফকনার আর আর্নেস্ট হেমিংওয়ে দুজনেই কত দু-রকমের । পণ্ডিতেরা ভজাবার চেষ্টা করেন যে গার্সিয়া মার্কেসের ওপর প্রভাব পড়েছে ফকনারের, হেমিংওয়ের (তাঁর নোবেল পুরস্কার বক্তৃতায় গাসিয়া মার্কেস তো বলেইছেন ফকনার আমার গুরু, আমার মায়েস্ত্রো) ; ভজান যে প্রভাব পড়েছে ফ্রান্‌ৎস কাফকার (তরুণ গার্সিয়া মার্কেসকে চমকে দিয়েছিলো কাফকার "রূপবদল" গল্পের প্রথম পঙ্‌ক্তি), আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর (তাঁর প্যারডি করেছেন তিনি তাঁর নানা লেখায়), হুয়ান রুলফোর। এ-রকম পরস্পরবিরোধী লেখকদের প্রভাব অঙ্গে ধারণ ক'রে আছে গার্সিয়া মার্কেসের আখ্যায়িকাগুলো, অথচ এটা ভজান না যে গার্সিয়া মার্কেসের রচনা সমস্ত বহুস্তর অনুষঙ্গ সত্ত্বেও স্বতন্ত্র, নিজস্ব, স্বকীয়তায় ভরপুর কুবায় দীর্ঘদিন কাটালেও হেমিংওয়ের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব ছিলো না "মঙ্গলবারের সিয়েস্তা" অথবা *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না* ভেবে ওঠা। গার্সিয়া মার্কেস—বহু প্রতিধ্বনি, অনুষঙ্গ, গুপ্ত উল্লেখ, গোপন পাঠ সত্ত্বেও—পুরোপুরিভাবেই লাতিন আমেরিকী লেখক, লাতিন আমেরিকার জীবন ও বাস্তবতাই তাঁর রচনার প্রাণ—বেদনায়, মমতায় আর ক্রোধে যা দপদপ করছে ।

একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি বেরুবার আগে পর্যন্ত গার্সিয়া মার্কেস সবসময় বলতেন *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না*-ই তাঁর সেরা উপন্যাস, যেখানে টেনে খুলে ফেলা হয়েছে সমস্ত অলংকার, যেন আমরা কর্নেলের নগ্ন নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি ; শুধু কর্নেলেরই নয়, এই ছোট্ট জনপদটিকে এমনভাবে আঁকা হয়েছে যাতে মনে হয় এর নিঃসঙ্গতা যেন সমগ্র লাতিন আমেরিকার নিঃসঙ্গতারই সমরূপ । একটি গৃহযুদ্ধের পোড়-খাওয়া কর্নেল নেএরলান্দিয়ার সন্ধির পর থেকে পনেরো বছর ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছেন কবে সরকার থেকে তাঁর মাসোহারার কথা জানিয়ে চিঠি আসে ; প্রতি শুক্রবার, যখন ডাক নিয়ে স্টিমার আসে, কর্নেল গিয়ে দাঁড়ান জেটির কাছে, ডাকঘরের সামনে, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর আশা চিঠি না-আসার লাথি খেয়ে ধুলোয় লোটায় । তাঁর একমাত্র ছেলে আগুস্তিন বেআইনি ইশতেহার বিলি করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছে, উপার্জনের একমাত্র উপায় ছিলো এই ছেলে, এখন তার মৃত্যুর পর আর-কোনো আয় নেই কর্নেলের,

BanglaBook.org

কর্নেলের জন্যে সে রেখে গিয়েছে—না, কোনো গোপন ধনসম্পদ নয়, একটি লড়িয়ে মোরগ, কিন্তু তাকে অব্দি খেতে দেবার ক্ষমতা কর্নেলের নেই। তার ওপর, শহর এখন তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদলের হাতে, কোনো বিকল্প তাই নেই তাঁর, নেই কোনো উদ্ধারের রাস্তা, শুধু তাঁর প্রখর অহমিকা, মর্যাদাবোধ আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসই র'য়ে গেছে শেষ সম্বল, যার থেকে তিনি ঝোলেন অসহায় নাছোড় ভয়ংকর জেদে। তাঁর অহমিকা যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে এই লড়িয়ে মোরগে যাকে তাঁর মনে হয় এই জনপদের নিষ্পিষ্ট শক্তির প্রতীক। ছেলের *উত্তরাধিকার* এই মোরগকে তিনি কিছুতেই বিক্রি করবেন না ব'লে পণ করেছেন। আখ্যানের গোড়ায় যেমন, শেষেও তেমন, কর্নেল একা, নিঃসঙ্গ, আত্মমর্যাদা এখন কাফনের মতো তাঁকে মুড়ে আছে, খেতে পান না কিন্তু তবু মাথা নোয়াবেন না, আপোস করবেন না। যখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিগেশ করেন কেমন ক'রে তাঁরা পরবর্তী মোরগের লড়াই অব্দি বাঁচবেন, কী খেয়ে, কর্নেল, তাঁর মর্যাদা কোনো কলুষস্পর্শে এখনও নষ্ট হয়নি, বললেন: 'গু'—আর এই কথা বলবার সময় নিজেকে তাঁর মনে হ'লো 'সে সিন্‌তিও পুরো, এহ্‌প্লিসিতো, ইনভেনসিব্‌লে'—'শুদ্ধ, প্রাঞ্জল, অপরাজেয়।'

কিন্তু তাঁকে পথভ্রষ্ট করবার জন্যে গৌণ চরিত্র আছে অনেকগুলো: আছে ডন সাবাস (তাকে *অশুভ লগ্ন*-তেও আমরা দেখতে পাবো) ন্যায়নীতিবিহীন বিবেকবর্জিত এক পুঁজিমালিক যে রাজনৈতিক সহকর্মীদের পুলিশের হাতে বেচে দিয়ে, অসাধু ব্যবসায়ী ক্রিয়াকলাপে, বড়োলোক হয়েছে; আছে শহরের মেয়র (*অশুভ লগ্ন* বইতে আছে একদিন সে এই শহরে এসেছিলো সুতো দিয়ে বাঁধা একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি নিয়ে) আইনকানুনের কোনো বালাই যার নেই, যে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত; আছে শহরের ডাক্তার, কৌতুকবোধ যাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর যে গুপ্ত প্রতিরোধ-বাহিনীরও সদস্য; আছে এক অলস উকিল কর্নেল যাকে নিয়োগ করেছেন মাসোহারার মামলাটি যাতে তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু সে জানে যে এই সরকারের আমলে আইনের বুলির কোনোই মানে নেই; আছেন পাদ্রে আন্‌হেল, যাঁর নৈতিক নেতৃত্ব শুধু চলচ্চিত্রের সেন্সর ক'রেই শেষ হ'য়ে যায়; আছে আলভারো, আলফোনসো আর এরনান—তিনজন দরজি, যারা এখন গোপনে রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনে জড়িয়ে আছে—আর এদের প্রায় প্রত্যেকেই ছোটো-বড়ো ভূমিকায় দেখা দেয় *অশুভ লগ্ন* উপন্যাসে, যদিও সে-উপন্যাসে কর্নেলের কোনো প্রকাশ্য উল্লেখ নেই। *অশুভ লগ্ন*-তে অবশ্য *লা ভিওলেন্সিয়া*-র ইঙ্গিত অনেক প্রত্যক্ষ, কেননা সেখানে তিনি কোলোম্বিয়ার ইতিহাসকেই তন্নতন্ন ক'রে বিশ্লেষণ করতে চাচ্ছিলেন। সেখানে জনপদের সব অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত গোপন কথা ফাঁস হ'য়ে যাচ্ছে, যদিও রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনের গোপন কথাগুলো চাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছে সবাই। শহরের সবখানে কে বা কারা যেন টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছে *পাস্‌কিন*—শ্লেষে-উপহাসে-ব্যঙ্গ কবিতায়

BanglaBook.org

জনপদের নানা লোক সম্বন্ধে আক্রমণ, যা থেকে জানা যাচ্ছে শহরের লোকেদের গোপন কথা কী, কার সম্বন্ধে কে কী ভাবে, নিজেদের সম্বন্ধেই বা তাদের ধারণা কী। শহরটার সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্গতিকে যেন রঞ্জনরশ্মি মারফৎ দেখবার চেষ্টা করা হচ্ছে, আর লেখক চাচ্ছেন যে-কিংবদন্তি ও উপকথার মাদক সেবন ক'রে লোকে এতদিন ধ'রে বড়ো হয়েছে, তার নেশা ছুটিয়ে দিতে—পুরাণের খোলশ ফাটিয়ে ইতিহাসে এসে যাতে পৌঁছোয় এই নিঃসঙ্গ জনপদ, যেখানে 'বন্দীশালাগুলো এখন ভর্তি, তবে ওরা বলছে যে লোকে পাহাড়ে-জঙ্গলে চ'লে যাচ্ছে, আর সবখানেই নাকি গেরিলাদের দল আছে।'

উপন্যাস দুটি মিলিয়ে পড়লে তবেই হয়তো *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না*-র পুরো ব্যাপারটা আমরা ধরতে পারবো। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। কর্নেলের ছেলে আগুস্তিন মোরগের লড়াইয়ের সময় রাজনৈতিক ইশতেহার বিলি করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছিলো। *অশুভ লগ্ন* উপন্যাসে পেপেও মোরগের লড়াইতে রাজনৈতিক প্রচারপত্র বিলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না*-য় যেটা ছিলো শুধু একটি পঙ্‌ক্তি, সেটা *অশুভ লগ্ন* উপন্যাসে এইভাবে দেখা দেয়

স্কোয়ারের মোড়টায়, কে-একজন হাঁটছিলো যেন বিশাল এক ল্যাজ টেনে-টেনে সে চলেছে : দৃশ্যটা এমন-কিছু বললে মেয়র [লিউটেনান্ট] তা ঠিক বুঝতে পারলে না, কিন্তু মুহূর্ত পরেই সে সাড়া দিলে। কী-রকম জটপাকানো একটা ভাবে সে বুঝতে পারলে যে কিছু-একটা ঘটেছে আর সে তক্ষুনি শিবিরে চ'লে এলো। দরজার কাছে যে একটা জমায়েৎ পাকিয়ে উঠছে সেদিকে দৃক্‌পাত না-ক'রেই সে লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি বেড়ে উঠে এলো। একজন পুলিশ অমনি তার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এলো। সে মেয়রের হাতে একটুকরো কাগজ তুলে দিলে আর কাগজটা কী সেটা বুঝতে ঝলক তাকানোই যথেষ্ট হ'লো মেয়রের।

'মোরগের লড়াইয়ের আখড়াটায় সে এটা বিলি করছিলো,' পুলিশটি বললে।

মেয়র হলের মধ্য দিয়ে ছুটে এলো। প্রথম হাজতঘরটার দরজা খুললো সে, তারপর দাঁড়িয়েই রইলো, তখনও হুড়কোটার ওপর তার হাত, খুঁটিয়ে দেখলো যতক্ষণ-না স্পষ্ট তার চোখে পড়লো ছায়াটা : একেবারেই অল্পবয়েসী এক ছোকরা, বয়েস বেশি হ'লে কুড়ি, বসন্তের দাগে ভরা পাণ্ডুবর্ণ একটি ধারালো মুখ। মাথায় বেসবল খেলার টুপি, চশমার কাচগুলো ভাঙা।

'কী নাম তোমার ?'

'পেপে।'

'পেপে কী ?'

'পেপে আমাদোর।'

মেয়র তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করলে একটু, মুখটা মনে ক'রে নেবার চেষ্টা করলে। ছেলেটি ব'সে আছে শানবাঁধানো পাটাতনে, কয়েদিদের বিছানা হিশেবে যেটা ব্যবহার করা

BanglaBook.org

হয়। তাকে শান্ত দেখাচ্ছে। চোখ থেকে সে চশমা খুলে ফেললে, জামার খুট দিয়ে কাচগুলো মুছে নিলে, আর পিটপিট ক'রে তাকালে মেয়রের দিকে।

'এর আগে কোথায় আমাদের দেখা হয়েছিলো ?' মেয়র জিগেশ করলে।

'এই আশপাশেই।'

মেয়র আর হাজতঘরটায় পা দিলে না। সে শুধু বন্দীর দিকে তাকিয়েই রইলো, চিন্তাচ্ছন্ন, তারপর সে দরজা বন্ধ ক'রে দেবার উদ্যোগ করলে।

'বেশ করেছো, পেপে,' সে বললে, 'আমার মনে হয় এবার তুমি নিজেকেই চুদে ফেলেছো।'

সে চাবি ঘোরালে তালায়, রাখলে সেটা পকেটে, চ'লে এলো অপেক্ষাঘরে, গোপন ইশতেহারটা পড়তে-পড়তে, বারে-বারে পড়তে-পড়তে।

খোলা অলিন্দটার পাশে গিয়ে সে ব'সে পড়লো যখন ফাঁকা পরিত্যক্ত রাস্তাগুলোয় আলো জ্ব'লে উঠলো, সে তখনও চাপড়ে-চাপড়ে মশা মারছে। সে জানে সূর্যাস্তের এই শান্তি। অন্যকোনো-এক সময়, এই রকমই কোনো-এক সূর্যাস্তের সময়, সে ক্ষমতা অনুভব করেছিলো একদিন, চেখেছিলো পূর্ণ ক্ষমতার স্বাদ।

'তাহ'লে তারা আবার ফিরে এসেছে,' নিজেকে সে বললে, সশব্দে।

তারা ফিরে এসেছে। আগের মতোই তারা, দু-পিঠে মিমিওগ্রাফ করা, যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো সময়ে তাদের চেনা যায়, গোপনে কিছু ছাপবার সময় সংজ্ঞাথবিহীন যে-চিহ্নটা প'ড়ে যায় তার ইতস্তত ভঙ্গিতেই চেনা যায়।

ছায়ার মধ্যে ব'সে-ব'সে অনেক্ষণ ধ'রে সে ভাবলে কী সিদ্ধান্ত নেবে, কাগজটা একবার ভাঁজ করছে পরক্ষণেই ভাঁজ খুলছে, অনবরত। শেষটায় কাগজটা পকেটে পুরে সে হাজতঘরের চাবিটা হাৎড়ালো।

হেঁকে ডাক দিলে, 'রোবিরা ?'

যে-লোকটাকে সে বিশ্বাস করতে পারে সে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। মেয়র তার হাতে চাবির গোছা তুলে দিলে।

'ঐ ছোকরার ভার তোমার ওপর,' সে বললে। 'ওকে বোঝাবার চেষ্টা করো যাতে অন্য-যারা এই গোপন প্রচারপত্র শহরে নিয়ে আসছে তাদের নামগুলো যেন তোমাকে দিয়ে দেয়। যদি সোজা আঙুলে ঘি না-ওঠে,' সে স্পষ্ট ক'রে বললে, 'ওর মুখ থেকে কথা বার করবার জন্যে যে-কোনো উপায় তুমি বেছে নিতে পারো।'

পুলিশটি তাকে মনে করিয়ে দিলে সে-রাত্তিরে তার রাস্তায়-রাস্তায় টহল দেবার কথা।

'গুলি মারো টহলে,' মেয়র বললে। 'নতুন-কোনো হুকুম না-পাওয়া অব্দি আর-কিছু নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। আর আরেকটা কথা,' যেন কোনো দৈব প্রেরণার হুকুম তামিল করছে এইভাবে সে জুড়ে দিলে, 'উঠোনের ঐ লোকগুলোকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। আজ রাত্তিরে আর রোঁদে বেরুবার দরকার হবে না।'...

...পাহারার পুলিশের কাছ থেকে প্রতিবেদন পাবার পর, মেয়র তাদের বললে কয়েদখানার দরজাটা খুলে দিতে, যেখানে, দেখে মনে হ'লো, ইটের মেঝেয় মুখ গুঁজে পেপে আমাদোর যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। পায়ের ঠোক্কর দিয়ে মেয়র তাকে উলটে দিলে, আর

BanglaBook.org

সংগোপন করুণার সঙ্গে একঝলক তাকিয়ে দেখলে মুখটা, আঘাতে-আঘাতে যেটা বিকৃত ও কিমাকার। 'শেষ কখন খেয়েছে এ ?' মেয়র জিগেশ করলে।

'পরশু।'

মেয়র হুকুম দিলে তাকে তুলে নিতে। বগল ধ'রে তাকে পুলিশ তিনজন টেনেহিঁচড়ে নিয়ে দেয়াল-থেকে-ফুঁড়ে-বেরুনো দু-ফিট উঁচু শানবাঁধানো পাটাতনটার ওপর বসিয়ে দিলে। যেখানে তার শরীরটা প'ড়ে ছিলো আগে, সেখানে এখন একটা ভেজা ছায়া প'ড়ে আছে।

দুজন পুলিশ যখন তাকে ধ'রে বসিয়ে রেখেছে, অন্যজন তার চুলের ঝুঁটি ধ'রে তার মাথাটা তুলে রাখলো। দেখে মনে হ'তো ম'রেই গিয়েছে বুঝি যদি-না অনিয়মিত নিশ্বাস পড়তো তার আর ঠোঁটে থাকতো অপরিসীম অবসাদের আবেশ।

পুলিশরা তাকে ছেড়ে দিতেই, পেপে আমাদোর চোখ খুললো, শানের কিনারাটা হাৎড়ে চেপে ধ'রে। তারপর সে ফ্যাশফেশে এক গোঙানির সঙ্গে পাটাতনটায় শুয়ে পড়লো।

মেয়র হাজত থেকে বেরিয়ে এলো, ওদের হুকুম দিলে তাকে কিছু খেতে দিয়ে যেন খানিকক্ষণ ঘুমোতে দেয়। 'তারপর,' সে বললে, 'ওর ওপর কাজ চালিয়েই যাও যতক্ষণ-না সে যা জানে সব উগরে দেয়। আমার মনে হয় না আর-বেশিক্ষণ সে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।'...

...যেন ঘুমে ঢুলে পড়ছে এমন-একটা স্বর জিগেশ করলে :

'সেনিওর বেন্‌হামিন আছেন ?'

মিস্টার বেঞ্জামিন তার ঘাড় বার ক'রে দ্যাখে এক স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে কালো পোশাক, মাথার চুল একটা তোয়ালে দিয়ে জড়ানো, গায়ের রং ছাই-ধূসর। সে পেপে আমাদোরের মা।

'আমি বাড়ি নেই,' বললে মিস্টার বেঞ্জামিন।

স্ত্রীলোকটি বললে, 'এই তো আপনি।'

'আমি জানি,' সে বললে, 'কিন্তু মনে হচ্ছে আমি যেন নেই, কারণ আমি জানি আপনি কেন এসেছেন।'

মিস্টার বেঞ্জামিন যতক্ষণ দড়ির দোলখাটিয়া টাঙালে, দোকানের পেছনের ছোটো দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকটি একটু দোনোমনা করলে। প্রত্যেকবার নিশ্বাস ফেলবার সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীলোকটির ফুশফুশ থেকে মিহি একটা শিসের শব্দ বেরিয়ে আসছে।

'ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না,' রূঢ়স্বরে মিস্টার বেঞ্জামিন বললে, 'হয় কেটে পড়ুন নয়তো ভেতরে আসুন।'

স্ত্রীলোকটি টেবিলের সামনের চেয়ারটায় ধপ ক'রে ব'সে পড়লো আর নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

'ক্ষমা করবেন আমায়,' মিস্টার বেঞ্জামিন বললো, 'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন সকলের চোখের সামনে ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেলে আপনি আমারও বারোটা বাজাচ্ছেন।'

BanglaBook.org

পেপে আমাদোরের মা মাথা থেকে ঢাকা খুলে তোয়ালেটা দিয়ে চোখের জল মুছলো। নিছক অভ্যাসবশেই, দোলখাটিয়াটা টাঙিয়ে নেবার পর, মিস্টার বেঞ্জামিন টেনে-টেনে দড়িটা পরখ করলে। তারপর সে নজর দিলে স্ত্রীলোকটির দিকে।

'তাহ'লে,' সে বললে, 'আপনি আপনার হ'য়ে একটা আইনি দরখাস্ত লিখে দিতে বলছেন।'

স্ত্রীলোকটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিলে।

'তা ঠিক,' মিস্টার বেঞ্জামিন ব'লে চললো, 'আপনারা এখনও এ-সব দরখাস্ত-টরখাস্তে বিশ্বাস জিইয়ে রেখেছেন। আজকালকার দিনে,' গলা নামিয়ে সে ব্যাখ্যা করলে, 'ন্যায়বিচার কোনো দরখাস্তর ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বুলেটের ওপর।'

'সকলেই এই একই কথা বলে,' স্ত্রীলোকটি উত্তর দিলে, 'কিন্তু তথ্য হ'লো এটাই যে আমিই একমাত্র যার ছেলে হাজতে পচছে।'

কথা বলতে-বলতেই এতক্ষণ সে মুঠোয় যে-রুমালটা ধ'রে ছিলো, তার গিঁট খুলতে শুরু করলে, তারপর বার ক'রে আনলে গোটা কয়েক ঘামে ভেজা নোট : আট পেসো। টাকাটা সে মিস্টার বেঞ্জামিনের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

'আমার কাছে শুধু এইই আছে।'

মিস্টার বেঞ্জামিন টাকাটার দিকে তাকালে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে, নোটগুলো নিয়ে সে টেবিলের ওপর রাখলে। 'জানি, এতে কোনোই কাজ হবে না,' সে বললে, 'তবু আমি কাজটা করবো ভগবানের কাছে এটাই প্রমাণ করতে যে আমি মানুষটা একগুঁয়ে আর গোঁয়ার আছি।' স্ত্রীলোকটি নীরবে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে।

'কিন্তু সে যা-ই হোক,' মিস্টার বেঞ্জামিন তাকে পরামর্শ দিলে, 'মেয়র যাতে ছেলের সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে দেয় সেই চেষ্টা করুন, ছেলেকে বুঝিয়ে বলুন সে যা জানে সব যেন ব'লে দেয়। তা নইলে কিন্তু দরখাস্ত-টরখাস্ত সবই শুয়োরের খোঁয়াড়ে ছুঁড়ে ফেলারই শামিল হবে।'

স্ত্রীলোকটি তোয়ালে দিয়ে তার নাক মুছলো, আবা মাথা ঢাকলো তোয়ালেটায়, একবারও পেছনে ফিরে না-তাকিয়ে সে হনহন ক'রে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলো।

মিস্টার বেঞ্জামিন তার সিয়েস্তা ঘুমোলো বেলা চারটে অব্দি। যখন সে মুখ-হাত ধুতে উঠোনে গেলো, তখন আবহাওয়া পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, আর চারপাশে থিক-থিক করছে উড়ো পিঁপড়ে। পোশাক পালটে, যে ক-গাছা চুল আছে মাথায় সযত্নে আঁচড়ে, সে ডাক ও তারের আপিশে গেলো একটা ইস্টাম্বর কাগজ কিনতে।

আইনের ভাষায় দরখাস্তটা লিখবে ব'লে সে যখন দোকানে ফিরে আসছে, দেখতে পেলে শহরে যেন কিছু-একটা ঘটছে। শুনতে পেলে দূরে চীৎকার, শোরগোল। তার পাশ দিয়ে কয়েকটি ছেলে ছুটে চ'লে যাচ্ছিলো, সে তাদের জিগেশ করলে ব্যাপারটা কী, তারা না-থেমেই উত্তর দিয়ে তার পাশ দিয়ে ছুটে চ'লে গেলো। তখন সে ডাক ও তার আপিশে গিয়ে ইস্টাম্বর কাগজটা ফেরৎ দিয়ে দিলে।

'আর আমার এটার দরকার নেই,' সে বললে, 'ওরা এইমাত্র পেপে আমাদোরকে খুন করেছে।'

BanglaBook.org

গার্সিয়া মার্কেস কীভাবে কাজ করেন, বোঝবার জন্যে আরো-একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না* -তে পাদ্রে আন্‌হেলের ভূমিকা নেহাৎ সামান্যই। কিন্তু *অশুভ লগ্ন* -তে সেটা কীভাবে বিশদ হয়েছে তার অন্তত একটি দিক লক্ষ করা যাক।

আনুষ্ঠানিক একটা বিমর্ষ চেষ্টা ক'রে পাদ্রে আন্‌হেল উঠে বসলেন। হাতের পিঠের হাড়গুলো দিয়ে রগড়ালেন তাঁর চোখের পাতা, ঠেলে সরিয়ে দিলেন কশিদাবসানো মশারি, আর ফাঁকা জাজিমটার ওপরই ব'সে রইলেন, গম্ভীর ও চিন্তাচ্ছন্ন, একটুক্ষণই মাত্র, তিনি যে এখনও বেঁচে আছেন এটা বুঝতে যতক্ষণ সময় লাগে শুধু ততক্ষণই, আর এটা মনে করতে যে আজ তারিখ কত আর সন্ত-পঞ্জিকায় তার সঙ্গে মানানসই দিনটাই বা কী। মঙ্গলবার। চৌঠা অক্টোবর, ভাবলেন মনে-মনে, আর নিচু স্বরে গুনগুন করলেন 'আসিসির সান ফ্রান্‌সিসকো।'

মুখ-হাত না-ধুয়ে, কোনো প্রার্থনা না-ক'রেই, তিনি পোশাক প'রে নিলেন। মানুষটা তিনি দশাসই, স্বাস্থ্যের রক্তিমা উপচে পড়ছে, পোষমানা বলদের মতো শান্ত মূর্তি, পুষ্ট আর বিষণ্ণ। যেমনভাবে কেউ বীণায় সুর বাঁধে তেমনি অলস মনোযোগে আর হাত চালিয়ে আলখাল্লার বোতাম আঁটার কাজটা শেষ ক'রে, তিনি হুড়কোটা নামিয়ে উঠোনের দরজাটা খুললেন। বৃষ্টির মধ্যে চিরহরিতেরা একটা গানের কলি ফিরিয়ে নিয়ে এলো তাঁর কাছে।

"'আমারই চোখের জলে সাগর বিশাল হবে আরো,'" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।...

...জপের পর, ত্রিনিদাদ গিয়ে পাদ্রে আন্‌হেলের কাছে সেঁকোবিষ কেনবার টাকা চাইলো। পাদ্রে তৃতীয়বারের মতো গররাজি হলেন, তর্ক ক'রে বললেন, জাঁতিকলগুলোই যথেষ্ট। ত্রিনিদাদ তবু নাছোড়

'সবচেয়ে খুদে ইঁদুরগুলোই পনির চুরি করে খায়, জাঁতিকলে সেগুলো ধরাও পড়ে না। সেইজন্যে পনিরেই বিষ মাখিয়ে রাখা ভালো।'

পাদ্রে নিজের কাছে স্বীকার করলেন যে ত্রিনিদাদই ঠিক বলেছে। কিন্তু সে-কথা বলার আগেই রাস্তার ওপার থেকে ছবিঘরের লাউডস্পীকার ঘরের শান্তি ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। প্রথমে একটা ভোঁতা গরগর। তারপর রেকর্ডের ওপর ছুঁচের ঘ্যাশঘ্যাশ, আর তক্ষুনি একটা মাম্বো, যেটা শুরু হলো বিকট একটা শিঙার আওয়াজ দিয়ে।

'আজ কোনো ছবি আছে নাকি ?' পাদ্রে জিগেশ করলেন।

ত্রিনিদাদ বললে যে আছে।

'জানো তুমি, এরা কী দেখাচ্ছে ?'

'টারজান আর সবুজ দেবী,' ত্রিনিদাদ বললে। 'সেই একই ছবি যেটা রোববারে ওরা বৃষ্টির জন্যে শেষ করতে পারেনি। সকলের দেখার জন্যে মনোনীত।'

পাদ্রে আন্‌হেল ঘণ্টাঘরের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে বারোবার ঘণ্টাটা বাজালেন। ত্রিনিদাদ কেমন হতভম্ব হ'য়ে গেলো।

'আপনি ভুল করছেন পাদ্রে,' হাত নেড়ে সে বললে, তার চোখে চক্‌চক্ করছে

BanglaBook.org

উত্তেজনা। 'এই ছবিটা সকলের দেখার যোগ্য ব'লে জানানো হয়েছে। মনে নেই, রোববারে আপনি একবারও ঘণ্টা বাজাননি।'

'কিন্তু এ তো শহরের কোনো বিচার-বিবেচনা নেই ব'লেই বোঝাবে,' পাদ্রে আন্‌হেল বললেন, তাঁর ঘাড়ের ঘাম মুছে। তারপর হাঁপাতে-হাঁপাতে আবার বললেন, 'বিবেচনার অভাবই বোঝাবে।'

ত্রিনিদাদ বুঝতে পারলে।...

...'পাদ্রে,' ম্যানেজার বললে, হাঁপাচ্ছে সে। 'আপনার কাজের মধ্যে নাক গলাবার জন্যে ক্ষমা করবেন, তবে আজ রাত্তিরে নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়েছে।'

পুরোহিত মাথা নেড়ে অপেক্ষা ক'রে রইলেন।

'টারজান আর সবুজ দেবী ছবিটা সকলের দেখবার যোগ্য ব'লেই জানানো হয়েছে।' ম্যানেজার ব'লে চললো, 'আপনি নিজেই সেটা রোববারে বুঝেছিলেন।'

পুরোহিত তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ম্যানেজার একটা হাত তুলে ইঙ্গিতে বোঝালে যে তার কথা এখনও শেষ হয়নি।

'এই ঘণ্টা বাজাবার ব্যাপারটা আমি মেনে নিয়েছি,' সে বললে, 'কারণ এটা তো সত্যি যে নীতিবিরুদ্ধ অনেক ছবিও আছে। কিন্তু এ-ছবিটার কোথাও আপত্তিকর কিছু নেই। শনিবারে দুপুরবেলায় আমরা এটা ছোটোদের দেখাবার কথা ভেবেছি।'

পাদ্রে আন্‌হেল তাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন যে প্রতিমাসে ডাকে তিনি যে-তালিকা পান যাতে ছবিগুলোর নৈতিক শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাতে সত্যি এর নাম নেই।

'কিন্তু আজ একটা ছবি দেখানো,' তিনি ব'লে চললেন, 'বোঝাবে যে কারুই কোনোই বিচার-বিবেচনা নেই, কারণ শহরে আজ একজনের মৃত্যু হয়েছে। সেটাও তো নৈতিকতারই অংশ।'

ম্যানেজার তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো।

'গত বছর পুলিশ নিজেই ছবিঘরের মধ্যে একটা লোককে খুন করেছিলো, আর তারা যখন মৃতদেহ নিয়ে চ'লে যায়, তখনও ছবিটা দেখানো হচ্ছিলো।'

'এখন ব্যাপারটা অন্যরকম,' পুরোহিত বললেন। 'মেয়র নিজেই বদ্‌লে গিয়েছেন।'

'যখন ওরা আবার ভোট করবে, আবার খুনোখুনি ফিরে আসবে,' ম্যানেজার বললে, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে, ক্রুদ্ধ। 'সবসময়, যেদিন থেকে শহরটা শহর হয়েছে, এই একই জিনিশ ঘ'টে আসছে।'

'সে আমরা দেখতেই পাবো,' পুরোহিত বললেন।

ম্যানেজার কেমন দুঃখী-দুঃখীভাবে তাঁকে নিরীক্ষণ করলে। যখন সে আবার কথা বললে, গায়ের জামাটা নেড়ে বুকে হাওয়া করতে-করতে, তার গলায় একটা অনুনয়ের ভঙ্গি এসে গিয়েছে।

'এ-বছর এটা মাত্র তৃতীয় ছবি যেটা সকলের দেখবার যোগ্য ব'লে জানানো হয়েছিলো,' সে বললে। 'রোববারে বৃষ্টির জন্যে তিনটে রীল বাকি থেকে গিয়েছিলো, আর শহরের অনেক লোকই জানতে চাচ্ছে কেমন ক'রে সবকিছু শেষ হ'লো।'

BanglaBook.org

'ঘণ্টাটা বাজানো হ'য়েই গেছে,' পুরোহিত বললেন ।

ম্যানেজার হতাশার শ্বাস ছাড়লে । সে অপেক্ষা ক'রেই রইলো, যাজকের মুখের দিকে তাকিয়ে, পড়ার ঘরটার তীব্র গরম ছাড়া এখন আর সে অন্যকিছুই ভাবছিলো না ।

'তাহ'লে এখন আর কিছুই করা যাবে না ?'

পাদ্রে আনহেল তাঁর মাথা নাড়লেন ।

ম্যানেজার তার হাঁটু চাপড়ে উঠে পড়লো ।

'ঠিক আছে,' সে বললে, 'কী আর আমরা করতে পারি !'

সে তার রুমালটা আবার ভাঁজ করলে, ঘাম মুছলো ঘাড়ের, তিক্ততার সঙ্গে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করলে পড়ার ঘরটা ।

'এই জায়গাটা ঠিক যেন এক নরককুণ্ড,' সে বললে ।

এটা মনে হ'তে পারে যে এই উপন্যাস দুটি একই সময়ে রচিত হয়েছিলো ব'লেই বুঝি একটা আখ্যানের মধ্যে এ-রকম ভাবে আরেকটা আখ্যান ঢুকে পড়েছে । আসলে অবশ্য তা নয় । ইচ্ছে ক'রেই গার্সিয়া মার্কেস এই প্রচ্ছন্ন পাঠগুলো নানাভাবে ব্যবহার করেন । অনেক সময় আগে থেকে তিনি নিজেই জানেন না কেমন ক'রে কোনো লেখার একটা ছোট্ট টুকরো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা আস্ত লেখা হ'য়ে উঠবে । *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* -য় যা ছিলো নেহাৎই একটি ছোট্ট প্রাসঙ্গিক ঘটনা সেটা বেশ কিছুদিন পরে *সরলা এরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী* হ'য়ে উঠেছিলো, পরে চিত্ররূপের সময় যে- *এরেন্দিরা* -র চিত্রনাট্য অব্দি তিনি নিজেই লিখেছিলেন । *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* -য় শুধু এটুকুই ছিলো

কয়েকমাস পরে [মাকোন্দোয়] দেখা গেলো ফ্রান্সিস্‌কো—সে মানুষ, এক থুরথুরে ভবঘুরে, যার বয়স প্রায় দুশো বছর—ফিরে এসেছে ; যে প্রায়ই মাকোন্দো হ'য়ে কোথায়-কোথায় যেন যেতো আর যাবার সময় অনেক গান বিলিয়ে যেতো যে-সব গান সে নিজেই বেঁধেছে। সে-সব গানে ফ্রান্সিস্‌কো, সে মানুষ, বিস্তর খুঁটিনাটি দিয়ে বর্ণনা করতো তার চলার পথে নানা শহরে—মানাউরে থেকে জলার কিনার অব্দি—কী-কী ঘটেছে, যাতে, কেউ যদি কাউকে কোনো খবর পাঠাতে চায় কিংবা কোনো ঘটনা লোকের মধ্যে রটনা ক'রে দিতে চায়, সে তাকে দু-সেন্ট দিতো যাতে সে তার গানে সে-সব খবরও বেঁধে নিতে পারে । এইভাবেই উরসুলা তার মায়ের মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছিলো, তার ছেলে হোসে আর্কাদিওর খবর জানবার জন্যে এই গানগুলো শুনতে গিয়ে, ঐ শোনবারই খুবই সহজ সরল পরিণতি হিশেবে । ফ্রান্সিস্‌কো, সে মানুষ—তাকে এই ব'লে ডাকা হ'তো তার কারণ একবার সে স্বয়ং সে শয়তানকেও কবির লড়াইতে হারিয়ে দিয়েছিলো, তার আসল নামটা যে কী তা কেউ কোনোদিন জানতে পারেনি, মাকোন্দো যখন অনিদ্রারোগে ধুঁকছে তখন সে হঠাৎ একদিন মাকোন্দো থেকে উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো, আর হঠাৎই আবার একরাত্রে সবাই দ্যাখে কাতারিনোর দোকানটায় সে এসে বাহাল হয়েছে । জগতের হালচাল কী, জানবে ব'লে পুরো শহরটা ঝেঁটিয়ে তাকে শুনতে গেলো । সে-বারে সেখানে তার সঙ্গে এক

BanglaBook.org

স্ত্রীলোকও এসে হাজির হয়েছিলো যে কিনা এতই পৃথুলা যে চার-চারজন ইণ্ডিয়ানকে তাকে দোলকেদারায় ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে হ'তো—আর সঙ্গে ছিলো এক নবকিশোরী মুলাটো, চোখে ফ্যালফেলে ফাঁকা নিঃসঙ্গ চাউনি, যে ছাতা ধ'রে রাখে পৃথুলাকে রোদের আঁচ থেকে বাঁচাতে । সে-রাত্তিরে আউরেলিয়ানোও কাতারিনোর দোকানে গিয়েছিলো । সেখানে সে দেখতে পেলে ফ্রান্‌সিস্‌কোকে, সে মানুষ, যেন একশিলায় তৈরি এক বহুরূপী গিরগিটি, তাকে ঘিরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, আর সে ব'সে আছে মধ্যিখানে । সে তার শাবেকি বেসুরো গলায় খবর গেয়ে শোনাচ্ছিলো, কোন-এক আদ্যিকেলে অ্যাকার্ডিওন বাজাতে-বাজাতে—এটা তাকে সার ওয়ালটার রলে দিয়েছিলো গিয়ানায় সে-কোনকালে—আর সঙ্গে তার মস্ত পথিক পা দুটি ঠুকে-ঠুকে তাল দিচ্ছিলো, যে পা দুটি শোরায় ফেটে গিয়েছে । পেছনে একটা দরজা, তার ভেতর দিয়ে লোকে কোথায় ঢুকে যাচ্ছে আর একটু পরেই আবার বেরিয়ে আসছে, আর পৃথুলা দোলকেদারায় ব'সে-ব'সে চুপচাপ নিজেকে শুধু হাওয়া ক'রে যাচ্ছে । কাতারিনো, তার কানে গোঁজা শোলার গোলাপ, জমায়েৎকে বাটি-বাটি তাড়ি বিক্রি করছে, আর এই ভিড়ভাট্টার সুযোগ নিয়ে লোকদের কাছে গিয়ে তাদের গায়ে এমন জায়গায় হাত দিচ্ছে যেখানে তার হাত দেবার কথা নয় । মাঝরাতের দিকে গরম অসহ্য হ'য়ে উঠলো । আউরেলিয়ানো একেবারে শেষ অব্দি সব খবর শুনলো, কিন্তু সে-খবরে এমন-কিছুই নেই যাতে তার বাড়ির লোকের কোনো আগ্রহ বা ঔৎসুক্য থাকতে পারে । সে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময় পৃথুলা হাত নেড়ে ইঙ্গিতে তাকে ডাক দিলে ।

'তুমিও ভেতরে যাও,' পৃথুলা তাকে বললে । 'মাত্র কুড়ি সেন্ট পশনী ।'

পৃথুলার কোলে একটা চোঙার মতো বাটি, তাতে পয়সা ফেলে আউরেলিয়ানো ঘরে গিয়ে ঢুকলো যদিও জানে না কেন । কিশোরী মুলাটো, কোনো কুকুরীর মতো ছোটো-ছোটো চুঁচি তার, বিছানায় ন্যাংটো হ'য়ে আছে । আউরেলিয়ানোর আগে তেষট্টি জন সে-ঘর দিয়ে গেছে । অনবরত ব্যবহারের ফলে, ঘামে আর দীর্ঘশ্বাসে ডলাই-মলাই হ'য়ে, ঘরের হাওয়া কাদা হ'য়ে যেতে বসেছিলো । মেয়েটি চাদর তুলে নিলে আর আউরেলিয়ানোকে বললে একটা পাশ ধরতে । চাদরটা যেন কেম্বিসকাপড়ের মতো ভারি । দুজনে দু-পাশ ধ'রে মুচড়ে-মুচড়ে সেটাকে নিংড়ে নিলে যতক্ষণ-না চাদরটার স্বাভাবিক ওজন ফিরে এলো । এই নিংড়োনোর কাজটা যাতে কখনোই শেষ না-হয় আউরেলিয়ানো সেজন্যে উন্মুখ হ'য়ে ছিলো । প্রেম করার তাত্ত্বিক নিয়মকানুন সে জানে, কিন্তু সে যেন দাঁড়াতেই পারছিলো না, ভারি দুর্বল লাগছিলো হাঁটুর জোড়, আর তার জ্বলন্ত তপ্ত গায়ে রোমগুলো যদিও খাড়া হ'য়ে উঠেছিলো, তবু সে তার তলপেটের বিষম ভারটা লাঘব করার জরুরি কাজটা শেষ না-ক'রে পারলে না । মেয়েটি যখন বিছানা পেতে তাকে বললে জামা খুলতে, সে তাকে একটা ভ্যাবাচাকা কৈফিয়ৎ দিলে : 'ওরা আমায় ভেতরে পাঠিয়ে দিলো । ওরা বললো চোঙায় কুড়ি সেন্ট ফেলে দিয়ে চটপট ভেতরে যেতে ।' মেয়েটি তার হতভম্ব দশা বুঝতে পারলে । 'বেরুবার সময় তুমি যদি আরো কুড়ি সেন্ট ফেলে দিয়ে যাও, তবে তুমি আরো-একটুক্ষণ থেকে যেতে পারবে,' মেয়েটি গলা নামিয়ে নরম সুরে তাকে বললে । আউরেলিয়ানো জামাকাপড় খুলে ফেললে, লজ্জায় সংকোচে তার মাথা কাটা যাচ্ছিলো, কিছুতেই সে মন থেকে এই ধারণাটা তাড়াতে পারছিলো না যে তার নগ্নতা তার দাদার পাশে তুলনায় দাঁড়াতেই পারবে না । মেয়েটির সব চেষ্টা সত্ত্বেও তার আরো-বেশি কামনাহীন

BanglaBook.org

আর বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ লাগলো। কী-রকম হাহাকারের সুরে সে বললে, 'আমি আরো কুড়ি সেন্ট ফেলে দেবো।' মেয়েটি নীরবেই তাকে ধন্যবাদ জানালে। মেয়েটির পিঠে-পেছনে জ্বালা করছে, ঘা যেন। তার চামড়া গিয়ে ঠেকেছে পাঁজরের খাঁচায়, অপরিমেয় অবসাদে সে কেবল জোরে-জোরে হাঁপ ছাড়ছে। দু-বছর আগে, সেখান থেকে অনেক দূরে, সে মোমবাতি না-নিভিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। আর যখন জেগে উঠেছিলো তখন চারপাশে দাউ-দাউ করছে আগুন। তার ঠাকুমার সঙ্গে যে-বাড়িতে সে থাকতো — ঠাকুমাই তাকে বড়ো করেছে—সে-বাড়ি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। সেই থেকে তার ঠাকুমা তাকে শহর থেকে শহরে ব'য়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কুড়ি-কুড়ি সেন্ট মাশুল নিয়ে তাকে শোয়াচ্ছে বিছানায়, যাতে পুড়ে-যাওয়া বাড়ির দামটা এইভাবেই উশুল হ'য়ে যায়। মেয়েটির হিশেব অনুযায়ী, তাকে প্রতি রাতে সত্তরজন লোকের সঙ্গে শুয়ে আরো দশ বছর কাটাতে হবে, কেননা তাকেই জোগাতে হয় সফরের খরচ—দুজনের খাওয়া-দাওয়ার খরচ, আর দোলকেদারা ব'য়ে বেড়ায় যে-ইণ্ডিয়ানরা তাদেরও মাইনে তাকেই দিতে হয়! পৃথুলা যখন দ্বিতীয়বার দরজায় টোকা দিলে, আউরেলিয়ানো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো, কোনোকিছু না-ক'রেই, কী-রকম যেন ভীষণ কান্না পাচ্ছিলো তার। সে-রাতে সে ঘুমোতেই পারেনি, সবসময় ভেবেছে মেয়েটির কথা, তার জন্যে একই সঙ্গে অনুভব করেছে বাসনা আর করুণা। একটা অদম্য তাগিদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো তার মধ্যে—মেয়েটিকে সে ভালোবাসবে, বাঁচাবে। ভোরবেলায়, অনিদ্রা আর জ্বরে অবসন্ন, সে শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিলে যে মেয়েটিকে তার ঠাকুমার স্বৈরাচার থেকে ছাড়িয়ে বাঁচাবার জন্যে সে বিয়ে করবে, আর শুধু সে নিজেই ভোগ করবে তৃপ্তিভরা সব রাত, প্রতি রাতে মেয়েটি সত্তরজন লোককে যা দেয়। কিন্তু সকাল দশটায়, যখন সে কাতারিনোর দোকানে পৌঁছুলো, মেয়েটি ততক্ষণে শহর ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।

এটাই আশ্চর্য, যে-গল্প এখনও লেখা হয়নি, এমনকী মুলাটো কিশোরীর কী নাম হবে তাও বলা হয়নি, সে চ'লে এলো প্রচ্ছন্ন পাঠে—কিংবা হয়তো প্রচ্ছন্ন পাঠ না-ব'লে বলা উচিত গার্সিয়া মার্কেসের ঔৎসুক্য ছিলো উইলিয়াম ফকনারের মতো; ইয়োকনাপাটাওফার মতো একটি স্বয়ম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি করতে চাচ্ছিলেন গার্সিয়া মার্কেস, যেটা ক্রমে-ক্রমে বিভিন্ন লেখায় অনুপুঙ্খের পর অনুপুঙ্খ পেয়ে ঘটনার পর ঘটনায়, হিংসা-হিংস্রতা-ভালোবাসা *মাচিস্‌মো* আর *লা ভিওলেন্সিয়ায়* এমন-একটা বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, মরিয়াজগৎ হ'য়ে উঠবে যেটা আসলে হ'য়ে উঠবে শুধু কোলোম্বিয়া নয়, সমগ্র লাতিন আমেরিকারই অণুবিশ্ব। সেইজন্যেই নিশ্চয়ই যদিও *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* লেখা হবে অনেক পরে, কিন্তু মাকোন্দো বা হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া দেখা দেয় "মামা গ্রান্দের অন্ত্যেষ্টি" আখ্যানে

শুধু তখনই সে [হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া] তাকে কবর দিতে অনুমতি দিলে, অন্ত্যেষ্টি নিছক সাধারণভাবে হবে না, বরং মাকোন্দোর পরম শুভানুধ্যায়ীর জন্যে যত জাঁকজমক যত আড়ম্বর যত সম্মান ঠিক ক'রে রাখা ছিলো, সেইসব সমেত। এই প্রথম কারু কবর

BanglaBook.org

হ'লো [মাকোন্দোয়] আর পালে-পালে লোকজন এসেছিলো অন্ত্যেষ্টিতে, অনেক, শহরে এত জমায়েৎ আগে কেউ কখনও দ্যাখেনি — শুধু একে ছাপিয়ে যাবে, একশো বছর পরে, মামা গ্রান্দের অন্ত্যেষ্টি উৎসবের কার্নিভাল ।

শুধু এটাই নয়, *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না* -তে নেএরলান্দিয়ার সন্ধির কথা আছে, যার পরে গৃহযুদ্ধের নায়ক কর্নেল বছরের পর বছর ধ'রে অপেক্ষা করবেন কবে তাঁর মাসোহারা নির্দিষ্ট ক'রে সরকারি চিঠি আসবে, যেমন তারপরে *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা*-য় কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তাঁর নির্জন কুঠুরিতে ব'সে-ব'সে শুধু সোনার মাছ বানাবেন, আর-কিছুই করবেন না, আর-কিছুতেই তাঁর কোনো উৎসাহ থাকবে না—যেমন বলা হবে পরে, *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* -র এই অনুচ্ছেদে :

কোলোনেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া সবশুদ্ধু বত্রিশটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিলো, আর সে তাদের প্রত্যেকটিতেই হেরে গিয়েছিলো । [সে যে উদারপন্থীদের দলে যোগ দিয়েছিলো, সে কোনো রাজনৈতিক আদর্শের জন্যে নয়, বরং নেহাৎই খামখেয়ালে, কেননা রক্ষণশীলদের নীল রং তার ভারি অপছন্দ ছিলো ।] সতেরোটি ছেলে জন্মেছিলো তার, সতেরো জন ভিন্ন-ভিন্ন মেয়ের গর্ভে, আর তাদের সবচেয়ে বড়োটি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছুবার আগেই একই রাতে [ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায়] সকলেই একের পর এক খুন হয়েছিলো । সে নিজে টিকে গিয়েছিলো চোদ্দবার তার জীবননাশের চেষ্টা, তিয়াত্তরটি অতর্কিত অপ্রস্তুত হামলা, আর একটি ফায়ারিং স্কোয়াড । একবার তার কফির মধ্যে এতটাই স্ট্রিকনিন মেশানো হয়েছিলো যে একটা দুর্দান্ত সবল ঘোড়া অব্দি তক্ষুনি ম'রে প'ড়ে যেতো, কিন্তু সে তাতেও বেঁচে গিয়েছিলো । প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি তাকে *সুকীর্তিভূষণ* দিতে চেয়েছিলেন, সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলো তখন । বিপ্লবী বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদে পৌঁছেছিলো সে, এক সীমান্ত থেকে আরেক সীমান্ত অব্দি ছিলো তার প্রসার বিচারক্ষমতা এবং প্রভাবপ্রতিপত্তি, সে ছিলো এমন লোক সরকার যাকে সবচেয়ে ভয় পেতো, কিন্তু সে কোনোদিন কাউকে তার ছবি তুলতে দেয়নি । যুদ্ধের পর যখন তাকে আজীবন বৃত্তি দেয়া হবে ব'লে প্রস্তাব করা হ'লো, সে তাও প্রত্যাখ্যান করেছিলো । আর, একেবারে অথর্ব হ'য়ে যাবার আগে অব্দি সে জীবিকা চালাতো মাকোন্দোয় তার কারখানাঘরে ছোটো-ছোটো সোনার মাছ বানিয়ে । যদিও যুদ্ধবিগ্রহের সময় সর্বদা তার বাহিনীর নেতা হিশেবে সবচেয়ে আগে-আগে থাকতো, সে শুধু একবারই জখম হয়েছিলো, তাও সে নিজেই নিজেকে জখম করেছিলো ব'লেই, আর সেটা ঘটেছিলো নেএরলান্দিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হবার পর, যার ফলেই প্রায় কুড়ি বছর জোড়া গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছিলো । নিজের বুকেই পিস্তল ঠেকিয়ে সে গুলি করেছিলো [তখন], আর ভেতরের সব জীবনকোষকে অক্ষত রেখেই গুলিটা তার পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো । এই সবকিছুর চিহ্ন হিশেবে একমাত্র যা থেকে গিয়েছে তা মাকোন্দোর একটা রাস্তা, তারই নামে যার নাম দেয়া হয়েছিলো ।

এ-রকম বই থেকে বইতে খুঁটিনাটি জুগিয়ে, এমনকী বই না-লিখে *দ্য সাউণ্ড অ্যাণ্ড দ্য ফিউরি* -র সংযোজন হিশেবে চরিত্রদের পরবর্তী দশা কী হয়েছিলো, সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে এক স্বতন্ত্র স্বয়ম্পূর্ণ জগৎ গ'ড়ে তুলছিলেন উইলিয়াম ফকনার, (গার্সিয়া মার্কেস যাঁর কথা স্মরণ করেছেন তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ভাষণে), যেটা ছিলো মার্কিন মুলুকের দক্ষিণের রাজ্যগুলোরই অণুবিশ্ব । ফকনার কাউন্টি দেখবেন ব'লেই নিউ-ইয়র্ক থেকে একদিন সপরিবারে গার্সিয়া মার্কেস বেরিয়েছিলেন গ্রেহাউণ্ড বাসে । ফকনার যেমনভাবে ভিন্ন-ভিন্ন বইতে সারা জীবন ধ'রে গ'ড়ে তুলেছিলেন *ইওকনাপাটাওফা কাউন্টি*, যেটা যুগপৎ কাল্পনিক ও সত্য, গার্সিয়া মার্কেসও তেমনি একের পর এক লেখায় গ'ড়ে তুলেছেন *মাকোন্দো* আর তার আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চল—একই সঙ্গে তাঁর কল্পনার সৃষ্টি, অথচ বাস্তব । এ-রকমভাবে কল্পনার সৃষ্টি জনপদ অবশ্য লাতিন আমেরিকার অন্য লেখকদের রচনাতেও পাওয়া যাবে । হুয়ান রুলফোর *পেদ্রো পারামো* -তে কোমালা, হুয়ান কার্লোস ওনেত্তির অনেক রচনায় সান্তা মারিয়া, আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর *হারানো পদক্ষেপ* -এ নামহীন সেই জগৎ যেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলো সংগীতলেখক, দেমেত্রিও আগিলেরা-মালতার *সপ্ত নাগ ও সপ্ত চাঁদ* আখ্যানের সান তোরোন্তোন—এই সবই এমনিতরো কাল্পনিক জনপদ, নৈতিকতার ভূগোলেই বা নীতি-দুর্নীতি ক্ষয়-হতাশার মানচিত্রেই যাদের অবস্থান । *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না, অশুভ লগ্ন,* এমনকী *একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি* -তে জনপদটির কোনো নাম দেয়া হয়নি, পাহাড়ের আড়ালে দূর-কোনো নদীর ধারে লুকোনো এই জনপদ, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন এবং/অথচ স্বয়ম্পূর্ণ, স্বয়ম্ভর, যার একটা দিকে উঁচু পার্বত্যভূমি, অন্য সমতলের নিম্নভূমি যখন প্রবল তুফানে আর বর্ষায় নদীকে কূল ছাপিয়ে জনপদের মাঝখানে পাঠিয়ে দেয় তখন যখন দুঃস্থ দুঃখীরা সাময়িক আবাস বাঁধে শহরের উঁচু অংশে ; এখানে কারু ব্যক্তিগত জীবন—যতই গোপন বা অন্তরঙ্গ হোক—কারুই অগোচর নেই, শুধু মাঝে-মাঝে *পাস্কিনাদো* লটকে থাকে দেয়ালে দরজায় (ছড়ায় লেখা শ্লেষ ও টিটকিরি), সবাই যে-সব গোপন কথা জানে সেগুলোই বেরিয়ে আসে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় —কিন্তু যা থাকে গুপ্ত, গুপ্তবাহিনীর কার্যকলাপ, তাকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আড়ালেই রাখবার চেষ্টা করা হয়—হয়তো গুপ্তবাহিনীকে তাদের *মাটির তলা* থেকে বার ক'রে আনবার জন্যেই এত-সব *পাস্কিন* উদয় হয় হঠাৎ-হঠাৎ ।

ছেলেবেলায় পড়া ফকনার, যাঁকে নিজের গুরু ব'লেই স্বীকার করেছেন, তাঁকে কাটাবার জন্যেই আরেকজন মার্কিন লেখককে অনুসরণ করেছেন গার্সিয়া মার্কেস : আর্নেস্ট হেমিংওয়ে । কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার মতো ক'রে ফকনারের প্রভাবকে কাটাবার জন্যে তিনি ব্যবহার করেছেন *পাপা* হেমিংওয়ের রচনার কৃৎকৌশল । অবশ্য, এ-কথা শুনলে যে-রকম ছক-কাটা খোপ-করা অঙ্ক-অঙ্ক ব'লে মনে হয়, ব্যাপারটা মোটেই তেমন ছিলো না । কৈশোরে একদিন হঠাৎ চমকে উঠেছিলেন

BanglaBook.org

গার্সিয়া মার্কেস, ফ্রান্‌ৎস কাফকার "রূপবদল" গল্পে প্রথম পঙ্‌ক্তি প'ড়ে : *'গ্রেগর সামসা—সে একজন ভ্রাম্যমাণ পণ্যবিক্রেতা—একদিন সকালে ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমের পর জেগে উঠে নিজেকে দেখলো, সে একটা মস্ত পোকা হ'য়ে গিয়েছে ।'* ভাষায় তাহ'লে সবকিছুই সম্ভব, যা-খুশি করানো যায় ভাষাকে দিয়ে যদি সচেতনভাবে কেউ শব্দের পর শব্দের বিন্যাস করে । কিন্তু কাফকার পাশাপাশি ছিলো শৈশবে-শোনা দিদিমার সব গল্প, সব ফ্যান্টাসি । ফকনারের পাশাপাশি এখন হেমিংওয়ে । কিন্তু তাও নয় । কৈশোরেই সাংবাদিকতার পাঠ নিয়েছিলেন গার্সিয়া মার্কেস, *এল এস্‌পেক্তাদোর*-এ, *এল উনিভের্সাল*-এ, পরে *প্রেন্‌সা লাতিনাতেও* । *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* লিখবার আগে, মেহিকোয়, চলচ্চিত্রের জন্যে চিত্রনাট্য লিখেছেন তিনি, তার আগেই দিনের পর দিন করেছেন চলচ্চিত্রের সমালোচনা—যেমন আরহেন্‌তিনার *দেশত্যাগী* লেখক মানুয়েল পুইগ এককালে রোমে *সিনেসিত্তাতে* পড়েছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণের কৃৎকৌশল ও তার ইতিহাস । গার্সিয়া মার্কেস নিজেই এই লেখাগুলো লিখবার আগে লিখেছিলেন *এক জাহাজডোবা খালাশির কাহিনী*, আর পরে মিগেল লিত্তিনকে নিয়ে লিখবেন *চিলের রাস্তায় চোরাগোপ্তা : মিগেল লিত্তিনের অ্যাডভেনচার*—যে-দুটি বইয়ের আখ্যান সত্য ঘটনা থেকে নেয়া, সাংবাদিক প্রতিবেদনের যা আদর্শ ব'লে গণ্য হ'তে পারে ।

প্রথমে চারশো পাতারও অনেক বেশি লিখেছিলেন গার্সিয়া মার্কেস, আর তা ছিলো *অশুভ লগ্ন* -র প্রথম খশড়া *শহর, না পায়খানা* । কিন্তু সব বাহুল্য, মেদ, কথকের তাত্ত্বিক সন্দর্ভ নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলে অবেই তিনি পৌঁছেছিলেন উপন্যাসটির বর্তমান রূপে : *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না* প্রখরভাবে, প্রত্যক্ষ, এগোয় তার অনিবার্য পরিণতির দিকে, অমোঘ শেষ কথাটি উচ্চারণের দিকে । ছেঁটে বাদ দেন সবকিছুই, যা মনে হয় অবান্তর, কিন্তু প্রচ্ছন্ন পাঠগুলো থেকেই যায় পরিহাসপ্রবণ, শ্লেষসচেতন । কার্লোস ফুয়েন্তেস-এর *বাতাস যেখানে স্বচ্ছ* থেকে কর্নেল লোরেনসো গাভিলান সরাসরি ঢুকে পড়ে *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* -য় —*বাতাস যেখানে স্বচ্ছ* -তে সে একটি বেশ্যাবাড়ি থেকে বেরিয়ে উপন্যাসটি থেকেই উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো, এবার সে মেহিকোর বিপ্লবের বদলে কোলোম্বিয়ার বিপ্লবে এসে উদারপন্থীদের দলে ভিড়ে গিয়েছে । একবার এক ঝলকের জন্যে আমরা দেখতে পাই স্বয়ং ভিক্তর উগুকে, ক্যারিবিয়ন সাগরে, গুয়াদেলুপের উদ্দেশে পাল তুলেছে—যাকে আমরা প্রথম দেখেছিলাম আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর *আলোর শতাব্দী* উপন্যাসে । কার্পেন্তিয়ের তাঁকে জোগান প্যারডি বা লালিকা তৈরি করার প্রথম পাঠ, *হারানো পদক্ষেপ* উপন্যাসের প্রতিপাঠ তৈরি হয় কৌতুকে ও পরিহাসে *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* -য়, যেখানে *সবকিছুর নাম দেয়া হচ্ছে* নতুন জনপদ-গড়া আমেরিকায় । এমনকী উরসুলার মৃত্যুর পর সেই উপন্যাস একসময়ে এসে উদয় হয়, চরিত্র হিশেবে, গাবরিয়েল মার্কেস ব'লে কে-একজন । মিগেল আনহেল

BanglaBook.org

আস্তুরিয়াসের *ঝোড়ো হাওয়া* ব'য়ে গিয়েছিলো সেই তো কবেই *পাতার ঝড়* উপন্যাসে ।

এ-কো ন ভূ গো ল ? ন র কে র ?

ডাক্তার হিরাল্‌দো আর তাঁর স্ত্রী, তাঁরা কখনও সিয়েস্তা নেন না, বিকেলবেলাটা কাটাচ্ছিলেন ডিকেন্সের একটি গল্প প'ড়ে । ভেতরকার একটা বারান্দায় ছিলেন তাঁরা, ডাক্তার একটা দোলখাটিয়ায়, ঘাড়ের পেছনে আঙুলগুলো জড়াজড়ি ক'রে রেখে শুনছিলেন, তাঁর স্ত্রী— কোলের ওপর বই—পিঠটা ফেরানো লজেন্সের মতো রোদের দিকে, যেখানে জেরানিয়ামগুলো ঝলমল করছিলো—প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন । নিরাসক্তভাবেই পড়ছিলেন তিনি, পেশাদার একটা ঝোঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে, চেয়ারে একবারও নিজের বসার ভঙ্গি পালটাননি । শেষ না-ক'রে [বই থেকে] তিনি মাথা তুলবেন না, কিন্তু তখনও বইটি তাঁর হাটুর ওপর প'ড়ে রইলো খোলা, আর তাঁর স্বামী হাত-মুখ ধুয়ে নিচ্ছিলেন দাঁড়-করানো কাঠামোর ওপর গামলার জলে । গরম আগে থেকেই জানান দিচ্ছে প্রত্যাসন্ন ঝড় ।

'এটা কি কোনো দীর্ঘ ছোটোগল্প ?' ভালো ক'রে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে-চিন্তে স্ত্রী তাঁকে জিগেশ করলেন ।

নিখুঁত যথাযথ নড়াচড়া শিখেছেন তিনি ব্যবচ্ছেদ ঘরেই, ডাক্তার গামলাটা থেকে মাথা তুললেন । 'ওরা তো বলে এটা একটা ছোটো উপন্যাস,' তিনি বললেন আয়নার মুখোমুখি, চুলে ব্রিলিয়ান্টাইন মাখতে-মাখতে । 'আমি, বরং, অবশ্য বলবো এটা একটা দীর্ঘ ছোটোগল্প ।' আঙুল দিয়ে মাথায় ভ্যাসেলিন ডলতে-ডলতে তিনি শেষ করলেন :

'সমালোচকেরা হয়তো বলবে এটা নিছকই একটা ছোটোগল্প, তবে মাপে বড়ো ।'

—*অশুভ লগ্ন*

দীর্ঘ ছোটোগল্প অথবা ছোটো উপন্যাস — যা-ই সে হোক না কেন — *লা ভিওলেন্সিয়ার* পটভূমিকায় ফাঁদা *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না* শুধু নিখুঁত পরিমিতিবোধেরই পরিচয় দেয় না, এই সুমিতি, এই নিরলংকৃত ভাষা, (যেখানে বিশেষণ যদি-বা কখনও থাকে, অত্যাশ্চর্য হয় তার সন্নিবেশ, আর উপমা বা উৎপ্রেক্ষাও হয় অপ্রত্যাশিত—যেটা নিয়ে পরে তিনি খেলা করবেন *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* -য়) সবকিছু প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ ক'রে তোলবার এই কৌশল রচনাটিকে এমনই বস্তুঘন ও স্পর্শসহ ক'রে তুলেছে যে *একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি* -র আগে অব্দি গার্সিয়া মার্কেস এটাকেই বর্ণনা করতেন তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা হিশেবে । প্রথম অনুচ্ছেদেই চরিত্রের সব খুঁটিনাটি আমরা জেনে যাচ্ছি, কোনো অবান্তর অহেতুক কথাবার্তা ছাড়াই; জানছি তাঁর পদমর্যাদা (এখন অবসরপ্রাপ্ত), জানছি তাঁর দারিদ্র (কফির কৌটোর জংটুকু অব্দি চেঁছে তোলেন তিনি), জানছি কী তিনি আশা করেন অথচ কফির পেয়ালার বাস্তবের সঙ্গে সেই আশার কতটা তফাৎ (যখন তাঁকে বাড়তি জল ঢেলে ফেলে দিতে হয়), আরো জানছি কেমন ক'রে বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার পর কেমন ক'রে মানিয়ে নেয় তাঁর স্বভাব (জল ঢেলে ফেলাই যার লক্ষণ) । বাক্যের গঠন সরল, সোজাসুজি সে সব বলে, প্রত্যেকটি শব্দ তাৎপর্যে টৈটুম্বুর,

BanglaBook.org

কেননা ভাঁজের ভাঁজ খুলে তা পরে দেখিয়ে দেবে কর্নেল কেমন ক'রে প্রতিরোধ করেন, কেমন ক'রেই বা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেন, যদিও প্রতিরোধই ক্রমে-ক্রমে তাঁর এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার মূলমন্ত্র হ'য়ে উঠবে । অক্টোবর, তার আর্দ্র তাপ আর বৃষ্টি, স্ত্রীর হাঁপানি, কুঁকড়োকে ঘিরে মৃত ছেলের বন্ধুদের প্রত্যাশা, ডন সাবাস —যে দলের লোকের নাম পুলিশের কাছে ফাঁস ক'রে দিয়ে আখের গুছিয়েছে, তাঁর উকিল—সে অলস, কেননা জানে আইনের বিতর্ক নয় বুলেটই এখন বিচারের ভাষা, বন্ধ ঘড়ি, সময় চলে অথচ চলে না—পনেরো বছর ধ'রে একইরকম আছে, শুধু এখন তফাৎ এই যে *'আমরা যে আমাদের ছেলেরই অনাথ'*, যার পাশেই আছে ডাক্তারের উক্তি *'একমাত্র যে-পশু নরমাংসভুক সে হ'লো সাবাস'*, দমফাটা হাসির পাশেই বসানো বুকে-চেপে-বসা যকৃতে-শ্যাওলা-গজানে দমবন্ধ চাপ, কর্নেল যে বিমানে ক'রে যাবার বদলে জাদুগালচেয় চড়তে পারলেই খুশি হবেন, কী ভালোই না হ'তো যদি ইওরোপের লোক আর তাঁর দেশের মানুষ পরস্পরের জায়গা বদল ক'রে নিতো তাহ'লে ইওরোপে থেকে খবরকাগজে কেউ পড়তে পারতো নিজের দেশের খবর (সেন্সরশিপ নিয়ে মাত্র একটি কথায় এমন রঙ্গকৌতুক খুব-সম্ভব সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নেই), আর সামরিক আইন এবং জরুরি অবস্থার চাইতেও বেশি—কিংবা তার সমানই—মনোযোগ পায় অক্টোবর মাসে কর্নেলের তলপেটের হাল কেমন হ'য়ে ওঠে । লটারিতে জেতা ছেঁড়া ছাতা, পেটেন্ট চামড়ার জুতোর তলি ফেটে-যাওয়া, অলিন্দ থেকে অলিন্দতে মেয়র বা পাদ্রে আনহেলের কথাবার্তা, শুক্রবারে জেটিতে ডাকের বস্তা নামে, খোপে-খোপে নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী চিঠি সাজিয়ে রাখে ডাকবাবু, *'কর্নেলের জন্যে কোনো চিঠি নেই'*, বাজনদারের মৃত্যু 'অনেক বছরের মধ্যে এই -প্রথম কোনো স্বাভাবিক কারণে কারু মৃত্যু হ'লো', মেয়রের হুমকি : কোনো মিছিল, তা যদি অন্ত্যেষ্টি মিছিলও হয়, পুলিশশিবিরের সামনে দিয়ে যেতে পারবে না, রাত এগারোটার কারফিউ মনে করিয়ে দেবার জন্যে কর্নেল ঘড়ির কাঁটা বসিয়ে রাখেন এগারোটায়, আলভারোর খোঁজে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে যেতে যখন পুলিশের হামলা পড়ে পকেটে ইশতেহার সমেত কর্নেলের প্রায় ধরা প'ড়ে যাবার অবস্থা,—সবকিছু, প্রতিটি খুঁটিনাটি, হাসির, দুঃখের, ফুটিয়ে তোলে *লা ভিওলেন্সিয়া*-র সময় কোলোম্বিয়ার দশা । ইচ্ছে ক'রে, সচেতনভাবেই, গার্সিয়া মার্কেস, ছুরি দিয়ে চেঁছে-চেঁছেই যেন, বাদ দিয়ে গেছেন জরুরি অবস্থার হিংস্র পাশবিকতার সরাসরি বর্ণনা, কেননা তাঁর উদ্দেশ্য পরিবেশটা ফুটিয়ে তোলা, ফুটিয়ে তোলা কেমন ক'রে মনের ওপর চেপে বসে সামরিক আইন । যে-চিঠি আসার কথা অথচ কোনোদিন যা এসে পৌঁছোয় না, তা প্রায় যেন এক শাস্ত্রাচারের প্রতীক হ'য়ে ওঠে, প্রমাণ ক'রে দেয় এই ছেঁদো বুলি *'যা-কিছু উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লো এই জীবন, এই বেঁচে-থাকা'*, পোকায়-কাটা ছেঁড়া ছাতা যার খোলটা আর আস্ত নেই আছে শুধু শিকগুলো, *'একমাত্র যার জন্যে সে কাজে লাগবে তা*

BanglaBook.org

হ'লো আকাশের তারা গুনতে দেবে সে এখন'—থরথর ক'রে ওঠে প্রচণ্ড কৌতুকে আর অদম্য আশায় । আর এইসবের মধ্যে অন্যবরত পাক খেতে থাকে, তাৎপর্যের পর তাৎপর্য নিয়ে, কুঁকড়ো—এমন-এক প্রতীক, যে আবার বাস্তব সত্যও । শুধু কর্নেলের একার নয়, শহরের সকলেরই আশার প্রতীক হ'য়ে ওঠে, এমনকী কর্নেলকে দিয়েও সে বলায়, *'সোনার ওজনেই ওর দাম । এখনও তিন বছর আমাদের সে খাওয়াতে পারবে ।'* স্ত্রী যখন মনে করিয়ে দেন যে আশাকে খেয়ে-খেয়ে কেউ বেঁচে থাকে না, কর্নেল নাছোড়, গোঁয়ার, আঁকড়ে ধ'রে থাকেন তাঁর আশা *'তুমি একে খেতে পারবে না—কিন্তু এ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে । এ ঠিক আমার দোস্ত সাবাসের অলৌকিক সঞ্জীবনী বটিকার মতো ।'* কেননা কুঁকড়ো আগুস্তিনের উত্তরাধিকার —যে খুন হয়েছে বিদ্রোহী ব'লে ; এখন কুঁকড়ো শুধু সারা শহরের লোক তার ওপর বাজি ধরবে ব'লে—সগর্বে তার ঝুঁটি ফোলায় না, সে হ'য়ে ওঠে নিয়তির বিরুদ্ধে কর্নেলের লড়াইয়ের প্রতীক—আর তাই তার রঙিন ঝুঁটি ফুলে ওঠে যখন সে কুঁকড়োর লড়াইয়ের আখড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী মোরগকে হারিয়ে দেয় । কোনো ঘটনা ঘটে না বইতে, একই আবর্তে পাক খায় দিনের পর দিন, আশা কিংবা কুঁকড়ো চোখ বেঁধে ঘোরায় অনবরত, আর তাই *'কী খাবে তবে'* এই প্রশ্নের উত্তরে কর্নেল যখন বলেন 'গু', তখন তা হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ হ'য়ে ওঠে না, কারণ কর্নেলের এই পঁচাত্তর বয়েসে নিজেকে এই প্রথম *'শুদ্ধ, প্রাঞ্জল আর অপরাজেয়'* লাগে, গ'ড়ে ওঠে কোন-এক সুদূর শহরে অবিস্মরণীয় দুর্দম প্রতিরোধ ।

এ ক্রি বি র এ স্ তা রে য়া দু রা

'লেখা — সে-এক অন্তহীন কাজ,' একবার বলেছিলেন গার্সিয়া মার্কেস । সব অনুপুঙ্খ খুঁটিয়ে দেখতে গেলে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যায় আঙ্গিক আর রচনাশৈলীর প্রতিটি দিকেই তাঁর কী চমকপ্রদ দখল ছিলো *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না*-তে । প্রকাশকের হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দেবার আগে এই ছোট্ট বইটিকে ন-বার কাটাকুটি করেছিলেন গার্সিয়া মার্কেস, উদ্দেশ্য ছিলো এমন-একটি *রচনা* তৈরি হবে যা হবে *স্বচ্ছ* আর *যথাযথ* । এই দুটি কথাকেই পরে আমাদের আরো-একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে, তবে মানতেই হয় এই উপন্যাসের গড়ন সূক্ষ্ম এক সুমিতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে : যে-সাতটি অংশ জুড়ে এই আখ্যান রচিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য সমান, আর একেকটা টুকরোকে মনে হ'তেই পারে স্বয়ম্পূর্ণ—যদিও কোনো-এক বৃহত্তর বিন্যাসের মধ্যেই তারা পূর্ণতা পাচ্ছে ; সাতটি টুকরোতেই ঘুরে-ঘুরে আসে একই প্রসঙ্গ, বোনা হ'তে থাকে একই ধরনের নকশা : চিঠি, মোরগ, মৃত আগুস্তিন, আর হারিয়ে-যাওয়া সব বছর—প্রত্যাশা আর দোলাচল ঢেউয়েব মতো গড়িয়ে যায় পর-পর, বারে-বারে, আর যে কী-হয় কী-হয় কৌতূহল তৈরি হ'তে থাকে, তা নিছক আবেগে প্লুত বা বিধুর হ'য়ে যায় না ।

BanglaBook.org

চরিত্ররা, পরিস্থিতি, আর আবহাওয়া গোড়া থেকেই এমনভাবে তৈরি হ'য়ে যায় যে আমরা যেন সবকিছু চাক্ষুষ—ইন্দ্রিয়গম্য—দেখতে পাই । রচনার ছন্দও সাবলীলভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়, যখন প্রথম দুটো অংশই শেষ হয় আপোষরফা কিংবা পরিস্থিতিকে মেনে নেবার ভঙ্গিতে, কিন্তু আখ্যান আরো ছড়িয়ে পড়তে থাকে তৃতীয় অংশ থেকে যখন কর্নেল মনে-মনে ঠিক করে নেন এবার তিনি তাঁর উকিল পালটাবেন—এটাই হবে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার এবং সুবিচার লাভ করার শেষ চেষ্টা—অন্তত তিনি তা-ই ভেবে নেন । আর তখন থেকেই গতি দ্রুত হ'য়ে উঠতে থাকে কাহিনীর, যেন নতুন ছন্দে কাহিনী এগুচ্ছে এবার, নতুন সুরে ; আর তারই ফলে, চতুর্থ অংশে, কর্নেল আর স্ত্রীর মর্মন্তুদ কথোপকথন খুলে দেখায় তাঁদের অবস্থা সত্যি কোন অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের মুখে এসে কীভাবে আশাহীন দাঁড়িয়ে আছে, শুধু শারীরিকভাবে বেঁচে-থাকার জন্যে কীভাবে কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে যুঝেছেন তাঁরা অ্যাদ্দিন, তারই রণকৌশলগুলো খতিয়ে দেখছিলেন তাঁরা । আর এই চাপ দুর্বিষহ গতিতে অনিবার্য বাড়তে থাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে, কর্নেলকে প্রায় আত্মসমর্পণের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় যখন প্রথমে তিনি মোরগটিকে দিয়ে দিতে চান আগুস্তিনের বন্ধুদের, আর পরে সেটা ডন সাবাসকে বেচে দেবেন ব'লেই স্থির করেন । তারপর শেষ অংশে এসে আমরা দেখি কর্নেল কীভাবে তাঁর ষাবতীয় উপায়, উদ্ভাবন ও সংগতির একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন, এখন তিনি পুরোপুরি পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত ও মরিয়া—আর তাঁর চিন্তাভাবনা আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে জ্বরের বেঘোরবিভ্রমে, ছেঁড়া-ছেঁড়া দুঃস্বপ্নে । আবারও একবার স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয় এবার, চতুর্থ অংশে যার আভাস দেখা গিয়েছিলো, কিন্তু এবার এই কথোপকথন পৌঁছে যায় তুঙ্গে, বিষাক্ত, আগ্রাসী, বচনে আর বাঁচনে এবার এমন-এক যুদ্ধ চলে যেখানে হারজিতের আর-কোনো মানে নেই, যেখানে দম্পতির আত্মসংযম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও ধূলিসাৎ । এখন আর স্ফুট-অস্ফুট কথার কোনো তাৎপর্য নেই, কর্নেলকে ব'লে দিতে হয়—*শেষবার*—ফলাফল যা-ই হোক না কেন, মোরগটি তিনি রেখে দেবেন নিজের কাছে, অপেক্ষা করবেন—মুমূর্ষু—মোরগের *শেষ* লড়াইয়ের ।

এরই মধ্যে সময় আর অভিজ্ঞতার (*অবস্থারও*) চক্রাকার গড়ন তুলে ধরে জীবনজোড়া এক *সংগ্রাম* (যদি তাকে *ক্রিয়াকলাপ* না-ই বলি) যেখানে কোনো কাজই শেষ পর্যন্ত কোথাও পৌঁছে দেয় না । কিন্তু তা-ই শেষকালে তাতিয়ে দেয় কর্নেলকে তাঁর *শেষ সিদ্ধান্ত শেষ প্রতিজ্ঞা* ঘোষণা করতে । গার্সিয়া মার্কেস বিশেষণ সাধারণত ব্যবহার করতে চান না, কিন্তু যখনই কোনো বিশেষণ ব্যবহার করেন তিনি, তা এক অপ্রত্যাশিত তাৎপর্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে । আর তারই সূক্ষ্ম প্রয়োগে, মাত্র ছোটো-ছোটো কয়েকটি অনিঃশেষ বিচ্ছুরণভর আঁচড়ে সামগ্রিক অবস্থা ও চরিত্র, সজীব, ফুটে ওঠে আমাদের সামনে, আর তার রুদ্ধশ্বাস গতি ককখনো শ্লথ হয় না, যতই না পরতে-পরতে মেশানো থাক রঙ্গ ও কৌতুক । দুর্মর আশা আর

BanglaBook.org

যাতনাবিদ্ধ হতাশা দোল খায় অনবরত, লেখক *সচেতনভাবেই* পেণ্ডুলামের মতো (ঘড়ির কথা মনে পড়ে ?) দোল খাওয়ান তাদের (ঘড়ি বিকল হ'য়ে গেলেও তাকে সারাই ক'রে নেয়া হয়)—আর শব্দরা ক্রমাগত বারুদ ঠাশতেই থাকে আততিতে, অধিজ্যতায় ।

রচনাটির আগাগোড়া দুই বিপরীতকে নিয়ে ইচ্ছে ক'রে চতুর হাতে খেলানো হয়েছে । কর্নেল আর তাঁর *এককালীন-সহযোগী* ডন সাবাসের প্রতি তুলনা হয়তো সবচেয়ে উগ্রভাবেই ফুটিয়ে তোলে এই বিপরীতের খেলা, যখন দেখি চেহারায় যেমন ভাবনাতেও তেমন কেমন ক'রে এই দুজন থাকে দুই বিপরীত মেরুতে । কর্নেল শীর্ণ, ক্ষুধার্ত, অথচ তবু রঙ্গভরা, ভেঙে যেতে-যেতেও ; ডন সাবাস পৃথুল, টাকার অ্যালিগেটর, অথচ তবু সংকীর্ণ, ব্যর্থ । দ্বিধা বা সন্দেহ তাঁকে অবিশ্রাম ছিঁড়ে গেলেও মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন কর্নেল (তিনি তো কর্নেল, না কী ?), আর কল্পনার সংগ্রাম সবসময়েই তাঁকে চারপাশের ক্রূর গণ্ডির পরপারে নিয়ে যাচ্ছে । সূক্ষ্ম সব চিত্রাভাস যখন উশকে দেয় অপ্রত্যাশিত অনুষঙ্গ, তখন আমাদের মনে প'ড়ে যায় গার্সিয়া মার্কেস একসময়ে চিত্রনাট্য হিশেবেই ভেবেছিলেন এই কাহিনী । কতগুলো সন-তারিখ খোদাই হয়ে আছে কর্নেলের স্মৃতিতে, তাঁর স্ত্রীরও মনে প'ড়ে সে-সব, কবে কোন লড়াই হয়েছিলো, কবে স্বাক্ষরিত হ'লো সন্ধিপ্রস্তাব, কবে মাকোন্দো থেকে বেরিয়ে এলো দলে-দলে বাস্তুহারা, গৃহচ্যুতরা, তাঁদের ছেলের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ (যার বিহনে এখন তাঁরা দুজনেই তাঁদের *ছেলেকে অনাথ*), অথচ বেশির ভাগ সময়েই সবকিছু তাঁরা ভাবেন অস্পষ্ট এক সময়ের জোড়াতালির মধ্যে, যেখানে দশকগুলো কেবল বাড়িয়েই গেছে তাঁদের দুর্দশা ।

শরীর, শরীর, কিন্তু মনও যে আছে মানুষের, এই তথ্যটাই রচনার মধ্যে *দেখার* দুটো স্তর তৈরি ক'রে দিয়ে যায় । বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই ছোট্ট শহরে ফাঁদে-প'ড়ে-যাওয়া কর্নেলের অবিশ্রাম চলাফেরা, বন্ধুদের দোকান, দরজির কারখানা, ডাকের নৌকোর আপিশ, উকিলের পরামর্শঘর, সব তৈরি ক'রে দেয় চির-চেনা গোলকধাঁধাকেই, কিন্তু তার মধ্যে কর্নেলের চলাফেরা যেন খাঁচায়-পোরা কোনো জন্তুর দুঃসহ অস্থির পা-তোলা পা-ফেলা । বৃদ্ধের এই পুনরাবৃত্ত কার্যক্রম চলেছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, সবসময়েই একইরকম তাঁর চলাফেরা, আর তা কাহিনীর চক্রাকার কাল আর তার আবর্তকেই ফুটিয়ে তুলেছে । ফিরে-ফিরে আসে যত শুক্রবার আর অক্টোবর, আর বৃদ্ধ একই ব্যর্থপথ ভাঙেন তার মধ্যে, আরো-এক নতুন হতাশা হানা দেয় তাঁর জীবনে (সে কি সন্ধির ঘটনাতেই তার সম্মুখগতি থামিয়ে দিয়েছিলো ?), কর্নেলের ঘণ্টাপ্রহর, দিনরাত, সপ্তাহ-মাস মাপা হ'তে থাকে বিফল প্রয়াসের অবিরাম একক দিয়েই ।

কিছুই চলে না যেন এই শহরে, সম্মুখগতি যেন চিরকালের মতোই জব্দ, আর চক্রাকার সময়ের ছবিটা ফুটে ওঠে বারে-বারে একই কাজ ক'রে-যাওয়াতে,

BanglaBook.org

আর অনবরত গোপন লড়াইয়ের প্রচারপত্রের হানায়, কর্নেলের স্ত্রীর হাঁপানিতে আর শেলাইয়ের ফোঁড়ে। সমালোচকেরা দেখেছেন কী ক'রে লিখিত এই কাহিনীতে হানা দিয়েছে সিনেমার কৃৎকৌশল। লোকের চেহারার বর্ণনা (ইঙ্গিতময়) থেকে শহরের প্রত্যেকটি রাস্তা বা কোনাখামচির বর্ণনায় (তারাও ইঙ্গিতময়) কখনও আসে ক্লোসআপ, কখনও লংশট। ডন সাবাসের জটিল বিশৃঙ্খল মনের প্রতিভাস হ'য়েই আসে যেন তার কাবার্ডের ছন্নহীন বিশৃঙ্খলা। এই পদ্ধতির জন্যেই ল্যাণ্ডস্কেপের খুঁটিনাটি না-ব'লে দিয়েও গার্সিয়া মার্কেস ফুটিয়ে তুলতে পারেন আবহাওয়া—কেননা তারা আসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কতগুলো আঁচড়েই। কাহিনীর প্রতিটি চিত্রাভাসই ফুটিয়ে তোলে স্মৃতি কিংবা আশঙ্কা—ভবিষ্যতের অলুক্ষুণে আশঙ্কা, এমনকী পোকায়-কাটা একটা ছাতা শুদ্ধু। কেননা গার্সিয়া মার্কেস *তোদা বুয়েনা নোভেলা এস্ উনা আদিবিনারসা দেল্ মুন্দো*—পুরো আখ্যানটাই হ'য়ে ওঠে ধাঁধা বা হেঁয়ালির মতো, ফুটিয়ে তুলতে চায় জীবনের যুযুধান রহস্যময় বিরোধী শক্তিগুলিকে, কোনো জ্যোতিষীই যা আগে থেকে ব'লে দিতে পারবে না হয়তো। রক্তমাংস আর আত্মার এমন ছেঁড়াছিঁড়ির মধ্যেই তাই অপরাজেয় স্বর বেজে ওঠে, শুদ্ধ স্বর, পরিশ্রুত, যখন তিনি *কী খাবেন* এই প্রশ্নের উত্তরে ব'লে ওঠেন *'গু'*।

কিন্তু ইয়োরোপের লেখকেরা তো তা আর বোঝে না, যদিও এই জনপদে লোকে কথা বলে ইয়োরোপেরই কোনো ভাষার রকমফেরে, এস্পানিওলেরই একটা সংস্করণে। এই প্রতিরোধ ইয়োরোপ বোঝে না ব'লেই—ডাক্তার যেমন বলেছিলো কর্নেলকে—*'ইয়োরোপের লেখকের কাছে, দক্ষিণ আমেরিকা হ'লো এমন-একটা লোক যার আছে গোঁফ, গিটার আর বন্দুক।...ওরা সমস্যাটা বোঝেই না।'* কিন্তু আমরাও কি বুঝি ?

BanglaBook.org

কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না

BanglaBook.org

কর্নেল কফির কৌটোটার ঢাকা তুলে নিয়ে দেখতে পেলেন কফি আছে মাত্র তিনটে ছোটো চামচেই। তিনি কেটলিটা তুলে নিলেন উনুন থেকে, আদ্ধেকটা জল ফেলে দিলেন মাটির মেঝের ওপর, আর একটা ছুরির ডগা দিয়ে চেঁছে-চেঁছে এমনকী গুঁড়ো কফির শেষ গুঁড়োটাও ঢেলে দিলেন কেটলিতে, সেই সঙ্গে কৌটোটার একটু জংও মিশে গেলো তাতে।

কফিমেশানো জলটা কখন ফুটে ওঠে, তারই অপেক্ষায় পাথরের চুল্লিটার পাশে ব'সে রইলেন কর্নেল ভঙ্গিটায় আস্থার সঙ্গে বেশ-একটা সরল প্রত্যাশাও মেশানো, আর তাঁর কেমন মনে হ'লো যেন তাঁর নাড়িভুঁড়ির মধ্যে শেকড় গজিয়ে বসছে শ্যাওলা আর বিষাক্ত লিলিরা। সময়টা অক্টোবর। সকালটা উৎরোনো বেশ কঠিন, এমনকী তাঁর মতো কোনো লোকের পক্ষেও, এ-রকম কত সকালই তো এর আগে তিনি টিঁকে গিয়েছেন। কারণ, প্রায় ষাট বছর হ'তে চললো —শেষ গৃহযুদ্ধটা খতম হবার পর থেকেই—কর্নেল শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া আর-কিছু করেননি। যে-কটা জিনিশ শেষ অব্দি তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে, তার মধ্যে এই অক্টোবর একটা।

তাঁকে কফি নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে তাঁর স্ত্রী মশারিটা তুললেন একপাশে। গত রাতে তাঁর ওপর দিয়ে হাঁপানির একটা দমকা হামলা গেছে, এখন তাঁর দশা তন্দ্রাতুর। তবু তিনি পেয়ালাটা নেবার জন্যে উঠে বসলেন।

'আর তোমার ?' জিগেশ করলেন স্ত্রী।

'আমি আগেই খেয়ে নিয়েছি,' কর্নেল মিথ্যে কথা আওড়ালেন। 'বড়ো এক চামচে ছিলো তখনও !'

সেই মুহূর্তেই শুরু হ'লো ঘণ্টার আওয়াজ। কর্নেল অন্ত্যেষ্টির কথাটা ভুলেই গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন, তিনি একপাশের আংটা থেকে দড়ির খাটটা খুলে ফেললেন, তারপর ভাঁজ ক'রে গড়িয়ে নিলেন অন্যপাশে, আড়ালে। স্ত্রী ভাবতে লাগলেন মৃতের কথা।

'ও জন্মেছিলো ১৯২২এ,' তিনি বললেন, 'আমাদের ছেলের জন্মের ঠিক একবছর পর। সাতুই এপ্রিল।'

ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ক'রে দম নিচ্ছেন তিনি আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে চুমুক দিচ্ছেন কফির পেয়ালায়। একটা বাঁকানো আড়ধরা শিরদাঁড়ার ওপর ছোট্ট একদলা শাদা ছাড়া তিনি এখন আর-কিছুই নন। হাঁপানির টানের জন্যে

BanglaBook.org

প্রশ্নগুলো তাঁকে সরাসরি সোজাভাবে ব'লে দিতে হয় । কফি যখন শেষ হ'লো তখনও তিনি ঐ মৃতের কথাই ভাবছেন ।

'অক্টোবরে কবরে যাওয়া নিশ্চয়ই ভয়ংকর,' তিনি বললেন । কিন্তু তাঁর স্বামী সে-কথায় কোনো কানই দিলেন না । তিনি জানলা খুলে দিলেন । বাইরের বারান্দাতেও এসে হাজির হয়েছে অক্টোবর । লতাপাতাগুলো ফেটে পড়েছে প্রখর সবুজ রঙে, কেন্নোরা মাটির ওপর বানিয়ে তুলেছে খুদে-খুদে মাটির ঢিবি, আর সে-দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আবার একেবারে আঁতের মধ্যে তিনি অনুভব করলেন এই ভয়ানক মাসটাকে !

'আমার হাড়ের ভেতরেও কেমন যেন ভেজা-ভেজা ভাব,' তিনি বললেন ।

'শীত পড়েছে,' উত্তর দিলেন স্ত্রী । 'বাদলা শুরু হবার পর থেকেই তোমাকে পই-পই ক'রে বলছি মোজা প'রে শুতে ।'

'মোজা প'রেই তো শুচ্ছি—এক হপ্তা হ'য়ে গেলো ।'

বৃষ্টি পড়ছে, হালকা, ঝিরঝিরে, কিন্তু বিরামহীন । গায়ে একটা পশমের চাদর জড়িয়ে দোলখাটিয়ায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়তে পারলে কর্নেলের ভালো লাগতো । কিন্তু ভাঙা ঘণ্টাগুলোর নাছোড় গোঁ তাঁকে অক্টোষ্টির কথা মনে করিয়ে দিলে । 'অক্টোবর এসে গিয়েছে,' ফিশফিশ ক'রে আওড়ালেন কর্নেল, ঘরের মাঝখানটায় হেঁটে এলেন । আর তখনই তাঁর মনে পড়লো খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধা কুঁকড়োটার কথা । বাহাদুর মোরগ এটা, লড়িয়ে ।

পেয়ালাটাকে রান্নাঘরে রেখে তিনি বসার ঘরে এসে কারুকাজ-করা কাঠের আলখাল্লা পরানো পেণ্ডুলাম ঘড়িটায় দম দিলেন । শোবার ঘরটা ছোটো, হাঁপানির টান যাদের তাদের পক্ষে ভালো না—বসার ঘরটা কিন্তু তেমন না, বরং বিশাল, একটা ছোট্ট টেবিলের চারপাশে শক্তপোক্ত চারটে দোলকেদারা, টেবিলের ওপর ঢাকা পরানো, আর একটা প্লাস্টারে তৈরি বেড়াল। ঘড়িটার উলটো দিকের দেয়ালে পাৎলা জালিকাটা রেশমি কাপড় পরা এক মেয়ের ছবি, একটা গোলাপে বোঝাই নৌকোর চারপাশে ছোটো-ছোটো কিউপিডের মূর্তি ।

ঘড়িটায় দম দেয়া যখন শেষ হ'লো, তখন সাড়ে-সাতটা বাজে । তারপর তিনি কুঁকড়োটাকে নিয়ে গেলেন রান্নাঘরে, চুল্লিটার একটা পায়ার গায়ে বেঁধে দিলেন সেটাকে, রেকাবিটার জল বদলে দিলেন আর একমুঠো গমের দানা রাখলেন তার পাশে । বেড়ার ফোকরটার মধ্য দিয়ে একদল বাচ্চা এসে হাজির । তারা মোরগটাকে ঘিরে বসলো, চুপ ক'রে ব'সে এরা তাকে দেখবে

BanglaBook.org

এখন ।

'তাকাসনে তো ওটার দিকে,' কর্নেল বললেন, 'যদি কেউ অমনভাবে অত তাকিয়ে থাকে তবে মোরগরা শুকিয়ে যায় ।'

বাচ্চারা নড়লোই না । একজন বরং তার হারমনিকায় একটা জনপ্রিয় গানের সুর তুললো একটু । 'আজ ও-গান বাজাসনে,' কর্নেল তাকে বললেন, 'শহরে একজন মারা গেছে ।' বাচ্চাটি তার হারমনিকা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলে, আর কর্নেল চ'লে গেলেন শোবার ঘরে, অন্ত্যেষ্টিতে যাবার জন্যে পোশাক প'রে নিতে হবে ।

স্ত্রীর হাঁপানি ব'লে তাঁর শাদা স্যুটটায় ইস্ত্রি করা হয়নি । ফলে তাঁকে পরতে হ'লো সেই পুরোনো কালো স্যুটটাই, বিয়ের পর থেকে বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে এটাকেই তিনি প'রে এসেছেন । তোরঙ্গটার একেবারে তলা থেকে খুঁজে বার করতে বেশ একটু চেষ্টাই করতে হ'লো তাঁকে, খবরকাগজ দিয়ে মোড়া, পোকায় যাতে না-কাটে সেইজন্য ছোটো-ছোটো ন্যাপথালিনের গুলি ছড়ানো চারপাশে । বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়ে তাঁর স্ত্রী তখনও মৃতের কথাই ভেবে চলেছেন ।

'এর মধ্যেই হয়তো আগুস্তিনের সঙ্গে ওর দেখা হ'য়ে গেছে,' স্ত্রী বললেন । 'আগুস্তিনের মৃত্যুর পর থেকে আমরা কী দশায় প'ড়ে আছি, সে-কথা হয়তো ও ব'লে দেবে না ।'

'এ-মুহূর্তে ওরা হয়তো মোরগগুলোর কথাই বলছে,' বললেন কর্নেল।

তোরঙ্গের মধ্যে তিনি একটা মস্ত পুরোনো ছাতা আবিষ্কার ক'রে বসলেন । কর্নেলের দলের জন্যে টাকা তোলবার জন্যে যে-লটারি খেলার আয়োজন করা হয়েছিলো, তাতে তাঁর স্ত্রী এই ছাতাটা জিতেছিলেন । সেই রাত্তিরেই তাঁরা বাইরে একটা মেলায় যেতে পেরেছিলেন, বৃষ্টির জন্যে যেটা বাতিল ক'রে দেয়া হয়নি। কর্নেল, তাঁর স্ত্রী, আর তাঁদের ছেলে, আগুস্তিন-ওর বয়েস তখন ছিলো আট —শেষ অব্দি মেলার খেলাগুলো দেখেছিলেন, এই বিশাল ছাতাটার তলায় ব'সে । এখন আগুস্তিন আর বেঁচে নেই, আর ঝলমলে সাটিনের কাপড়টা পোকায় ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে ।

'দ্যাখো, সার্কাসের তুড়ুংবাজির ছাতাটার দশা কী হয়েছে,' কর্নেল তাঁর আগেকার দিনের একটা কথা আওড়ালেন । ছোটো-ছেটো ধাতুর শিকের এক রহস্যময় ব্যবস্থাপনা খুলে গেলো তাঁর মাথার ওপর । 'এখন আকাশের তারা গোনবার পক্ষেই এটাকে দারুণ মানাবে ।'

মৃদু হাসলেন কর্নেল । কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছাতাটার দিকে তাকিয়ে দেখবারও

BanglaBook.org

চেষ্টা করেননি । 'সবকিছুরই তো ঐ দশা,' ফিশফিশ ক'রে বললেন তাঁর স্ত্রী। 'আমরা জ্যান্ত প'চে মরছি ।' এই ব'লে তিনি চোখ বুজলেন, যাতে মৃত লোকটার কথাই মন দিয়ে ভাবতে পারেন ।

অনেকদিন ধ'রেই কোনো আয়না নেই, হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে দাড়ির খোঁচাগুলো টের পেয়ে দাড়ি কামিয়ে নিলেন কর্নেল, তারপর নিঃশব্দে পোশাক পরতে লাগলেন । ট্রাউজারজোড়া পায়ে আঁটো হ'লো, যেন লম্বা পাজামার মতো অন্তর্বাস পরছেন ; ট্রাউজারের গোড়ালির কাছটা ফিতে দিয়ে বাঁধতে হয়, আর কোমরের কাছে ঐ একই কাপড়ের দুটো ফিতে, প্রায় বৃক্কের কাছ দিয়ে দুটো সোনালি বকলশের মধ্য দিয়ে গলিয়ে নিতে হয় ফিতেগুলোকে। কর্নেল কোনো বেল্ট পরেন না । তাঁর শার্টটার রং পুরোনো ম্যানিলা কাগজের মতো, আর তেমনি সেটা কড়া আড়ধরা, তামার কোণতোলা বোতাম দিয়ে লাগাতে হয়, ঐ বোতামগুলোই ঘাড়ের আলগা কলারগুলোকে আটকে রাখে। কিন্তু কলারটা ছেঁড়া, অতএব কর্নেল গলায় সেটা বাঁধবার ইচ্ছেটা বাদ দিলেন।

প্রত্যেকটা কাজ তিনি করলেন এমনভাবে যেন তার মধ্য দিয়ে একটা উত্তরণ ঘটবে । তাঁর হাতের হাড়গুলো টান-টান খশখশে চামড়া দিয়ে ঢাকা, ঠিক ঘাড়ের কাছে যেমন ফুটফুট হালকা উজ্জ্বল দাগ আছে তেমনি ফুটফুট দাগে ভরা । পেটেন্ট চামড়ার জুতোজোড়া প'রে নেবার আগে শেলাইয়ের ওপর শুকনো মাটির ডেলাগুলো চেঁছে সাফ ক'রে নিলেন তিনি । ঠিক তখনই স্ত্রী তাকালেন তাঁর দিকে, তাঁর মনে হ'লো স্বামী যেন ঠিক তাঁদের বিয়ের দিনের মতো সেজে আছেন । আর ঠিক তখনই প্রথম তাঁর খেয়াল হ'লো কতটা বুড়িয়ে গেছেন স্বামী ।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো বিশেষ উৎসবের জন্যে সেজে আছো,' স্ত্রী বললেন ।

'এই সৎকার—সেটা একটা বিশেষ ঘটনাই,' কর্নেল বললেন । 'অনেক বছর পর এই প্রথম আমাদের এখানে স্বাভাবিক কারণে কারু মৃত্যু হ'লো ।'

নটার পর আবহাওয়া পরিষ্কার হ'লো । কর্নেল বাইরে যাবেন ব'লে তৈরি হয়েছেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী তাঁর কোটের আস্তিন চেপে ধরলেন ।

'চুল আঁচড়ে নাও,' স্ত্রী বললেন ।

কর্নেল তাঁর ইস্পাত-রঙা খোঁচা-খোঁচা চুলগুলোকে একটা হাড়ের চিরুনি দিয়ে শায়েস্তা করার চেষ্টা করলেন—কিন্তু পুরো চেষ্টাটাই অর্থহীন ।

'আমাকে নিশ্চয়ই একটা কাকাতুয়ার মতো দেখাচ্ছে,' কর্নেল বললেন।

BanglaBook.org

স্ত্রী তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন আপাদমস্তক । তাঁর মনে হ'লো মোটেই ও-রকম দেখাচ্ছে না—কর্নেলকে মোটেই কোনো কাকাতুয়ার মতো দেখাচ্ছে না । তাঁর শরীরটা শুকনো, নাটবলটুর মতো, তাঁর নিরেট হাড়গুলো মুখর হ'য়ে আছে তাঁর গায়ে । চোখের সজীবতার জন্যেই এমন মনে হয় না যে তিনি যেন কোনো আরক মাখিয়ে জিইয়ে রাখা ।

'ও-ভাবেই তুমি সুন্দর দেখতে,' স্ত্রী স্বীকার করলেন, আর যখন স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আরো জুড়ে দিলেন, 'আর ডাক্তারকে জিগেশ কোরো এ-বাড়িতে ওর গায়ে আমরা ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছিলুম কি না ।'

তাঁরা থাকেন শহরটার একপ্রান্তে, তালপাতায় ছাওয়া তাঁদের বাড়ির ছাত, দেয়াল থেকে চুনকামের চলটা উঠে যাচ্ছে । গুমোট ভ্যাপসা ভাবটা তেমনি আছে, যদিও বৃষ্টি থেমে গিয়েছে । দু-পাশে ঠাশাঠাশি-করা বাড়ি-ঘরের মধ্যেকার একটা ছোটো গলি দিয়ে হেঁটে কর্নেল পৌঁছুলেন প্লাসায় । বড়ো রাস্তায় এসে, একটু ঠাণ্ডায় কাঁপলেন তিনি । যদ্দুর চোখ যায় শহরটায় যেন ফুলের একটা গালচে পাতা । দরজার কাছে ব'সে কালো পোশাক পরা স্ত্রীলোকেরা অন্ত্যেষ্টিযাত্রার জন্যে অপেক্ষা করছে ।

প্লাসায় আবার ইলশে গুঁড়ি শুরু হ'লো । বিলিয়ার্ড খেলার আখড়ার মালিক তার আড্ডার দরজা থেকেই দেখতে পেলে কর্নেলকে, দু-হাত বাড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বললে :

'কর্নেল, একটু দাঁড়ান, আমি আপনাকে একটা ছাতা দিচ্ছি ।'

কর্নেল ফিরে না-তাকিয়েই তাকে উত্তর দিলেন

'ধন্যবাদ । তবে এভাবেই ঠিক আছে ।'

এখনও চার্চ থেকে অন্ত্যেষ্টিমিছিল বেরোয়নি । পুরুষরা—গায়ে শাদা পোশাক, গলায় কালো টাই—যে যার ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে নিচু দরজাটার সামনে কথা বলছে । তাদের একজন দেখতে পেলে কর্নেল লাফিয়ে-লাফিয়ে প্লাসার জলে-ভরা গর্তগুলো পেরুচ্ছেন ।

সে চেঁচিয়ে বললে, 'আরে দোস্ত, ছাতার তলায় এসো, এখানে !'

সে স'রে দাঁড়িয়ে তার ছাতার তলায় জায়গা ক'রে দিলে ।

'ধন্যবাদ, দোস্ত,' বললেন কর্নেল !

কিন্তু আমন্ত্রণটা তিনি গ্রহণ করেননি মোটেই । তিনি বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন, মৃতের মাকে শোক আর সান্ত্বনা জানাতে । প্রথমেই যেটা তিনি টের পেলেন, সেটা নানাধরনের ভিন্ন-ভিন্ন ফুলের গন্ধ । তারপরে গরমটা

BanglaBook.org

তেড়েফুঁড়ে উঠে এলো । শোবার ঘরে গাদাগাদি ভিড়, কর্নেল তারই মধ্যে দিয়ে চ'লে যাবার চেষ্টা করলেন । কিন্তু কে যেন তাঁর পিঠে একটা হাত রাখলে, তাঁকে হতভম্ব লোকজনদের জমায়েতের মধ্য দিয়ে ঘরের পেছনে ঠেলে নিয়ে এলো, যেখানে গভীর খোলামেলা দেখা গেলো মৃতের নাকের বাঁশি দুটো ।

ছিলেন মৃতের মাও, একটা ঝালর-লাগানো তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া ক'রে কফিন থেকে মাছি তাড়াচ্ছিলেন তিনি । অন্যসব মেয়েরা, কালো পোশাক-পরা, তাকিয়ে দেখছে মৃতদেহটা, যেমনভাবে লোকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখে নদীর স্রোত । তক্ষুনি ঘরের পেছনে কার গলার আওয়াজ শুরু হ'লো । কর্নেল একজন মেয়েকে পাশে সরিয়ে মৃতের মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, একপাশ থেকে, আর তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন ।

'আমি খুবই দুঃখিত,' বললেন তিনি ।

মহিলা তাঁর মুখ ফেরালেন না । শুধু মুখটা হাঁ করলেন আর ডুকরে উঠলেন । আঁৎকে উঠলেন কর্নেল । মনে হ'লো এক আকারহীন ভিড় যেন তাঁকে মৃতদেহটার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আর সুর ক'রে টেনে-টেনে ডুকরে উঠছে । হাত দুটোর জন্য একটা শক্ত-কিছুর অবলম্বন চাইলেন তিনি, কিন্তু দেয়ালটাকে নাগালে পেলেন না । তার জায়গায় অন্য-সব শরীর । কে যেন তাঁর কানে-কানে, আস্তে, খুব কোমল স্বরে বললে 'একটু সামলে, কর্নেল।' তিনি মুখটা ঘোরালেন, আর অমনি মৃতের একেবারে মুখোমুখি । কিন্তু তাকে তিনি চিনতেই পারলেন না, কারণ শরীরটা কেমন আড়-ধরা আর সজীব, আর তাঁরই মতো যেন হতচকিত, ধাঁদা কাপড়ে তার সারা গা মোড়া, হাতে তার শিঙাটা । কর্নেল যখন চীৎকারের মধ্য থেকে মাথা তুললেন, একটু হাওয়া চেয়ে, দেখতে পেলেন বন্ধ বাক্সটা লাফিয়ে চলেছে দরজার দিকে, ফুলের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে । আর ফুলের রাশি দু-পাশে ছিটকে যাচ্ছে দেয়ালের গায়ে। কর্নেল একেবারে ঘেমে উঠেছেন । তাঁর হাড়ের জোড়গুলো ব্যথা করছে । মুহূর্ত পরেই তিনি টের পেলেন যে তিনি রাস্তায় এসে পড়েছেন, কারণ ইলশে গুঁড়ির ফোঁটা তাঁর চোখের পাতায় কেমন জ্বালা ধরাচ্ছে, আর কে-একজন যেন তাঁর জামা পাকড়ে ধরেছে, আর বলছে :

'জলদি করো, দোস্ত, আমি তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম ।'

সে হ'লো সাবাস, তাঁর মৃত ছেলের ধর্মবাপ ; তাঁর দলের সে-ই একমাত্র নেতা, যে রাজনৈতিক নির্যাতন এড়াতে পেরেছে আর শহরের মধ্যেই থাকতে পেরেছে সবসময় । 'ধন্যবাদ, দোস্ত,' বললেন কর্নেল, ছাতার তলায় নীরবে হাঁটতে লাগলেন তিনি । বাজনদারেরা অন্ত্যেষ্টিমিছিলের সুর বাজাতে শুরু

BanglaBook.org

ক'রে গিয়েছে । কর্নেল খেয়াল করলেন শিঙার অনুপস্থিতিটা, আর মৃত লোকটা যে সত্যি ম'রে গিয়েছে, এটা যেন এই-প্রথম নিশ্চিত ক'রে বুঝতে পারলেন ।

'বেচারা,' মৃদু স্বরে তিনি বিড়বিড় করলেন ।

সাবাস গলা ঝাড়লে । ছাতাটা সে ধ'রে আছে বাঁ হাতে, হাতলটা ঠিক তার মাথার সমান উঁচুতে, কারণ সে কর্নেলের চেয়ে বেঁটে । কফিন নিয়ে মিছিল যখন প্লাসা থেকে বেরুলো, তাঁরা কথা বলতে শুরু করলেন । সাবাস কর্নেলের দিকে ফিরলো তখন, তার মুখটায় কাতরভাব, বললে

'দোস্ত, কুঁকড়োর কোনো নতুন খবর আছে ?'

'আছে আর-কি এখনও,' উত্তর দিলেন কর্নেল ।

ঠিক তক্ষুনি কার-একজনের চীৎকার শোনা গেলো

'ওরা মৃতদেহটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ?'

চোখ তুলে তাকালেন কর্নেল । দেখলেন ব্যারাকের অলিন্দে বেশ অতিনাটুকে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়র । তার পরনে ফ্লানেলের অন্তর্বাস, তার গাল দুটো ফোলা-ফোলা, দাড়ি কামায়নি । বাজনদারেরা সুরটা থামিয়ে দিলে । একমুহূর্ত পরেই কর্নেল চিনতে পারলেন ফাদার আন্‌হেলের গলা, মেয়রকে লক্ষ ক'রে চেঁচিয়ে কী বলছে । ছাতার ওপর বৃষ্টির একটানা ঝমঝম শব্দের মাঝেই তিনি তাদের দ্বৈতালাপটা শুনতে পেলেন ।

'অর্থাৎ ?' জিগেশ করলে সাবাস ।

'অর্থাৎ, কিছুই না ।' উত্তর দিলেন কর্নেল । 'অন্ত্যেষ্টিমিছিল পুলিশ-ব্যারাকের সামনে দিয়ে যেতে পারবে না ।'

'ও হো, ভুলেই গিয়েছিলাম,' সাবাস বললে, 'আমরা যে জরুরি অবস্থায় আছি, সামরিক শাসনে, এ-কথাটা আমি কেবলই ভুলে যাই ।'

'কিন্তু এ তো আর কোনো বিদ্রোহ নয়,' বললেন কর্নেল, 'এ তো নেহাৎই এক মৃত বাজনদার ।'

অন্ত্যেষ্টিমিছিল দিক পালটালে । গরিব পাড়াগুলোয় মেয়েরা তাকিয়ে-তাকিয়ে নীরবে নখ খেতে-খেতে দেখলে কফিন নিয়ে তাদের যাওয়া । কিন্তু তারপরেই তারা নেমে এলো রাস্তার মাঝে, আর হাউ-হাউ ক'রে উঠলো প্রশংসা কৃতজ্ঞতা আর বিদায়, যেন তাদের ধারণা মরা লোকটা কফিনের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে । কবরখানায় কর্নেলের কেমন অসুস্থ লাগলো নিজেকে । যখন সাবাস তাঁকে ঠেলে সরিয়ে এনে দেয়ালের পাশে দাঁড় করালে, কফিন-বাহকদের যাবার রাস্তা ক'রে দিয়ে, সে তার হাসিমুখটা

BanglaBook.org

তার দিকে ফিরিয়ে দেখতে পেলে কঠোর এক মুখের ছবি ।

'ব্যাপার কী, দোস্ত ?' সাবাস জিগেশ করলে ।

কর্নেল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ।

'এ যে অক্টোবর ।'

একই রাস্তা ধ'রে ফিরে এলো তারা । আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে ; গভীর, তীব্র-নীল আকাশ । আর বৃষ্টি পড়বে না এখন, ভাবলেন কর্নেল, আর ভাবতেই একটু ভালো বোধ করলেন, তবে এখনও তাঁর মনটা খারাপ হ'য়ে আছে । সাবাস তাঁর চিন্তায় বাধা দিলে ।

'একজন ডাক্তার দেখাও ।'

'আমি অসুস্থ নই,' কর্নেল বললেন । 'মুশকিল এটাই যে অক্টোবর এলেই আমার মনে হয় পেটের মধ্যে যেন কতগুলো জানোয়ার আছে আমার ।'

সাবাস বললে, 'আহ্ !' বাড়ির কাছে এসে সে বিদায় জানালে । তার বাড়িটা নতুন, দোতলা সমান উঁচু, জানলার কাঠামোটা পেটা লোহার তৈরি। কর্নেল তাঁর নিজের বাড়িমুখো চললেন, এই পোশাকি সাজটা খুলে ফেলতে পারলে বাঁচেন । একমুহূর্ত পরেই কিন্তু বেরিয়ে পড়লেন আবার । মোড়ের দোকানটা থেকে এক কৌটো কফি আর মোরগটার জন্যে আধ পাউণ্ড গম কিনতে হবে ।

বৃহস্পতিবারে দোলখাটিয়ায় শুয়ে থাকতে পারলেই তাঁর ভালো লাগতো, তবু কর্নেল মোরগটার যত্নআত্তি করলেন ।

BanglaBook.org

কয়েকদিন ধ'রেই আকাশ আর পরিষ্কার হয়নি । সেই সপ্তাহে তাঁর পেটের উদ্ভিদরা মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠলো । স্ত্রীর হাঁপানির টানের শব্দ শুনে কষ্ট পেতে-পেতে পর-পর কয়েকটি নির্ঘুম রাত কাটালেন তিনি । কিন্তু শুক্রবার বিকেলে অক্টোবর সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলে । আগুস্তিনের সহকর্মীরা দরজির দোকানে কাজ করে, যেমন আগুস্তিন নিজেও করতো, সবাই একেকজন মোরগের লড়াইয়ে বেজায় মেতে থাকে ; এই যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে তারা মোরগটাকে দেখতে এলো । কুঁকড়ো বেশ বাহাদুরই আছে ।

একা হবার পর কর্নেল শোবার ঘরে স্ত্রীর কাছে ফিরে এলেন । স্ত্রী সেরে উঠেছেন ।

'কী বললে ওরা ?' স্ত্রী জিগেশ করলেন ।

'উৎসাহে ফুটছে,' কর্নেল তাঁকে জানালেন । 'কুঁকড়োকে নিয়ে বাজি

ধরবে ব'লে সব্বাই তাদের টাকা বাঁচাচ্ছে ।'

'অমন হতকুচ্ছিত একটা কুঁকড়োর মধ্যে ওরা যে কী দ্যাখে, জানি না,' স্ত্রী বললেন । 'এটাকে দেখলেই মনে হয় উদ্ভট, আজব কিছু, পাগুলোর তুলনায় মাথাটা একেবারেই বেঢপ খুদে ।'

'ওরা তো বলে সারা জেলার মধ্যেই ও সবচেয়ে সেরা,' কর্নেল উত্তর দিলেন । 'অন্তত পঞ্চাশ পেসো দাম হবে ওর ।'

এই যুক্তিতেই কুঁকড়োটাকে কাছে রাখবার জন্যে তাঁর জেদটাকে যে মানানো যাবে, এতে তিনি সুনিশ্চিত ; ন-মাস আগে এক মোরগের লড়াইয়ের আসরে গোপন ইশতেহার বিলি করতে গিয়ে তাঁর ছেলে গুলি খেয়ে মরেছে, কুঁকড়োটা তারই উত্তরাধিকার । 'খুবই খরুচে একটা ভুল ধারণা,' স্ত্রী বললেন। 'গমের দানা ফুরিয়ে যাবার পর নিজেদের কলজে খাইয়েই ওকে রাখতে হবে ।' ভাববার জন্যে অনেকক্ষণ সময় নিলেন কর্নেল, কাপড়চোপড় রাখার দেয়াল-কুঠুরিটায় তাঁর শাদা শক্ত ডাকের কাপড়ের ট্রাউজারটা খুঁজতে-খুঁজতে ।

'কয়েকটা মাসের তো মামলা,' তিনি বললেন । 'এটা তো আমরা জেনে গিয়েছি যে জানুয়ারিতে মোরগের লড়াই হবে । তারপর এটাকে আরো চড়া দামে বেচে দেয়া যাবে ।'

ট্রাউজারগুলো ইস্ত্রি করা দরকার । কর্নেলের স্ত্রী চুল্লির পাশে টান-টান ক'রে সেগুলো বিছিয়ে রাখলেন—উনুনে দুটো ইস্তিরি গরম হচ্ছে ।

'বেরুবার অত তাড়া কেন তোমার ?' স্ত্রী তাঁকে জিগেশ করলেন ।

'ডাক আসবে ।'

'ওহো, আজ যে শুক্কুরবার, সে-কথা ভুলেই গিয়েছিলুম,' শোবার ঘরে ফিরে যেতে-যেতে তিনি মন্তব্য করলেন । কর্নেল জামা পরেছেন, তবে প্যান্ট এখনও পরেননি । তিনি তাঁর জুতোজোড়ার দিকে তাকালেন ।

'এই জুতোগুলো ফেলে দিলেই হয়,' স্ত্রী বললেন । 'তোমার ঐ পেটেন্ট চামড়ার জুতোজোড়া পরলেই পারো ।'

কর্নেলের খুব মনখারাপ লাগলো ।

'ওদের যেন অনাথ লোকের জুতোর মতো দেখায়,' প্রতিবাদ ক'রে বললেন তিনি । 'যখনই ওই জুতোজোড়া পায়ে দিই, মনে হয় যেন কোনো অনাথ আশ্রম থেকে পালিয়ে এসেছি ।'

'আমরা তো আমাদের ছেলেরই অনাথ,' মহিলা বললেন ।

এবারও স্ত্রী তাঁকে শেষটায় মত পালটাতে বাধ্য করলেন । লঞ্চের ভোঁ

BanglaBook.org

বেজে ওঠবার আগেই কর্নেল গিয়ে পৌঁছুলেন বন্দরে। পেটেন্ট চামড়ার জুতো, বেল্ট ছাড়া শাদা ডাকের ট্রাউজার, আলগা কলার না-লাগানো শার্ট, তামার উঁচু বোতামগুলো দিয়ে গলার কাছে আটকানো। সিরিয়ার মোসেসের দোকান থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, লঞ্চগুলো জেটিতে এসে ভিড়লো। যাত্রীরা নেমে পড়লো, আট ঘণ্টা ধ'রে ব'সে থেকে-থেকে একেকজনের গায়ে আড় ধ'রে গেছে। সবসময়েই একই যাত্রীর দল ফিরিওলা আর বড়ো শহরে যারা কাজ করতে যায় —আগের হপ্তায় গিয়েছিলো, এখন যথারীতি ফিরে এসেছে।

ডাকের লঞ্চটা সবার শেষে। কাতর উৎকণ্ঠার সঙ্গে কর্নেল তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন, সেটা জেটিতে এসে ভিড়লো। নজর ক'রে দেখলেন, ছাতের ওপর, নৌকোর বড়ো খুঁটির গায়ে বাঁধা আর একটা অয়েলক্লথ বিছিয়ে বাঁচানো ডাকের ঝুলিটাকে। পনেরো বছরের অপেক্ষা তাঁর স্বজ্ঞাকে ধারালো ক'রে দিয়েছে। কুঁকড়োটা শানিয়ে তুলেছে তাঁর উৎকণ্ঠা। যে-মুহূর্তে পোস্টমাস্টার লঞ্চের ওপর গিয়ে ঝুলিটাকে খুলে নিয়ে কাঁধের ওপর ঝোলালে, তখন থেকেই তাকে চোখে-চোখে রাখলেন কর্নেল।

বন্দরের সমান্তর গেছে যে-রাস্তাটা সেটা দিয়েই তাঁকে অনুসরণ করলেন কর্নেল, রাস্তাটা একটা গোলকধাঁধার মতো, কত দোকান আর ঝুপড়ি রঙিন বেসাতি সাজিয়ে ব'সে আছে। যখনই তিনি এভাবে পোস্টমাস্টারের পেছন নেন, তখনই কর্নেলকে অন্য-এক ধরনের উৎকণ্ঠা এসে চেপে ধরে, অন্যরকম কিন্তু তেমনি বুকচাপা, ভয় নয়, আরো-কিছু। ডাক্তার পোস্টাপিশে খবরকাগজের জন্যে অপেক্ষা করছিলো।

'আমার স্ত্রী তোমায় জিগেশ করতে বলেছেন, আমাদের বাড়িতে আমরা কি তোমার ওপরে গরম জল ঢেলে দিয়েছিলুম ?' বললেন কর্নেল।

ডাক্তার বয়েসে তরুণ, মাথাটা চকচকে কালো চুলে ঢাকা। তার দাঁতের পাটি এতই নিখুঁত আর সুঠাম যে মনে হয় যেন অবিশ্বাস্য কিছু। সে হাঁপানি রোগিণীটির শরীর কেমন জানতে চাইলো। কর্নেল তাকে সব খুঁটিনাটি সমেত বিশদ একটা বিবরণ দিলেন বটে, কিন্তু সারাক্ষণ একবারও পোস্টমাস্টারের ওপর থেকে নজর সরাননি। পোস্টমাস্টার চিঠিগুলো বেছে-বেছে ছোটো-ছোটো খোপে রাখছে। তার বিশদ ও প্রলম্বিত নড়াচড়ার ভঙ্গি কর্নেলকে বেজায় অধৈর্য ক'রে তুললো।

ডাক্তার তার খবরকাগজের মোড়ক সমেত সব কাগজপত্তর পেয়ে গেলো। ওষুধের বিজ্ঞাপন আর বিবরণগুলো সে একপাশে সরিয়ে রাখলে,

BanglaBook.org

তারপর তার ব্যক্তিগত চিঠিগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে । এরই মধ্যে অন্য যারা এসেছিলো তাদের কাছে ডাক বিলি ক'রে দিয়েছে পোস্টমাস্টার । বর্ণমালার যে-হরফটায় তাঁর নাম শুরু, সেটা যে-খোপটার গায়ে লেখা, তার ওপর নজর রেখেছিলেন কর্নেল । নীল বর্ডার দেয়া একটা হাওয়াই ডাকের চিঠি তাঁর স্নায়বিক অস্বস্তিটা আরো বাড়িয়ে তুলেছিলো ।

ডাক্তার খবরকাগজের মোড়কের ওপর মোহরটা ছিঁড়ে ফেললো । প্রধান শিরোনামগুলোর ওপর সে যখন চোখ বোলাচ্ছে, কর্নেল, ঐ ছোট্ট খুপরিটায় তাঁর চোখ বসানো, অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন পোস্টমাস্টার তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় । কিন্তু সে ওদিকে এলোই না । ডাক্তার তার খবরকাগজ পড়া থামালে ; কর্নেলের দিকে তাকালে একবার, তারপর বেতারে টরেটক্কার কাছে ব'সে-থাকা পোস্টমাস্টারের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপর ফের আবার কর্নেলের দিকে ।

'আমরা যাচ্ছি,' বললে সে ।

পোস্টমাস্টার তার মাথাই তুললো না ।

'কর্নেলের জন্যে কিছু নেই,' সে বললে ।

'আমি অবশ্য কিছুরই প্রত্যাশা করিনি,' মিথ্যে বললেন কর্নেল । একেবারে বাচ্চা ছেলের ধরনে ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, 'আমাকে কেউ কিছু লেখে না।'

নিঃশব্দেই ফিরে চললেন তাঁরা । ডাক্তার খবরকাগজগুলোতেই মন বসিয়ে রেখেছে । আর কর্নেল তাঁর অভ্যেসমতো এমনভাবে হাঁটছেন যা দেখলে মনে হয় কেউ বুঝি তার পয়সাকড়ি হারিয়ে ফেলে সন্তর্পণে রাস্তা দেখতে-দেখতে ফিরছে । বিকেলটা উজ্জ্বল, ঝকঝকে । প্লাসার বাদামগাছগুলো তাদের শেষ পচা পাতাগুলো ঝরাচ্ছে । ডাক্তারখানার দরজায় এসে যখন তাঁরা পৌঁছুলেন, তখন অন্ধকার নামতে শুরু ক'রে দিয়েছে ।

'কী আছে খবরে ?' কর্নেল জিগেশ করলেন ।

ডাক্তার তাঁকে কয়েকটা খবরকাগজ দিয়ে দিলে ।

'কেউ জানে না,' ডাক্তার বললে । 'সেন্সর যে-সব কথা লিখতে দেয় তার আড়ালে আসলে কী-যে লেখা আছে, সেটা বোঝা একেবারেই দুঃসাধ্য ।'

কর্নেল বড়ো-বড়ো শিরোনামগুলো পড়লেন । আন্তর্জাতিক সব খবর। ওপরের দিকে চার কলাম জুড়ে, সুয়েজ খাল সম্বন্ধে একটা প্রতিবেদন । সামনের পাতাটা প্রায় পুরোটাই পয়সা দিয়ে ছাপানো অন্ত্যেষ্টির বিজ্ঞপ্তিতে

BanglaBook.org

ভর্তি ।

'নির্বাচনের কোনো আশাই নেই,' কর্নেল বললেন ।

'অত সরল সাজবেন না, কর্নেল ।' বললে ডাক্তার, 'কোনো অবতার এসে আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন, এ-কথা ভাবার মতো বয়েস আর আমাদের নেই ।'

কর্নেল খবরকাগজগুলো ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ডাক্তার সে-সব ফিরে নিতে নারাজ ।

'ওগুলো আপনি বাড়ি নিয়ে যান,' ডাক্তার বললেন, 'আজ রাতে প'ড়ে নেবেন, আমাকে কাল ফিরিয়ে দিলেই হবে ।'

সাতটার একটু পরে মিনারের ঘণ্টা বেজে বুঝিয়ে দিলে আজকের সিনেমাটাকে সেন্সর কোন শ্রেণীতে ফেলেছে । ফাদার আন্‌হেল এই ঘণ্টাটা বাজিয়েই কোনো সিনেমার নৈতিক শ্রেণীটা বুঝিয়ে দেন—ডাকে প্রতি মাসেই তাঁর কাছে সেন্সরের খতিয়ান আসে । কর্নেলের স্ত্রী বারোটা ঢং ঢং গুনলেন।

'কারুরই দেখার যোগ্য নয়,' তিনি বললেন ।'প্রায় একবছর হ'তে চললো কোনো ছবিই আর কারু দেখার যোগ্য হয় না ।'

মশারিটা ফেলে দিয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'জগৎটাই বদ ।' কিন্তু কর্নেল কোনো হুঁ-হাঁ করলেন না । শুয়ে পড়ার আগে কুঁকড়োকে নিয়ে এসে তিনি খাটিয়ায় পায়ার সঙ্গে বেঁধে দিলেন । বাড়িটার দরজা-জানলায় কুলুপ এঁটে দিয়ে শোবার ঘরে এসে তিনি পিচকিরি দিয়ে খানিকটা পোকামারা আরক ছিটিয়ে দিলেন । তারপর বাতিটা মেঝেয় রেখে, তাঁর দোল-খাটিয়া টাঙিয়ে নিলেন, তারপর শুয়ে-শুয়ে খবরকাগজগুলো পড়তে লাগলেন ।

কাগজগুলো পড়লেন কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে, প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অব্দি, বিজ্ঞাপনগুলো শুদ্ধু । এগারোটার সময় তূরীর শব্দ হ'লো, কারফিউ । কর্নেল আরো আধঘণ্টা পরে তাঁর পড়া শেষ করলেন, দুর্ভেদ্য রাতটার মধ্যে পেছনে বারান্দার দরজা খুলে দেয়ালের গায়ে প্রস্রাব করলেন, মশারা হামলা করলে তাঁকে প্রস্রাব করার সময় । শোবার ঘরে যখন ফিরলেন, তখন তাঁর স্ত্রী জেগে উঠেছেন ।

'প্রাক্তন সৈন্যদের কথা কিছু নেই ?' তিনি জিগেশ করলেন ।

'না ।' বললেন কর্নেল । দোল-খাটিয়ায় উঠে পড়ার আগে তিনি বাতিটা নিভিয়ে দিলেন ।'আগে অন্তত নতুন কারা-কারা পেনশন পেলো তাদের নাম ছাপতো। কিন্তু পাঁচ বছর হ'য়ে গেলো, ওরা কোনো টুঁ শব্দটিও করছে না।'

BanglaBook.org

মাঝরাতের পরে বৃষ্টি নামলো । কর্নেল কোনোমতে ঘুমিয়ে পড়তে পেরেছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই জেগে উঠলেন, তাঁর পেটের নাড়িভুঁড়ির বিপদ-সংকেতে । আবিষ্কার করলেন, ছাতের কোনো-একটা জায়গায় ফুটো হ'য়ে গেছে । কান অব্দি একটা পশমের চাদরে মুড়ে নিয়ে অন্ধকারেই তিনি বার করবার চেষ্টা করলেন ফুটোটা কোথায় । হিমজমাট ঘামের একটা ফোঁটা তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে গড়িয়ে নামলো । জ্বর এসে গেছে তাঁর । তাঁর মনে হ'লো একটা জেলির পুকুরের মধ্যে তিনি ক্রমাগত-ছোটো-হ'তে-থাকা পাক খেয়ে-খেয়ে ভাসছেন । কে যেন কথা বললে । কর্নেল উত্তর দিলেন তাঁর বিদ্রোহীর ছোট্ট দোল-খাটিয়া থেকে ।

'কার সঙ্গে কথা বলছো ?' জিগেশ করলেন তাঁর স্ত্রী ।

'কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার শিবির যে-ইংরেজটি বাঘের ছদ্মবেশ ধ'রে এসেছিলো,' কর্নেল উত্তর দিলেন । জ্বরের ঘোরে পুড়তে-পুড়তে পাশ ফিরলেন তিনি তাঁর দোল-খাটিয়ায় । 'ও হ'লো মার্লবরোর ডিউক, মামব্রুক ।'

ভোরবেলায় আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেলো । খ্রিষ্টযাগ-এর জন্যে দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়তেই কর্নেল তাঁর দোল-খাটিয়া থেকে লাফিয়ে নেমে প'ড়ে নিজেকে দাঁড় করালেন এক জটপাকানো বাস্তবতায়, যেটা কুঁকড়োর কোঁকর-কো ডাকে কেমন যেন উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলো । তাঁর মাথাটা এখনও একইভাবে ঘুরে-ঘুরে পাক খাচ্ছে । বমি-বমি লাগছে তাঁর । বাইরে বারান্দায় গিয়ে সোজা তিনি ছুটলেন পায়খানার দিকে, শীতকালের অস্ফুট সব ফিশফিশ আর আঁধার গন্ধের মধ্য দিয়ে । দস্তার ছাতবসানো ছোট্ট কাঠের কামরাটার ভেতরে পায়খানার অ্যামোনিয়ার গন্ধে হাওয়া কেমন ঝিম হ'য়ে আছে । ঢাকাটা তুলতেই, গর্তের মধ্য থেকে মশামাছির একটা তিনকোণা মেঘ ছুটে বেরিয়ে এলো ।

মিথ্যেই ভয় করেছিলেন । পালিশ না-করা কাঠের পাটাতনের ওপর উবু হ'য়ে ব'সে, কর্নেল একটা বেগ আর মোচড় এবং ঠিক মতো কাজ না-করার অস্বস্তি অনুভব করলেন । তাঁর পরিপাকপ্রণালীতে বাহ্যের চাপের বদলে কেমন একটা ভোঁতা ব্যথা চাগিয়ে উঠেছে এখন । 'সন্দেহ নেই আর,' আস্তে বিড়বিড় করলেন কর্নেল, 'প্রতিবারই অক্টোবর এলে এইরকম হয় ।' আবার তিনি আস্থা আর সরল প্রত্যাশার ভঙ্গিতে উবু হ'য়ে বসলেন যতক্ষণ-না তাঁর নাড়িভুঁড়ির মধ্যে গজানো ব্যাঙের ছাতাগুলো শান্ত হ'লো । তারপর তিনি কুঁকড়োর জন্যে শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন ।

BanglaBook.org

'কাল রাতে তুমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিলে,' তাঁর স্ত্রী বললেন ।

হপ্তাজোড়া হাঁপানির টান থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি এর মধ্যেই ঘরের মধ্যেটা গোছাতে লেগে গিয়েছেন । কর্নেল মনে ক'রে দেখবার চেষ্টা করলেন ।

'জ্বর না ঠিক,' মিথ্যে কথা বললেন কর্নেল । 'ঐ মাকড়শার জালের স্বপ্নটাই আবার হানা দিচ্ছিলো ।'

সবসময়েই যেমন হয়, তাঁর স্ত্রী হাঁপানির টান থেকে বিস্তর স্নায়বিক শক্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন । সকাল শেষ হবার আগেই আস্ত বাড়িটা তিনি প্রায় ওলোটপালোট ক'রে ফেললেন । সবকিছু সরিয়ে নিয়ে নতুনভাবে সাজালেন ঘর । শুধু ঘড়িটা আর সেই তরুণীর ছবিটা একই জায়গায় রইলো । কর্নেলের স্ত্রী এতই রোগা, আর এমনিভাবে দড়কচা-মারা, যে কাপড়ের চপ্পল পায়ে, গায়ের কালো পোশাকটার সবগুলো বোতাম এঁটে, এমনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছেন যেন তাঁর দেয়ালের মধ্য দিয়েও হাঁটবার ক্ষমতা আছে । কিন্তু বারোটার আগেই খানিকটা দেহভার ফিরে পেলেন তিনি, তাঁর মানুষী ওজন । বিছানায় তিনি ছিলেন একটা ফাঁকা জমি মাত্র । এখন, ফার্ন আর বেগোনিয়ার ফুলের টবগুলোর মধ্যে তিনি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর উপস্থিতি যেন সারা বাড়িটায় উপচে পড়ছে । 'আগুস্তিনের শোকের বছরটা যদি শেষ হ'য়ে যেতো, আমি তাহ'লে গান জুড়ে দিতুম,' বললেন তিনি ডেকচিটায় খুন্তি নাড়তে-নাড়তে, উষ্ণমণ্ডলের দেশে মাটি যা ফলাতে পারে সব কুচি-কুচি ক'রে কেটে ডেকচিতে সেদ্ধ করা হচ্ছিলো ।

'তোমার যদি গান গাইতে ইচ্ছে করে, বেশ তো, গাও না,' বললেন কর্নেল । 'গান প্লীহার পক্ষে ভালো ।'

ডাক্তার এলো দুপুরের খাওয়ার পর । কর্নেল আর তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে ব'সে যখন কফি খাচ্ছেন, ডাক্তার রাস্তার দরজা ঠেলে খুলে চ্যাচালে

'কই, সবাই ম'রে গিয়েছে না কি ?'

তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে কর্নেল উঠে পড়লেন ।

'তা-ই তো মনে হচ্ছে, ডাক্তার,' বসার ঘরে গিয়ে তিনি বললেন । 'আমি চিরকাল বলেছি তোমার ঘড়ি একেবারে চিল-শকুনের সঙ্গে সময় মিলিয়ে চলে ।'

কর্নেলের স্ত্রী চ'লে গেলেন শোবার ঘরে, পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'তে। ডাক্তার বসার ঘরেই কর্নেলের সঙ্গে থেকে গেলো । গরম সত্ত্বেও, তার নির্ভাজ সুতি কাপড়ের স্যুট থেকে টাটকা একটা গন্ধ বেরুচ্ছে । কর্নেলের স্ত্রী যখন

BanglaBook.org

জানালেন যে তিনি এবার তৈরি, ডাক্তার কর্নেলের হাতে একটা লেফাফার মধ্যে ভরা তিন তা কাগজ তুলে দিলে। শোবার ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সে বললে, 'খবরকাগজগুলো কাল যা ছাপেনি, তা হচ্ছে এই ।'

কর্নেলও সেটাই অনুমান করেছিলেন । দেশে কী ঘটছে না-ঘটছে, এ তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ, গোপনে বিলি করার জন্যে মিমিওগ্রাফে ছাপা । দেশের অভ্যন্তরে সামরিক প্রতিরোধের খবর তাতে উদ্‌ঘাটিত । কর্নেলের নিজেকে কেমন হেরে-যাওয়া ঠেকলো । দশ বছরের এই গোপন খবর এখনও তাঁকে শেখায়নি যে আগামী মাসের খবরটার চেয়ে চমকপ্রদ আর-কিছুই চোখে পড়বে না । ডাক্তার যখন আবার বসার ঘরে ফিরে এলো, তখন তাঁর পড়া শেষ হয়েছে ।

'রোগিণীর তো দেখলুম আমার চাইতেও স্বাস্থ্য ভালো,' ডাক্তার বললে। 'ও-রকম হাঁপানির টান নিয়ে আমি একশো বছর বাঁচতে পারতুম ।'

কর্নেল তার দিকে কটমট ক'রে তাকালেন । একটা কথাও না-ব'লে তিনি তার হাতে লেফাফাটা ফিরিয়ে দিলেন । কিন্তু ডাক্তার সেটা কিছুতেই ফিরিয়ে নেবে না ।

'আরেকজন কারু কাছে চালান ক'রে দেবেন,' ফিশফিশ ক'রে সে বললে ।

কর্নেল খামটা প্যান্টের পকেটে রেখে দিলেন । কর্নেলের স্ত্রী বেরিয়ে এলেন শোবার ঘর থেকে, বলতে-বলতে, 'শিগগিরই, ডাক্তার, একদিন আমি পড়বো আর মরবো, আর তোমাকেও আমার সঙ্গে নরকে নিয়ে যাবো ।' ডাক্তার সাড়া দিলে তার দাঁতের সেই চেনা এনামেল বার ক'রে দিয়ে, নিঃশব্দে । একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে ছোট্ট টেবিলটার কাছে ব'সে পড়লো, আর তারপর ব্যাগ থেকে বিনি পয়সায় পাওয়া ওষুধের নমুনার শিশিগুলো বার করলে । কর্নেলের স্ত্রী রান্নাঘরে চ'লে গেলেন ।

'বোসো, আমি কফিটা গরম ক'রে আনি ।'

'না, ধন্যবাদ,' বললে ডাক্তার । ব্যবস্থাপত্রের প্যাড খুলে সে ওষুধের ঠিক-ঠাক মাত্রাগুলো লিখে দিলে । 'আমাকে বিষ খাইয়ে মারার কোনো সুযোগ আমি আপনাকে কিছুতেই দেবো না !'

কর্নেলের স্ত্রী রান্নাঘর থেকেই হেসে উঠলেন । লেখা শেষ ক'রে ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রটা জোরে-জোরে প'ড়ে শোনালে, কারণ এটা সে ভালোই জানে তার হাতের লেখার পাঠোদ্ধার করার সাধ্যি কারু নেই । কর্নেল মন বসাবার চেষ্টা করলেন । রান্নাঘর থেকে ফিরে স্ত্রী স্বামীর মুখে আবিষ্কার করলেন গত রাত্তিরের

BanglaBook.org

ক্লান্তির ছাপ ।

'আজ সকালে ওর জ্বর হয়েছিলো,' স্বামীর দিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'গৃহযুদ্ধ নিয়ে দু-দু ঘণ্টা ধ'রে যত-সব আবোলতাবোল কথা বকছিলো ।'

কর্নেল চমকে উঠলেন ।

'জ্বর মোটেই নয়,' সংবিৎ ফিরে পেয়ে তিনি আবারও জোর দিয়ে বললেন । 'তা ছাড়া,' তিনি বললেন, 'যেদিন বুঝবো, আমার অসুখ করেছে সেদিনই আমি নিজেই নিজেকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলবো ।'

খবরকাগজগুলো আনতে তিনি শোবার ঘরে চ'লে গেলেন ।

'আপনার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' ডাক্তার বললে ।

দু-জনে প্লাসার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন । বাতাস শুকনো । গরমে রাস্তার আলকাৎরা গলতে শুরু ক'রে দিয়েছে । ডাক্তার যখন বিদায় জানালে, কর্নেল নিচু স্বরে দাঁতে দাঁত চেপে জিগেশ করলেন :

'তোমার কাছে কত পেসো ধারি, ডাক্তার ?'

'আপাতত কিছুই না,' ডাক্তার বললে, তাঁর কাঁধে একটু চাপড়ে, 'কুঁকড়োটা জিতুক, আমি আপনাকে মোটা বিল পাঠিয়ে দেবো ।'

আগুস্তিনের কোম্পানিয়েরোদের [কমরেডদের] ঐ গোপন চিঠিটা দেবেন ব'লে, কর্নেল দরজির দোকানে গিয়ে ঢুকলেন । তাঁর সহযোদ্ধারা সবাই নিহত বা শহর থেকে বহিষ্কৃত, হবার পর এটাই তাঁর একমাত্র আশ্রয় ; এমন-একজন মানুষে এখন তাঁর ধর্মান্তর হয়েছে, শুক্রবারে ডাকের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকা ছাড়া যার আর-কোনো কাজ নেই ।

বিকেলবেলার গরম কর্নেলের স্ত্রীর স্নায়বিক শক্তিকে তাতিয়ে দিয়েছিলো । একটা ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের টুকরোয় ভরা বাক্সের পাশে বারান্দার বেগোনিয়াদের মধ্যে বসেছিলেন তিনি, একেবারে কিছু-না থেকে নতুন পোশাক-আশাক বানিয়ে তোলার চিরন্তন অলৌকিকটায় তিনি আবার লেগে পড়েছেন । হাতার কাপড় কেটে গলবন্ধ, পিঠের কাপড় বা চৌকো ফালি থেকে আস্তিনের ডগা, সব একেবারে নিখুঁত হ'লো, তবে কাপড়ের ফালিগুলো ছিলো নানা রঙের । একটা ঝিঁঝি-পোকা তার শিশের মৌরসীপাট্টা বসালে বারান্দায় ! সূর্য আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো । কিন্তু রোদ যে বেগোনিয়ার ওপর থেকে আস্তে-আস্তে ঢ'লে গেলো, সেটা তিনি দেখতেই পেলেন না । সন্ধের সময় কর্নেল যখন বাড়ি ফিরে এলেন, শুধু তখনই তিনি মাথা তুললেন । তারপর দু-হাত দিয়ে ঘাড়টা ধরলেন, হাতের আঙুল ফোটালেন, আর বললেন

BanglaBook.org

'মাথাটায় একেবারে তক্তার মতো আড় ধ'রে গিয়েছে ।'

'সে তো চিকালই ঐরকম ছিলো,' বললেন কর্নেল, কিন্তু তারপরেই চোখে পড়লো স্ত্রীর সারা শরীর রঙের টুকরোয় ঢাকা প'ড়ে গেছে । 'তোমাকে একটা ম্যাগপাইয়ের মতো দেখাচ্ছে ।'

'তোমাকে সাজাতে গেলে কাউকে অন্তত আদ্ধেকটা ম্যাগপাই হ'তেই হবে,' বললেন কর্নেলের স্ত্রী । গলবন্ধ আর আস্তিনের ডগা ছাড়া—সেগুলো সব একই রঙের—তিনটে ভিন্ন-ভিন্ন রঙের কাপড়ে তৈরি-করা একটা শার্ট তুলে দেখালেন তিনি । 'কার্নিভালে তোমাকে কেবল গায়ের কোটটা খুলে নিলেই চলবে ।'

সন্ধে ছটার ঘণ্টা তাঁর কথায় বাধা দিলে । 'প্রভুর দেবদূত এসে মারিয়াকে জানাচ্ছেন,' তিনি সশব্দেই শুরু ক'রে দিলেন প্রার্থনা, আর শোবার ঘরে চ'লে গেলেন । স্কুলে-পড়া ছোটোরা এসেছিলো কুঁকড়োকে দেখতে, কর্নেল তাদের সঙ্গে দু-চার কথা বললেন । তারপর তাঁর মনে প'ড়ে গেলো পরের দিনের জন্যে একদানাও গম নেই, স্ত্রীর কাছে টাকা চাইতে তাই তিনি শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন ।

'বড়োজোর পঞ্চাশ আছে,' স্ত্রী বললেন ।

পয়সাটা রেখেছিলেন জাজিমের তলায়, একটা রুমালে গিঁট দিয়ে বেঁধে। আগুস্তিনের শেলাইকলটা বিক্রি ক'রে যা পাওয়া গিয়েছিলো, এ তারই অবশিষ্ট । ন-মাস ধ'রে প্রতিটি পাই-পয়সা হিশেব ক'রে এই টাকাটা তাঁরা খরচ করেছেন, তাঁদের নিজেদের চাহিদা আর কুঁকড়োর প্রয়োজন এই দুইয়ের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে । এখন শুধু দুটি কুড়ি সেন্টের আর একটা দশ সেন্টের পয়সাই প'ড়ে আছে ।

'এক পাউণ্ড গম কিনে নিয়ো,' স্ত্রী বললেন, 'বাকি পয়সায়, কালকের জন্যে কফি আর চার আউন্স পনির ।'

'আর দরজায় ঝোলাবার জন্যে একটা সোনার হাতি,' জুড়ে দিলেন কর্নেল, 'শুধু গমের জন্যেই বিয়াল্লিশ সেন্ট লাগবে ।'

একঝলক ভাবলেন দু-জনে । 'কুঁকড়ো যেহেতু একটা জীব, অতএব সে অপেক্ষা করতে জানে,' স্ত্রী বললেন গোড়ায় । কিন্তু তাঁর স্বামীর মুখের ভাব দেখে তাঁকে আরো ভাবতে হ'লো । কর্নেল বিছানায় ব'সে আছেন, কনুই দুটি হাঁটুর ওপর, হাতে পয়সাটা ঠুনঠুন ক'রে বাজাচ্ছেন । 'আমার জন্যে নয়,' একটু পরে তিনি বললেন, 'আমার ওপর যদি নির্ভর করতো, তবে মোরগটাকে কেটেকুটে আজই সন্ধের স্টু বানাতুম । পঞ্চাশ পেসো খরচ-করা

BanglaBook.org

বদহজম খুবই ভালো লাগতো ।' ঘাড়ের ওপর একটা মশাকে চাপড় মেরে থেঁৎলে দেবার জন্যে একটু থামলেন তিনি । তারপর তাঁর চোখ দুটি অনুসরণ করলো ঘরের মধ্যে তাঁর স্ত্রীর চলাফেরা ।

'আমার যেটা সবচেয়ে খুঁত-খুঁত করে, সে এই বেচারা বাচ্চাগুলো । ওরা পয়সা জমাচ্ছে ।'

তখন স্ত্রীও ভাবতে শুরু করলেন । পোকামারা বোমা নিয়ে তিনি পুরো ঘুরে গেলেন তার পর । তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে কর্নেলের সবটাই কেমন অবাস্তব ব'লে মনে হ'লো, যেন পরামর্শ চাইবার জন্যে তাঁর স্ত্রী বাড়ির সব আত্মাগুলোকে ডাক পাঠাচ্ছেন । অবশেষে বোমাটা তিনি রাখলেন ছবিওলা ছোট্ট পূজাপালন পদ্ধতির বইটার ওপর, তারপর নিজের সিরাপ-রঙা চোখ রাখলেন কর্নেলের সিরাপ-রঙা চোখে ।

'গমই কেনো ।' তিনি বললেন, 'আমাদের কেমন ক'রে চলবে, তা ভগবানই জানেন ।'

'এ হ'লো গিয়ে বহুপ্রসবিনী রুটির অলৌকিক কাণ্ড,' পরের সপ্তাহে প্রতিবারই টেবিলে ব'সে বলতেন কর্নেল । রিফু, শেলাই, জোড়তালি দেয়া—এক বিস্ময়কর প্রতিভার বলেই তাঁর স্ত্রী যেন কোনো পয়সা ছাড়াই সংসার চালাবার চাবিটা খুঁজে পেয়েছেন । অক্টোবর প্রলম্বিত ক'রে দিলে তার সন্ধি । গুমোটটা ক'মে গিয়ে এখন ঢুলু-ঢুলু ভাব শুরু হয়েছে । তামার মতো সূর্যের সান্ত্বনা পেয়ে, কর্নেলের স্ত্রী পর-পর তিনটে বিকেল কাটালেন তাঁর চুলের জটিল পরিচর্যায় । 'বড়ো মাস শুরু হ'য়ে গেছে,' একদিন বিকেলে তাঁর স্ত্রী যখন একটা দাঁতপড়া চিরুনি দিয়ে তাঁর লম্বা নীল বিনুনি থেকে জটগুলো ছাড়াচ্ছেন, কর্নেল জানালেন । পরদিন বিকেলে, কোলে একটা শাদা কাপড় নিয়ে বারান্দায় ব'সে, তাঁর স্ত্রী আরো-একটু মিহি দাঁতের চিরুনি দিয়ে উকুন বার করছিলেন, হাঁপানির টান যখন বেড়েছিলো, তখন উকুনরাও মনের সুখে বংশবৃদ্ধি করেছিলো । সবশেষে, তিনি তাঁর চুল ধুলেন ল্যাভেণ্ডারের জলে, তারপর অপেক্ষা করলেন কতক্ষণে চুল শুকোয়, তারপর একটা জাল দিয়ে ঘাড়ের ওপর বিনুনি দুটোকে গুটিয়ে রাখলেন খোঁপার মতো । কর্নেল অপেক্ষাই ক'রে চলেছেন । রাত্তিরে, নিজের দোল-খাটিয়ায় নির্ঘুম, তিনি শুয়ে-শুয়ে কুঁকড়োর ভবিতব্যের কথা ভাবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা । কিন্তু বুধবারে কুঁকড়োর ওজন নিলেন তাঁরা—না, সে বেশ দিব্যিই আছে ।

সেইদিনই বিকেলে, আগুস্তিনের কমরেডরা যখন কুঁকড়োর বিজয়উৎসবের

BanglaBook.org

কাল্পনিক লাভের বখরা গুনতে-গুনতে বিদায় নিলে, কর্নেলেরও নিজের বেশ দিব্বি লাগলো। তাঁর স্ত্রী তাঁর চুল ছেঁটে দিলেন। 'তুমি একেবারে কুড়ি বছর বয়েস কমিয়ে দিয়েছো আমার,' হাত বুলিয়ে মাথাটা অনুভব ক'রে বললেন কর্নেল। তাঁর স্ত্রীর মনে হ'লো কর্নেল সত্যি কথাই বলছেন।

'শরীর ভালো থাকলে আমি মরা মানুষকেও বাঁচিয়ে দিতে পারি,' স্ত্রী বললেন।

কিন্তু তাঁর এই আস্থা টিঁকলো মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা। বাড়িতে আর বিক্রি করার মতো কিছুই নেই—শুধু ঐ ঘড়িটা আর ছবি বাকি আছে। বৃহস্পতিবার রাত্তিরে, যখন সব উদ্ভাবনী বিদ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন দু-জনে, তাঁর স্ত্রী পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর শঙ্কাটা ব্যক্ত করলেন।

'কিস্‌সু ভেবো না,' কর্নেল তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। 'কাল ডাক আসবে।'

পরদিন ডাক্তারখানার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি লঞ্চগুলো কখন আসে, তার অপেক্ষা করছিলেন।

'উড়োজাহাজই সবচেয়ে চমৎকার,' কর্নেল বললেন, তাঁর চোখ ডাকের ঝোলার ওপর আটকানো। 'ওরা বলে এক রাত্তিরেই নাকি কেউ ইয়োরোপ চ'লে যেতে পারে।'

'তা ঠিক,' একটা সচিত্র সাময়িকপত্র দিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে-করতে বললে ডাক্তার। কর্নেল দেখলেন, লঞ্চগুলো ভেড়বার জন্যে যারা অপেক্ষা করছে, তাদের ভিড়ের মধ্যে পোস্টমাস্টারও দাঁড়িয়ে আছে, জেটিতে ভিড়লেই সে লাফিয়ে উঠবে লঞ্চে। পোস্টমাস্টারই আগে লাফিয়ে গিয়ে উঠলো। কাপ্তেনের কাছ থেকে গালা দিয়ে শীলমোহর করা একটা খাম পেলে সে, তারপর উঠে গেলো ছাতে। দুটো তেলের পিপের মধ্যে ডাকের ঝোলাটা বাঁধা।

'তবে তার অবশ্য বিপদও আছে অনেক,' বললেন কর্নেল। পোস্টমাস্টারকে তিনি দৃষ্টি থেকে হারিয়ে ফেলেছেন, তবে পরক্ষণেই আবার তাকে খুঁজে পেলেন, ফিরিওলাদের গাড়ির রঙিন শিশি-বোতলগুলোর মধ্যে। 'মানবজাতি অগ্রসর হ'তে পারে বিনিময়ে কোনো দাম দিয়ে, তবেই।'

'এমনকী এ-অবস্থাতেও উড়োজাহাজগুলো একটা লঞ্চের চেয়ে বেশি নিরাপদ,' বললে ডাক্তার। 'কুড়ি হাজার ফিট ওপরে আপনি তো

BanglaBook.org

আবহাওয়াকেও ডিঙিয়ে গিয়েছেন ।'

'কুড়ি হাজার ফিট,' কর্নেল কথাটা ফিরে আওড়ালেন, কেমন হকচকিয়ে গিয়ে, এই সংখ্যাটার মানে কী তা তাঁর আন্দাজে আসেনি ।

ডাক্তার বেশ চাঙা হ'য়ে উঠলো । দু-হাত দিয়ে হাতের পত্রিকাটা বিছিয়ে ধরলে সে, একটুও যাতে না-কাঁপে ।

'একে বলে নিখুঁত স্থিরতা,' সে বললে ।

কিন্তু কর্নেল তখন পোস্টমাস্টারের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি থেকে ঝুলছেন । দেখলেন, একটা ফেনাওঠা গোলাপি পানীয়র গেলাশটা তার বাঁ হাতে ধরা, ডান হাতে সে ধ'রে আছে ডাকের বস্তা ।

'তাছাড়া, সমুদ্রে কিছু জাহাজ নোঙর ফেলে থাকে, রাতের বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে সবসময়,' ডাক্তার ব'লে চললো । 'অত সতর্কতার জন্যেই লঞ্চের চেয়েও উড়োজাহাজ অনেক নিরাপদ ।'

কর্নেল তার দিকে তাকালেন ।

'স্বভাবতই,' তিনি বললেন, 'একটা জাদুগালচের মতোই নিশ্চয়ই ।'

পোস্টমাস্টার সোজা তাদের দিকেই এগিয়ে এলো । কর্নেল এক পা পেছিয়ে দাঁড়ালেন, কোনো-এক অপ্রতিরোধ্য উৎকণ্ঠায় বেঁধা, মোহর-করা খামের গায়ে কার নাম লেখা পড়বার জন্যে চেষ্টা করতে-করতে । পোস্টমাস্টার তার ঝোলা খুললো । ডাক্তারকে তার খবরকাগজের মোড়কটা দিয়ে দিলে সে, তারপর সে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের বড়ো লেফাফাটা ছিঁড়ে খুললো, সংখ্যা ঠিক আছে কিনা গুনে দেখলো, চিঠির গায়ে পড়লো নাম-ঠিকানাগুলো । ডাক্তার তার খবরকাগজ খুললো ।

'সুয়েজ খাল নিয়ে ঝামেলাটা এখনও চলেছে,' সে বললে, বড়ো শিরোনামটা পড়তে-পড়তে । 'পশ্চিম এবার পিছু হঠছে ।'

কর্নেল শিরোনামগুলো পড়েননি । তিনি চেষ্টা করছেন পেটের মোচড়টা সামলাতে । 'যেদিন থেকে সেন্সরশিপ শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই কাগজগুলো কেবল ইয়োরোপের কথা শোনাচ্ছে,' তিনি বললেন । 'ভালো হয় ইয়োরোপের লোকেরা যদি এখানে চ'লে আসে আর আমরা যদি ইয়োরোপে চ'লে যাই । তাতে সকলেই জানতে পেতো যার-যার নিজের দেশে কী হচ্ছে না-হচ্ছে ।'

'ইয়োরোপের লোকের কাছে, দক্ষিণ আমেরিকা হ'লো এমন-একটা লোক যার আছে গোঁফ, গিটার আর বন্দুক,' তার খবরকাগজের আড়াল থেকে হেসে বললে ডাক্তার । 'ওরা সমস্যাটা বোঝেই না ।'

BanglaBook.org

পোস্টমাস্টার তার ডাক বিলি ক'রে দিলে। তারপর বাকি-সব ঝোলায় ঢুকিয়ে আবার ঝোলার মুখ বন্ধ ক'রে দিলে। ডাক্তার দুটো ব্যক্তিগত চিঠিতে চোখ বোলাবার উদ্যোগ করলে, কিন্তু খামের মুখ ছেঁড়বার আগে সে একবার কর্নেলের দিকে তাকালে। তারপর তাকালে পোস্টমাস্টারের দিকে।

'কর্নেলের জন্যে কিছু নেই।'

কর্নেল আতঙ্কে স্তম্ভিত। পোস্টমাস্টার তার কাঁধে ঝোলাটা চাপিয়ে পাটাতন থেকে নেমে পড়লো, ঘাড় না-ফিরিয়েই বললে

'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না।'

অভ্যেসমতো, কর্নেল সরাসরি আর বাড়ি ফিরলেন না। দরজির দোকানে আগুস্তিনের কমরেডরা যতক্ষণ খবরকাগজগুলোর পাতা ওলটালে, তিনি ব'সে-ব'সে এক পেয়ালা কফি খেলেন। কী-রকম প্রবঞ্চিত লাগছে নিজেকে। পরের শুক্রবার অব্দি এখানেই থেকে যেতে পারলে ভালো হ'তো, তাহ'লে আর খালি হাতে আজ রাতে স্ত্রীর মুখোমুখি হ'তে হয় না। কিন্তু দরজির দোকান যখন বন্ধ হ'য়ে গেলো, তাঁকে বাস্তবের মুখোমুখি হ'তেই হ'লো। তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিলেন।

'কিছু নেই ?' তিনি জিগেশ করলেন।

'না,' কর্নেল উত্তর দিলেন।

পরের শুক্রবার আবার তিনি লঞ্চঘাটায় গেলেন। আর, প্রতিটি শুক্রবারের মতোই, প্রার্থিত চিঠিটা ছাড়াই তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। 'অনেক অপেক্ষা করেছি আমরা,' সেই রাতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন। 'পনেরো বছর ধ'রে একটা চিঠির জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকতে হ'লে ষাঁড়ের মতো ধৈর্য লাগে—তোমার যেমন আছে।' কর্নেল খবরকাগজগুলো পড়তে দোল-খাটিয়ায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

'আমাদের পালা আসা অব্দি তো সবুর করতে হবে,' তিনি বললেন। 'আমাদের নম্বর ১৮২৩।'

'আমরা যদ্দিন থেকে আপেক্ষা করছি, তদ্দিনে ও-নম্বরটা দু-বার এসে গিয়েছে লটারিতে,' তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন।

কর্নেল, যথারীতি, প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অব্দি কাগজ পড়লেন, বিজ্ঞাপনগুলো শুদ্ধু। কিন্তু এবারে তিনি আর মন বসাতে পারলেন না। পড়তে-পড়তে তিনি ভাবলেন তাঁর পেনশনের কথা। উনিশ বছর আগে, কংগ্রেস যখন আইনটা পাশ করেছিলো, নিজের দাবিটা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর আট-আটটা বছর লেগেছিলো। তারপর লেগেছিলো আরো ছ-বছর, যুদ্ধ-

BanglaBook.org

ফেরৎ সৈন্যদের খাতায় তাঁর নামটা ওঠাতে । সেটাই শেষ চিঠি পেয়েছেন কর্নেল ।

কারফিউ-এর তূরী বাজলে তিনি পড়া শেষ করলেন । তিনি যখন বাতি নিভিয়ে দিলেন, তখন টের পেলেন যে তাঁর স্ত্রী তখনও জেগে আছেন ।

'তোমার কাছে সেই কাগজ থেকে কাটা খবরটা আছে তো ?'

তাঁর স্ত্রী একটু ভাবলেন ।

'হ্যাঁ । সে নিশ্চয়ই অন্য-সব কাগজের মধ্যেই আছে ।'

তিনি মশারি থেকে বেরিয়ে এলেন, কাপড় রাখার খুপরি থেকে একটা কাঠের বাক্স বার ক'রে আনলেন, একটা রবার ব্যাণ্ড দিয়ে একতাড়া চিঠি বাঁধা, পর-পর তারিখ অনুযায়ী সাজানো । তিনি বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পেলেন, আইনজীবীদের এক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন, তারা যুদ্ধ-ফেরৎ সৈন্যদের পেনশন তাড়াতাড়ি জুটিয়ে দিতে পারবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ।

'তোমাকে উকিল পালটাবার কথা ব'লে যত-সব সময় নষ্ট করেছি, তদ্দিনে ও-টাকাটা আমরা খরচ ক'রে ফেলতে পারতুম,' খবরকাগজ থেকে কাটা বিজ্ঞাপনটা স্বামীর হাতে তুলে দিতে-দিতে তিনি বললেন । 'ইণ্ডিয়ানদের যেমন ক'রে তাকে তুলে রাখে ওরা, তেমনিভাবে আমাদেরও একপাশে ঠেলে রেখেছে । এতে আমাদের কোনোই লাভ হচ্ছে না ।'

দু-বছর আগেকার তারিখ দেয়া বিজ্ঞাপনটা পড়লেন কর্নেল । দরজার আড়ালে তাঁর কোটের পকেটে সেটা তারপর তিনি ঢুকিয়ে রাখলেন ।

'উকিল পালটাতে গেলে টাকা লাগে যে, সেটাই তো মুশকিল ।'

'মোটেই না,' তাঁর স্ত্রী মনস্থির ক'রে ফেলেছেন । 'তুমি ওদের লিখে দাও যে পেনশনটা পাবার পর তারা যেন তাদের দালালি কেটে নেয় । শুধু তাহ'লেই তারা মামলাটা হাতে নেবার গরজ দেখাবে ।'

তো শনিবার বিকেলে কর্নেল তাঁর উকিলের খোঁজে বেরুলেন । সে একটা দোল-খাটিয়ায় অলসভাবে গড়াচ্ছিলো । সে এক বিশালদেহ নিগ্রো, তার ওপরের পাটিতে শুধু দুটো মাত্র শ্বদন্তই আছে এখন । উকিল একজোড়া কাঠের খড়ম গলিয়ে নিলে পায়ে, তারপর তার আপিশ-ঘরের জানলা খুললো, একটা ধূলিধূসর পিয়ানোলা প'ড়ে আছে জানলার তলায়, খোপে-খোপে যত রাজ্যের কাগজের তাড়া ঠাশা : 'সরকারি গেজেটের কাটা টুকরো, পুরোনো হিশেবের খাতায় আঠা দিয়ে লাগানো, আর একরাশ হিশেবপত্রের কানুননামা ।' রীড

BanglaBook.org

হারানো পিয়ানোলাটাই তার ডেস্ক হিশেবে আরেক দফা খাটে । উকিল একটা দোল-কেদারায় বসলো । দেখা করার কারণটা ফাঁস করার আগে কর্নেল তাঁর অস্বস্তি প্রকাশ করলেন ।

'আগেই তো আপনাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম, এ নেহাৎ কয়েকদিনের মামলা নয়,' কর্নেল থামলে উকিল তাঁকে বললে । সে গরমে হাঁসফাঁস করছিলো । চেয়ারটা পেছনে হেলিয়ে সে একটা বিজ্ঞাপনের ব্রশিওর দিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে লাগলো ।

'আমার শাগরেদরা প্রায়ই চিঠি লেখে—অধৈর্য হ'তে বারণ করে ।'

'পনেরো বছর ধ'রেই তো এই অবস্থা চলেছে,' কর্নেল উত্তর দিলেন। 'এ যে দেখছি একটা খাশি-করা মোরগের গল্প হ'তে চললো ।'

উকিল সরকারি আপিশের ভিতর-বাইরের একটা নিখুঁত বিবরণ দিলে। তার ঝোলানো পাছার পক্ষে চেয়ারটা বড্ড ছোটো । 'পনেরো বছর আগে ব্যাপারটা আরো সহজ ছিলো,' সে বললে । 'তখন শহরে একটা যুদ্ধ-ফেরৎ সৈন্যদের সংগঠন ছিলো, তাতে দু-দলেরই লোক ছিলো ।' তার ফুশফুশ ঐ গুমোট হাওয়ায় ভ'রে গিয়েছে । এমনভাবে সে কথাটা বললে যেন এটা তারই উদ্ভাবন

'জানেনই তো, সংখ্যাতেই শক্তি ।'

'এ-ক্ষেত্রে তা ছিলো না,' কর্নেল এই প্রথম তাঁর নিঃসঙ্গতাকে অনুভব করতে পারলেন । 'আমার সব কমরেডই চিঠির জন্যে অপেক্ষা ক'রে-ক'রে কবেই মারা গেছে ।'

উকিলের মুখের অভিব্যক্তি তাতে পালটালো না ।

'আইনটা পাশই হ'লো দেরি ক'রে,' সে বললে । 'সকলের তো আর আপনার মতো কুড়ি বছর বয়েসে কর্নেল হবার মতো সৌভাগ্য হয় না । তাছাড়া কোনো বিশেষ মঞ্জুরির কথাও আইনে নেই, কাজেই সরকারকে বাজেটে অনেক কারচুপি করতে হয়েছে ।'

চিরকাল সেই একই কাশুন্দি । চিরকাল তার কথা শুনতে-শুনতে কর্নেল একটা চাপা বীতরাগ অনুভব করেছেন । 'এ তো আর কোনো দান-ধ্যান নয়,' তিনি বললেন । 'আমাদের কোনো দয়াদাক্ষিণ্য দেখাতে আমি বলছি না । প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্যে আমরা আমাদের শিরদাঁড়া ভেঙেছি ।'

উকিল দু-হাত ছুঁড়লো শূন্যে ।

'এটাই তো জগতের রীতি,' সে বললে, 'মানুষের অকৃতজ্ঞতার কোনো সীমা নেই ।'

BanglaBook.org

কর্নেল নিজেও এ-গল্পটা জানেন। গল্পটা তিনি শুনতে শুরু করেছিলেন নেএরলান্দিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পরদিন থেকেই, যখন সরকার দুশোজন বিপ্লবী অফিসারকে রাহাখরচ ডাহাখরচ আনুষঙ্গিক ভাতা দেবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। নেএরলান্দিয়ার বিশাল রেশম-কার্পাস গাছের তলায় ছাউনি ফেলেছিলো বিপ্লবীদের একটা বাহিনী, বেশির ভাগই ছিলো সদ্য হাইস্কুল থেকে বেরুনো তরুণ ছেলে, তিন মাস ধ'রে তারা অপেক্ষা করেছিলো। তারপর তারা সবাই যে যার নিজের উপায়ে বাড়ি ফিরে যায়, আর সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রায় ষাট বছর হ'য়ে গেলো, কর্নেল এখনও অপেক্ষা ক'রেই আছেন।

এ-সব স্মৃতিতে খানিকটা উত্তেজিত হ'য়ে তিনি এক ধরনের তূরীয় ভাব বোধ করলেন। উরুর ওপর—সে-উরু কেবল পেশী দিয়ে শেলাই করা কিছু হাড়গোড় ছাড়া আর-কিছু নয়—উরুর ওপর ডান হাত রেখে, তিনি মৃদুস্বরে বললেন

'হুম, আমি একটা কাজ করবো ব'লে ঠিক করেছি।'

উকিল অপেক্ষা করতে লাগলো।

'যেমন ?'

'উকিল পালটাবো।'

এক হাঁসগিন্নি, তার পেছন-পেছন তিনটে ছানা, আপিশ ঘরে এসে ঢুকলো; তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে বসলে উকিল। 'সে আপনি যা ভালো বোঝেন, কর্নেল।' হাঁসগুলোকে তাড়িয়ে দিতে-দিতে সে বললে, 'সে আপনি যা ভালো বুঝবেন, তা-ই করবেন। আমি যদি অলৌকিক কীর্তি করতে পারতাম, তাহ'লে আমাকে আর এই খোঁয়াড়টায় প'চে মরতে হ'তো না।' বারান্দার দরজায় একটা কাঠের জালি বসিয়ে রেখে সে তার চেয়ারে ফিরে এলো।

'আমার ছেলেটা সারা জীবন খেটেই গেলো,' বললেন কর্নেল। 'আমার বাড়িটা বাঁধা দেয়া। ঐ পেনশনের আইনটা উকিলদেরই সারা জীবনের পেনশন হ'য়ে উঠেছে।'

'আমার জন্যে নয়,' উকিল প্রতিবাদ জানালে। 'শেষ কর্পদকটা অব্দি মামলার খরচ মেটাতে গেছে।'

যেন তিনি কোনো অন্যায্য কথা বলেছেন এই ভেবে কর্নেল দুঃখ পেলেন।

'আমি তো সে-কথাই বলতে চাচ্ছি,' নিজেকে শোধরালেন কর্নেল।

BanglaBook.org

জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি । 'এই গরমে মাথার সব স্ক্রুতেই জং ধ'রে যায় ।'

পরক্ষণেই উকিল সারা আপিশটা তছনছ ক'রে ফেললে, আমমোক্তারনামাটার (পাওয়ার অভ অ্যাটর্নিটার) খোঁজে । সূর্য এগিয়ে এলো খুদে ঘরটার ঠিক মাঝখানে —পালিশ না-করা কতগুলো তক্তা দিয়ে ঘরটা বানানো । সবখানে সব কোণায় ব্যর্থভাবে খোঁজবার পর, উকিল হামাগুড়ি দিতে লাগলো, হাঁসফাঁস করছে সে, তারপর পিয়ানোলাটার তলা থেকে এক বাণ্ডিল কাগজ তুলে নিলে ।

'এই-যে, পেয়েছি ।'

একটা মোহর-বসানো কাগজ তুলে দিলে সে কর্নেলের হাতে । 'আমার মুহুরিদের লিখে দিতে হবে, যাতে বাকি নকলগুলো তারা নষ্ট ক'রে ফ্যালে।' শেষ কথা জানালে সে । কর্নেল কাগজটা থেকে ধুলো ঝেড়ে শার্টের পকেটে রেখে দিলেন ।

'আপনি নিজের হাতেই ওটা ছিঁড়ে ফেলুন,' বললে উকিল।

'না,' কর্নেল উত্তর দিলেন । 'এ হ'লো কুড়ি বছরের স্মৃতি ।' তিনি অপেক্ষা করলেন উকিল যাতে আরো খোঁজে, কিন্তু সে তা করলে না, সে চ'লে গেলো তার দোল-খাটিয়ায়, গায়ের ঘাম মুছে ফেলতে । সেখান থেকে সে তপ্ত হাওয়ার ভাপের পর্দার মধ্য দিয়ে কর্নেলের দিকে তাকালে ।

'আমার তো দলিলগুলোও চাই,' বললেন কর্নেল ।

'কোনগুলো ?'

'ছবিটার প্রমাণপত্র ।'

উকিল দু-হাত শূন্যে ছুঁড়লে ।

'কিন্তু তা যে অসম্ভব, কর্নেল ।'

কর্নেল আতঙ্কে ভ'রে গেলেন । মাকোন্দো জেলার বিপ্লবী তহবিলের খাতাঞ্চি হিশেবে তিনি গৃহযুদ্ধের সব টাকাকড়ি একটা খচ্চরের পিঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে, ছ-দিন জোড়া যাত্রায় বেরিয়েছিলেন । নেএরলান্দিয়ার ছাউনিতে তিনি পৌঁছেছিলেন খচ্চরটাকে টানতে-টানতে—খিদেয় খচ্চরটা ম'রেই গিয়েছিলো—সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার আধঘণ্টা আগে । অ্যাটলান্টিক উপকূলের বিপ্লবী বাহিনীর কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল, কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তহবিলের জন্যে রশিদ দিয়েছিলেন, তারপর বিপ্লবীদের যাবতীয় বস্তুর তালিকায় ও-দুটো তোরঙ্গকেও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ।

'ঐ দলিলগুলোর মূল্য যে অকল্পনীয়,' বললেন কর্নেল । 'কর্নেল

BanglaBook.org

আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার নিজের হাতে লেখা একটা রশিদ ছিলো তাতে ।'

'তা মানি,' বললে উকিল । 'কিন্তু ও-সব দলিল তো অ্যাদ্দিনে হাজার লক্ষ হাত ঘুরে হাজার লক্ষ আপিশ ঘুরে ভগবান জানে যুদ্ধমন্ত্রণালয়ের কোন দপ্তরে গিয়ে পৌঁছেছে ।'

'ও-রকম কোনো দলিল কোনো কর্মচারীর নজরে না-প'ড়েই পারে না,' কর্নেল বললেন ।

'কিন্তু গত পনেরো বছরে আমলারাই তো বদল হ'লো কতবার,' উকিল বুঝিয়ে বললে । 'একবার ভেবে দেখুন মাঝখানে এসেছেন-গেছেন সাত-সাতজন রাষ্ট্রপতি, আর সব রাষ্ট্রপতিই অন্তত দশবার ক'রে তাঁর মন্ত্রীসভার খোলনলচে পালটেছেন, আর প্রত্যেক মন্ত্রী অন্তত একশোবার ক'রে পালটেছে তার কর্মচারীদের ।'

'কিন্তু দলিলগুলো তো আর কেউ বাড়ি নিয়ে যায়নি,' বললেন কর্নেল। 'প্রত্যেক নতুন আমলাই নিশ্চয়ই নথিপত্রের মধ্যে সেগুলো পেয়েছে ।'

উকিল এবার তার ধৈর্য হারালে ।

'তাছাড়া, ও-সব কাগজ যদি একবার এখন মন্ত্রীদপ্তর থেকে বার ক'রে আনা যায়, তবে আবার একটা নতুন ক্রমিক নম্বর বসানো হবে তাতে ।'

'তাতে কিছুই এসে-যায় না,' বললেন কর্নেল ।

'সে তো অনেক শতাব্দী লেগে যাবে ।'

'তাতে কিছুই এসে-যায় না । বড়োকিছুর জন্যে যদি অপেক্ষা করতে পারে কেউ, তবে ছোটোখাটো সব জিনিশের জন্যেও অপেক্ষা করা যায় ।'

রুলটানা কাগজের একটা প্যাড, দোয়াত আর চোষকাগজ নিয়ে এসে তিনি বসার ঘরের ছোট্ট টেবিলটায় চ'লে এলেন—শোবার ঘরের দরজা তিনি খোলাই রেখেছেন, যদি স্ত্রীকে কিছু জিগেশ করতে হয় । তাঁর স্ত্রী জপের মালা ঘোরাতে-ঘোরাতে জপ করছিলেন তখন ।

'আজ কত তারিখ ?'

'সাতাশে অক্টোবর ।'

খুব ধ'রে-ধ'রে গোটা-গোটা হরফে লিখলেন তিনি, যে-হাতটায় কলম ধরা সেটা চোষকাগজের ওপর বসানো, শিরদাঁড়া সোজা, যাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধে হয়, ঠিক যেমনটা তাঁকে স্কুলে শেখানো হয়েছিলো । বন্ধ বসার ঘরটায়

BanglaBook.org

গুমোট অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। একফোঁটা ঘাম পড়লো চিঠির ওপর। কর্নেল চোষকাগজ দিয়ে সেটা শুষে নিলেন। তারপর তিনি যে-সব হরফ ঝাপসা হ'য়ে গেছে সেগুলো মুছবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাঝখান থেকে সেগুলো লেপটে গেলো কাগজে। তিনি ধৈর্য হারালেন না মোটেই। পাশে একটা তারা এঁকে মার্জিনে লিখলেন, *অর্জিত অধিকার*। তারপর তিনি আস্ত অনুচ্ছেদটাই পড়লেন।

'কবে আমার নাম উঠেছিলো তালিকায় ?'

তাঁর স্ত্রী ভেবে দেখার জন্যে জপ থামালেন না।

'বারোই আগস্ট, ১৯৪৯।'

পরক্ষণেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। কর্নেল একটা গোটা পাতা আঁকিবুঁকি কেটে ভর্তি করলেন, ঠিক যে-সব আঁকিবুঁকি তিনি শিখেছিলেন মানাউরে-র পাবলিক স্কুলে। তারপরে তিনি দ্বিতীয় একটা পাতার একেবারে মাঝখান অব্দি লিখে নিজের নাম সই করলেন।

স্ত্রীকে তিনি চিঠিটা প'ড়ে শোনালেন। তাঁর স্ত্রী ঘাড় নেড়ে প্রতিটি বাক্যই মঞ্জুর করলেন। পড়া শেষ ক'রে কর্নেল খামটায় মোহর ক'রে বাতি নিভিয়ে দিলেন।

'কাউকে তোমার হ'য়ে এটা টাইপ ক'রে দিতে বলতে পারো।'

'না,' কর্নেল উত্তর দিলেন। 'লোকের কাছে ঘুরে-ঘুরে সুবিধে নিতে-নিতে একেবারে হন্যে হ'য়ে গিয়েছি।'

তালপাতার ছাউনির ওপর বৃষ্টি পড়ছে, আধঘণ্টা ধ'রে সে-শব্দ শুনলেন তিনি। শহরটা এক প্লাবনে ডুবে গেলো। কারফিউ যখন বাজলো, বাড়ির কোথাও একটা ফুটো দিয়ে জল পড়তে শুরু করলো।

'অনেকদিন আগেই এ-কাজটা করা উচিত ছিলো,' তাঁর স্ত্রী বললেন। 'নিজের কাজ নিজে করাই সবসময় ভালো।'

'কখনোই বেশি দেরি হ'য়ে যায় না,' ফুটোটার দিকে মনোযোগ দিতে-দিতে কর্নেল বললেন। 'হয়তো বাড়িটার কিস্তির টাকা দেবার সময় ব্যাপারটা চুকে যাবে।'

'সে তো দু-বছর,' তাঁর স্ত্রী বললেন।

কর্নেল বাতিটা জ্বাললেন, বসার ঘরে কোথায় ফুটো হয়েছে দেখতে। কুঁকড়োর জলের পাত্রটা রাখলেন ফুটোর তলায়, তারপর শোবার ঘরে ফিরে এলেন আবার, আর তাঁর পেছন-পেছন ধাওয়া ক'রে এলো ফাঁকা পাত্রটার ওপর জল পড়ার ধাতব আওয়াজ।

BanglaBook.org

'সুদটা বাঁচাবার জন্যে ওরা হয়তো জানুয়ারির আগেই সব চুকিয়ে-বুকিয়ে দিতে চাইবে ।' তিনি বললেন, আর ব'লে নিজেকে কথাটা বিশ্বাস করালেন, 'ততদিনে, আগুস্তিনেরও মৃত্যুর একবছর হ'য়ে যাবে, আর আমরাও আবার সিনেমা দেখতে যেতে পারবো ।'

তাঁর স্ত্রী দম নেবার ফাঁকে হেসে উঠলেন । 'আমার আর কার্টুনগুলোর কথা মনেও পড়ে না,' তিনি বললেন । কর্নেল মশারির ফাঁক দিয়ে তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন ।

'শেষ কবে তুমি ছবি দেখতে গিয়েছিলে ?'

'১৯৩১ সালে,' তাঁর স্ত্রী বললেন । 'ওরা *ভূতের উইল* ব'লে একটা ছবি দেখাচ্ছিলো ।'

'মারামারি ছিলো তাতে ?'

'সে আমরা জানতেও পারিনি । ভূত এসে যেই নায়িকার গলার হার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই ঝড় নেমে আসে ।'

বৃষ্টির শব্দ তাঁদের ঘুম পাড়িয়ে দিলে । কর্নেল তাঁর নাড়িভুঁড়ির মধ্যে সামান্য অস্বস্তি বোধ করেছিলেন । কিন্তু তাঁর ভয় করছিলো না । আরো-একটা অক্টোবর প্রায় টিঁকে গিয়েছেন । একটা পশমি চাদর গায়ে জড়িয়ে একঝলক শুধু তাঁর স্ত্রীর ঘড়-ঘড় ক'রে নিশ্বাস নেবার শব্দ শুনলেন—অনেক দূর থেকে যেন—তারপর আরেকটা স্বপ্নের মধ্যে ভেসে এলেন । তারপর তিনি কথা বললেন, সম্পূর্ণ সচেতন ।

তাঁর স্ত্রী জেগে উঠলেন ।

'কার সঙ্গে কথা বলছো তুমি ?'

'কারু সঙ্গে না ।' বললেন কর্নেল । 'ভাবছিলুম যে মাকোন্দোর সেই সভায় আমরা যখন কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে আত্মসমর্পণ করতে বারণ করেছিলুম, আমরা ঠিক কথাই বলেছিলুম । সেই থেকেই সবকিছু ভেঙে পড়তে শুরু করেছে ।'

বৃষ্টি পড়লো সারা সপ্তাহ ধ'রে । দোসরা নভেম্বর—কর্নেলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে —তাঁর স্ত্রী ফুল নিয়ে গেলেন আগুস্তিনের কবরে । কবরখানা থেকে ফিরেই আরেকবার হাঁপানির টান উঠলো তাঁর । ভারি কঠিন সপ্তাহ গেলো। অক্টোবরের চার-চারটে সপ্তাহের চেয়েও কঠিন—আর তখনই কর্নেল ভেবেছিলেন এ-যাত্রায় তিনি আর রেহাই পাবেন না । ডাক্তার রোগিণীকে দেখতে এলো, আর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে : 'আমার ও-রকম হাঁপানি থাকলে আমি সারা শহরটাকেই গোর দিয়ে দিতে পারতাম !'

BanglaBook.org

কিন্তু সে কর্নেলের সঙ্গে আড়ালে একা কথা বললে, আর একটা বিশেষ পথ্য ব্যবস্থাপত্রে লিখে দিলে ।

কর্নেলেরও তেড়েফুঁড়ে শরীর খারাপ করলো আবার । অনেক ঘণ্টা পায়খানায় কাটালেন তিনি, বেগ আছে, সারা শরীর হিমজমাট ঘামে ভ'রে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন প'চে যাচ্ছেন, আর তাঁর আঁতের মধ্যে লতাপাতাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে । 'শীতকাল,' অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কথাটা আওড়ালেন তিনি বার-বার । 'বৃষ্টি একবার থামলেই সবকিছু বদ্‌লে যাবে ।' আর তিনি, সত্যি-বলতে, বিশ্বাসও করলেন কথাটা, নিশ্চিত বুঝলেন চিঠিটা যখন এসে পৌঁছুবে, তখনও তিনি বেঁচে থাকবেন ।

এবার তাঁকেই সংসারের অর্থনীতিটায় জোড়াতালি লাগাতে হ'লো । পাড়ার দোকানে ধার চাইবার আগে কতবার তাঁকে দাঁতে দাঁত চাপতে হ'লো। 'আসছে হপ্তা অব্দিই শুধু,' বলতেন তিনি, কথাটা সত্যি কিনা সে সম্বন্ধে নিজেরই বিশ্বাস থাকতো না । 'গত শুক্রবারেই অল্পকিছু টাকা আসার কথা ছিলো ।' যখন স্ত্রীর হাঁপানির টান ক'মে গেলো, স্ত্রী তাঁর দিকে তাকিয়ে যেন বিভীষিকা দেখলেন ।

'চামড়া আর হাড় কটা ছাড়া কিছুই তো নেই তোমার,' স্ত্রী বললেন।

'নিজেকে যাতে বেচতে পারি সেইজন্যে খুবই যত্ন নিচ্ছি শরীরের,' কর্নেল বললেন । 'একটা ক্লারিওনেট কারখানায় এর মধ্যেই আমায় চাকরি দিয়েছে।'

কিন্তু, বাস্তবিক, চিঠির আশাটাও তাঁকে আর বাঁচাতে পারছিলো না যেন । অবসন্ন, তাঁর হাড়গোড় অনিদ্রায় ব্যথা করছে, তিনি একই সঙ্গে কুঁকড়ো আর নিজের দেখাশোনা করতে পারছিলেন না আর । নভেম্বরের দ্বিতীয় ভাগে তাঁর মনে হ'লো পর-পর দু-দিন গমের দানাটা না-পেয়ে প্রাণীটা বুঝি ম'রেই যাবে । তারপর তাঁর মনে পড়লো জুলাই মাসে তিনি একমুঠো বীন চিমনিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন । খোশা ছাড়িয়ে শুকনো শুঁটিগুলো তিনি কুঁকড়োর সামনে রেকাবিতে বিছিয়ে দিলেন ।

'এদিকে এসো,' স্ত্রী তাঁকে ডাক দিলেন ।

'এক মিনিট,' কর্নেল উত্তর করলেন, কুঁকড়োর প্রতিক্রিয়া দেখতে-দেখতে । 'ভিখিরির আবার পছন্দ—বাছাইয়ের বড়াই ।'

গিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর স্ত্রী বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করছেন । তাঁর দলাপাকানো লজ্‌ঝড় শরীরটা থেকে ওষধির গন্ধ বেরুচ্ছে । স্ত্রী বললেন মনের কথাটা, একটা-একটা ক'রে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন, মাপাজোকা ক'রে ।

BanglaBook.org

'এক্ষুনি এই কুঁকড়োটাকে বিদেয় করো ।'

এ-মুহূর্তটাকে কর্নেল আগেই দেখতে পেয়েছিলেন । যেদিন বিকেলে তাঁর ছেলেকে গুলিতে মারা হ'লো সেই থেকেই এ-মুহূর্তটার অপেক্ষা করছিলেন তিনি, আর ঠিক করেছিলেন মোরগটাকে তিনি নিজের কাছে রাখবেন । ভেবে দেখবার অনেক সময় পেয়েছেন তিনি ।

'এখন আর বিক্রি ক'রে কোনো লাভ নেই,' তিনি বললেন । 'আর দু-মাসের মধ্যেই লড়াইটা, আর তারপর একে ভালো দামে বেচা যাবে ।'

'টাকার কথা হচ্ছে না,' স্ত্রী বললেন । 'ছেলেরা এলে ওদের এটা নিয়ে যেতে বোলো, এটাকে দিয়ে ওরা যা-খুশি করুক ।'

'এটা তো আগুস্তিনের জন্যেই,' কর্নেল তাঁর তৈরি-করা যুক্তিটাকে বাড়িয়ে দিলেন । 'মনে আছে ওর মুখটা—বাড়ি ফিরে যখন বলতো যে কুঁকড়োটা জিতেছে ।'

মহিলা, সত্যিই, ছেলের কথাও ভেবেছিলেন।

'ঐ হতচ্ছাড়া মোরগগুলোই ওর সর্বনাশ করেছে ।' চেঁচিয়ে বললেন তিনি । 'ও যদি তেসরা জানুয়ারি বাড়ি ব'সে থাকতো, তবে ঐ অলুক্ষুণে মরণ হ'তো না ওর ।' শুকনো তর্জনীটা বাড়িয়ে দরজাটা দেখিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন

'এখনও আমি ওকে দেখতে পাই—কুঁকড়োটা বগলে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে । আমি ওকে পই-পই ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছিলুম, মোরগের লড়াইগুলোয় গিয়ে যেন কোনো ঝামেলা না পাকায় । ও আমাকে হেসে বলেছিলো, "চুপ করো তো ; আজ বিকেলে আমরা টাকার ওপর গড়াগড়ি যাবো ।" '

স্ত্রী অবসন্ন হ'য়ে নেতিয়ে প'ড়ে গেলেন । কর্নেল তাঁকে আস্তে আলতো ক'রে বালিশের ওপর শুইয়ে দিলেন । ঠিক তাঁর নিজের চোখের মতো এই অন্য চোখ দুটো তাকিয়ে দেখলেন তিনি । 'নড়াচড়া না-করার চেষ্টা করো ।' নিজের ফুশফুশে তিনি অনুভব করলেন স্ত্রীর হাঁপানির টান । স্ত্রী প'ড়ে আছেন, সাময়িকভাবে অচৈতন্য । তিনি তাঁর চোখের পাতা বুজে ফেলেছেন । যখন তিনি আবার চোখের পাতা খুললেন তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস অনেকটা সহজ হ'য়ে এসেছে ।

'কী অবস্থায় আছি দ্যাখো তো—সেইজন্যেই তো বলছি,' স্ত্রী বললেন । 'আমাদের মুখ থেকে খুদকুঁড়ো নিয়ে গিয়ে ঐ কুঁকড়োটাকে দিলে পাপ হবে ।'

চাদরের ডগা দিয়ে কর্নেল তাঁর স্ত্রীর মুখ মুছিয়ে দিলেন ।

BanglaBook.org

'তিন মাসে কেউ মারা যায় না ।'

'আর ইতিমধ্যে আমরা খাই কী ?' জিগেশ করলেন মহিলা ।

'জানি না,' বললেন কর্নেল । 'কিন্তু খিদেতেই যদি আমরা মরবো, তবে এর মধ্যেই আমাদের মরণ হ'তো ।'

ফাঁকা রেকাবিটার পাশে দিব্যি বেঁচে-ব'র্তেই ছিলো কুঁকড়ো । কর্নেলকে দেখেই সে প্রায় মানুষের মতো গাঁক-গাঁক ক'রে একতরফা কত-কী ব'লে ঘাড় হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো । কর্নেল যোগসাজশের ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন ।

'বেঁচে থাকাটা কঠিন, ইয়ার ।'

কর্নেল রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন । দুপুরের খাবার পর সারা শহর যখন সিয়েস্তায় ঢুলছে, তন্দ্রাচ্ছন্ন, তিনি ঘুরে বেড়ালেন লক্ষ্যহীন, কিছুর কথাই তিনি আর ভাবছেন না, সমস্যাটার যে কোনো সমাধানই আর নেই, এ-কথাটাও নিজেকে বোঝোতে চাচ্ছেন না মোটেই । ভুলে-যাওয়া সব অলিগলি দিয়ে হেঁটে চললেন তিনি, যতক্ষণ-না ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে এলো । তারপর তিনি বাড়ি ফিরে এলেন । তাঁর স্ত্রী তাঁর বাড়ি ঢোকার শব্দ শুনতে পেয়ে তাঁকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠালেন ।

'কী ?'

তাঁর দিকে না-তাকিয়েই স্ত্রী তাঁকে বললেন

'আমরা তো ঘড়িটা বেচে দিতে পারি ।'

এ-কথাটা কর্নেলও ভেবেছিলেন আগে। 'আমি ঠিক জানি আলভারো তোমায় তক্ষুনি চল্লিশ পেসো দিয়ে দেবে,' বললেন মহিলা । 'ভেবে দ্যাখো কেমন তড়িঘড়ি ও শেলাইকলটা কিনে নিয়েছিলো ।'

আগুস্তিন যে-দরজির দোকানে কাজ করতো, তার কথাই বলছিলেন তিনি ।

'সকালেই ওর সঙ্গে কথা ব'লে দেখা যায়,' সায় দিলেন কর্নেল ।

'আর ঐ "সকালে কথা বলা-টলা " নয়,' তিনি গোঁ ধ'রে বললেন । ঘড়িটা এক্ষুনি নিয়ে যাও ওর কাছে । সোজা গিয়ে ঘড়িটা কাউন্টারে রেখে ওকে বলো, "আলভারো, তুমি কিনবে ব'লে ঘড়িটা আমি নিয়ে এসেছি।" ও তক্ষুনি ব্যাপারটা বুঝে যাবে ।'

কর্নেল মরমে ম'রে গেলেন ।

'এ তো ঠিক যেন গির্জের বেদিটা নিয়ে গিয়ে বেচে দেয়া,' প্রতিবাদ করলেন তিনি । 'ও-রকম একটা দর্শনীয় জিনিশ হাতে যদি আমায় কেউ দ্যাখে তো রাফায়েল এস্কালোনা অমনি আমাকে নিয়ে একটা গান বেঁধে

BanglaBook.org

ফেলবে ।'

কিন্তু, এবারও, তাঁর স্ত্রী তাঁকে বোঝাতে পারলেন । তিনি নিজেই ঘড়িটা নামিয়ে আনলেন, সেটাকে মুড়ে দিলেন খবরের কাগজে, তারপর তাঁর হাতে তুলে দিলেন । 'চল্লিশ পেসো না-নিয়ে বাড়ি ফিরো না কিন্তু,' তিনি বললেন । কর্নেল বেরিয়ে গেলেন দরজির দোকানের উদ্দেশে, বগলে মোড়কটা । গিয়ে দ্যাখেন, আগুস্তিনের কমরেডরা চৌকাঠের কাছে ব'সে আছে ।

তাদের একজন তাঁকে একটা বসার জায়গা ক'রে দিলে ।

'ধন্যবাদ,' তিনি বললেন । 'আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না ।'

আলভারো বেরিয়ে এলো দোকানের ভেতর থেকে । হলঘরের মধ্যে দুটো আংটার মধ্যে তার দিয়ে ঝোলানো শক্ত কাপড়ের এক ভেজা প্যান্ট, আলভারো ছোকরা বয়েসী, শরীরটা পেটা, বাঁকানো, চোখগুলো বুনোমতো । সেও তাঁকে বসবার জন্যে আমন্ত্রণ করলে, কর্নেল বেশ স্বস্তি বোধ করলেন । দরজার গায়ে চৌকিটা পেতে তিনি ব'সে পড়লেন, আলভারো কতক্ষণে একা হবে, কতক্ষণে কথাটা পাড়বেন, তারই অপেক্ষায় রইলেন । হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন অভিব্যক্তিহীন কতগুলো মুখ তাঁকে ঘিরে আছে ।

'আমি কোনো কিছুতে বাধা দিইনি তো ?' তিনি বললেন ।

তারা বললে, 'না, না, মোটেই না ।' একজন তাঁর দিকে ঝুঁকে এলো । প্রায় অস্ফুট অশ্রুত স্বরে সে বললে

'আগুস্তিন লিখে পাঠিয়েছে ।'

কর্নেল পরিত্যক্ত রাস্তাটার দিকে তাকালেন ।

'কী লিখেছে ?'

'সেই একই কথা ।'

তারা তাঁর হাতে চোরাই কাগজটা তুলে দিলে । কর্নেল সেটা তাঁর প্যান্টের পকেটে রেখে দিলেন । তারপর তিনি চুপ ক'রে রইলেন, আঙুল দিয়ে মোড়কটার ওপর তালি দিতে-দিতে তারপর হঠাৎ তাঁর নজরে এলো কেউ-একজন সেটা লক্ষ করেছে ।

'আপনার হাতে ওটা কী, কর্নেল ?'

কর্নেল এরনানের লক্ষ্যভেদী সবুজ চোখ দুটিকে এড়িয়ে গেলেন ।

'কিছু না,' মিথ্যে কথা বললেন তিনি । 'ঐ জার্মানটার কাছে ঘড়িটা নিয়ে যাচ্ছি, সারাই করাতে ।'

'বোকার মতো কথা বলবেন না, কর্নেল,' এরনান মোড়কটা তাঁর হাত থেকে নেবার চেষ্টা করতে-করতে বললে, 'রসুন, আমি একবার চোখ বুলিয়ে নিই ।'

BanglaBook.org

কর্নেল মোড়কটা আঁকড়ে ধরলেন। টুঁ শব্দটাও করলেন না, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো লাল হ'য়ে উঠেছে। অন্যরা ঝোলাঝুলি করতে লাগলো।

'দিন না ওকে দেখতে, কর্নেল। ও-সব যন্তরটন্তর ও বোঝে।'

'আমি খামকা ওকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।'

'ঝামেলা? মোটেই ঝামেলা নয়,' এরনান তর্ক জুড়ে দিলে, এবং ঘড়িটা টেনে নিলে। 'জার্মানটা আপনার কাছ থেকে দশ-দশটা পেসো মুচড়ে বার ক'রে নেবে, অথচ ঘড়িটা থেকে যাবে যেমনকে-তেমন, সেই একইরকম।'

ঘড়িটা নিয়ে এরনান দরজির দোকানের ভেতরে চ'লে গেলো। আলভারো একটা কলে কী যেন শেলাই করছে। পেছনে দেয়াল থেকে ঝোলানো একটা গিটারের তলায় এক মেয়ে ব'সে-ব'সে জামায় বোতাম লাগাচ্ছে। গিটারটার ওপরে একটা বিজ্ঞপ্তি আটকানো *'রাজনীতি নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ।'* বাইরে, কর্নেলের মনে হ'লো তাঁর শরীরটার আর কোনো মানে নেই—সে যেন একটা ফালতু জিনিশ। পা দুটো তিনি চৌকির আড়কাঠে চাপিয়ে রাখলেন।

'ভগবানের দোহাই, কর্নেল।'

কর্নেল আঁৎকে উঠলেন, 'ভগবানের নাম করার কী হ'লো?'

আলফোন্সো নাকের ডগায় চশমাটা বাগিয়ে তাঁর পায়ের জুতোজোড়া নিরীক্ষণ করলে।

'আপনার ঐ জুতোজোড়া, কর্নেল,' সে বললে, 'আপনি দেখছি চকচকে একজোড়া নতুন জুতো প'রে আছেন।'

'কিন্তু ভগবানকে টেনে না-এনেও ও-কথা বলা যেতো,' কর্নেল বললেন। তারপর তাঁর পেটেন্ট চামড়ার জুতোর সুখতলাটা দেখালেন তাকে। 'এই পিশাচ-জোড়া চল্লিশ বছরের পুরোনো, অথচ এই প্রথম তারা শুনলো যে কেউ ভগবানের নামে দোহাই দিচ্ছে।'

'সব ঠিক ক'রে দিয়েছি,' ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বললে এরনান, আর অমনি ঘড়ির ঘণ্টাগুলো বেজে উঠলো। পাশের বাড়ি থেকে এক স্ত্রীলোক দেয়াল ঠুকলো, চেঁচিয়ে বললে

'গিটার বাজিয়ো না! একবছরও হয়নি, আগুস্তিন গেছে।'

কে যেন হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

'ওটা ঘড়ির শব্দ।'

এরনান মোড়কটা হাতে ক'রে বেরিয়ে এলো।

'কোনো গণ্ডগোল নেই,' সে বললে, 'আপনি যদি চান তো আমি আপনার

BanglaBook.org

সঙ্গে বাড়ি গিয়ে টাঙিয়ে দেবো ।'

কর্নেল তার প্রস্তাবটা উড়িয়েই দিলেন ।

'কত লাগবে ?'

'আরে দূর, কর্নেল,' দলের মধ্যে ব'সে পড়তে-পড়তে এরনান উত্তর দিলে, 'জানুয়ারি মাসে কুঁকড়োটাই সব পাওনা মিটিয়ে দেবে ।'

যে-সুযোগটা খুঁজছিলেন, এতক্ষণে সেটা হাতে এলো কর্নেলের ।

'তোমার সঙ্গে একটা রফা করতে পারি আমি,' তিনি বললেন ।

'কী ?'

'আমি তোমাকে কুঁকড়োটা দিয়ে দেবো,' কর্নেল চারপাশের মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, 'কুঁকড়োটা আমি তোমাদের সব্বাইকে দিয়ে দেবো ।'

এরনান ফ্যালফ্যাল ক'রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো ।

'ও-সবের পক্ষে আমার বয়েস বড্ড বেশি,' কর্নেল ব'লে চললেন । তাঁর গলার স্বরে তিনি বিশ্বাসযোগ্য গাম্ভীর্য আনবার চেষ্টা করছেন । 'আমার পক্ষে এ একটা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ! গত কিছুদিন ধ'রে মনে হচ্ছে মোরগটা বুঝি মরতে বসছে ।

'ও নিয়ে ভাববেন না, কর্নেল,' বললে আলফোনসো, 'মুশকিল হ'লো কুঁকড়ো এখন পালক ঝরাচ্ছে । তার ডানায় জ্বর হয়েছে ।'

'ও-সে আসছে মাসেই সব ঝ'রে যাবে,' বললে এরনান ।

'সে যা-ই হোক, আমি আর ওকে চাই না,' বললেন কর্নেল ।

এরনানের চোখ দুটি তাঁকে যেন ফুঁড়ে যাবে ।

সে চাপ দিয়ে বললে, 'অবস্থাটা একবার বোঝবার চেষ্টা করুন, কর্নেল । আগুস্তিনের কুঁকড়োটাকে রিঙের মধ্যে আনতে হবে আপনাকে—সেটাই সবচেয়ে বড়ো কাজ ।'

কর্নেল ভেবে দেখলেন কথাটা, 'সে আমি বুঝি,' তিনি বললেন, 'সেই জন্যেই অ্যাদ্দিন তাকে নিজের কাছে রেখেছি ।' তিনি দাঁতে দাঁত চাপলেন, অনুভব করলেন বাকি কথাটাও এবার বলতে পারবেন ।

'মুশকিল হ'লো, এখনও যে দু-দুটো মাস বাকি ।'

দলের মধ্যে শুধু এরনান একাই ব্যাপারটা বুঝতে পারলে ।

'শুধু সেটাই যদি কারণ হয়, তবে কোনো সমস্যা হবে না,' সে বললে ।

আর সে তার তত্ত্বটা বুঝিয়ে বললে । অন্যরাও তা মেনে নিলে । সন্ধেবেলায় তিনি যখন মোড়কটা বগলে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন, তাঁর স্ত্রী হতাশায় নেতিয়ে পড়লেন ।

BanglaBook.org

পেসো ক'রে রোজগার ক'রে,' স্ত্রী উত্তর দিলেন । 'এই দ্যাখো না আমাদের দোস্ত সাবাসকে—দোতলা একটা বাড়িতে সব টাকা আঁটাতে পারছে না—অথচ এ-শহরে ও এসেছিলো জড়িবুটি আর টোটকা বেচতে—গলায় একটা সাপ জড়িয়ে ।'

'অথচ ও এখন বহুমূত্র রোগে মরতে বসেছে,' কর্নেল বললেন ।

'আর তুমি মরতে বসেছো অনাহারে,' স্ত্রী বললেন । 'এটা তোমার বোঝা উচিত মর্যাদা খেয়ে কারু পেট ভরে না ।'

তাঁর কথায় বাধা দিলে বাজ আর বিদ্যুৎ । রাস্তায় একটা বাজ ফেটে পড়লো, ঢুকলো শোবার ঘরে, আর খাটের তলা দিয়ে একরাশ পাথরের মতো গড়িয়ে গেলো । স্ত্রী লাফিয়ে চ'লে এলেন মশারির কাছে, তাঁর জপের মালার জন্যে ।

কর্নেল হাসলেন একটু ।

'জিভকে বাগ না-মানালে ও-রকমই হয়,' তিনি বললেন । 'আমি তো চিরকালই ব'লে এসেছি যে ভগবান আমার পক্ষে আছেন ।'

বাস্তবে কিন্তু কর্নেল তিক্ততাই অনুভব করেছিলেন । পরক্ষণে বাতি নিভিয়ে দিয়ে তিনি ভাবনায় তলিয়ে গেলেন বিদ্যুৎ-ছেঁড়া এক অন্ধকারে । আর মনে প'ড়ে গেলো মাকোন্দো, কর্নেল তখন নেএরলান্দিয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে ভেবে দশ বছর অপেক্ষা করেছেন । আধো তন্দ্রার ঘোরে তিনি দেখলেন একটা হলদে, ধূলিধূসর ট্রেনে এস দাঁড়ালো—নারীপুরুষ জীবজন্তু সবাই গরমে হাঁসফাঁস করছে—অথচ এমনকী ট্রেনের ছাদেও গাদাগাদি ভিড় । সে ছিলো কলার মরশুমের জ্বর ।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তারা শহরটাকে আগাপাশতলা বদলে ফেলেছিলো । 'আমি কেটে পড়ছি,' কর্নেল তখন বলেছিলেন । 'কলার গন্ধ আমার ভেতরটা কুরে-কুরে খাচ্ছে ।' আর তিনি ফিরতি ট্রেনেই মাকোন্দো ছেড়ে এসেছিলেন, বুধবার, ২৭ জুন, ১৯০৬, বিকেল দুটো আঠারোয় । প্রায় অর্ধ শতাব্দী লেগেছিলো তাঁর এটা বুঝতে, নেএরলান্দিয়ার আত্মসমর্পণের পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও কখনও শান্তি পাননি ।

কর্নেল তাঁর চোখ খুললেন ।

'তাহ'লে আর এ নিয়ে ভাবার আর-কিছু নেই,' তিনি বললেন ।

'কী ?'

'ঐ কুঁকড়োর সমস্যাটা,' কর্নেল বললেন । 'কালই আমি ওকে দোস্ত সাবাসের কাছে নশো পেসোয় বেচে দেবো ।'

BanglaBook.org

খাশিগুলোর হাউহাউ, তার সঙ্গে মিশে-যাওয়া সাবাসের হাউমাউ তেড়েফুঁড়ে এসে ঢুকলো আপিশের জানলা দিয়ে। ও যদি আর দশ মিনিটের মধ্যে না-আসে তো আমি চ'লে যাবো, দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কর্নেল নিজেকে কথা দিলেন। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন আরো কুড়ি মিনিট। যেই তিনি চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়াবেন, একদল কামলার সঙ্গে সাবাস তার আপিশঘরে এসে ঢুকলো। কর্নেলের দিকে না-তাকিয়েই তাঁর সামনে সে পায়চারি করতে লাগলো।

'আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে নাকি, দোস্ত ?'

'হ্যাঁ, দোস্ত,' বললেন কর্নেল। 'তবে তুমি যদি এখন ব্যস্ত থাকো, আমি না-হয় পরে আবার আসবো।'

দরজার অন্য পাশ থেকে সাবাস তাঁর কথা শুনতেই পেলে না।

'আমি এক্ষুনি আসছি,' সে বললে।

দুপুরটা দম আটকানো। রাস্তার স্বচ্ছ গরমের হলকায় আপিশটা ঝিকিয়ে উঠেছে। গুমোটে কেমন ভোঁতা হ'য়ে গিয়ে কর্নেল আপনা থেকেই তাঁর চোখ বুজলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। সাবাসের স্ত্রী পা টিপে-টিপে ঘরে এসে ঢুকলো।

'না, না, ঘুম ভাঙাবেন না, দোস্ত,' সে বললে। 'আমি শুধু খড়খড়ি নামিয়ে দিতে এসেছি—আপিশটা যেন একটা নরককুণ্ড হ'য়ে আছে।'

কর্নেল শূন্য দৃষ্টিতে তাকে অনুসরণ করলেন। জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে ছায়া থেকে কথা বললে।

'আপনি কি প্রায়ই স্বপ্ন দ্যাখেন না কি ?'

'মাঝে-মাঝে,' উত্তর দিলেন কর্নেল, ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে ভারি লজ্জা হচ্ছিলো তাঁর। 'সবসময়, *সবসময়*, আমি স্বপ্ন দেখি যে আমি একটা মাকড়শার জালে জড়িয়ে পড়ছি।'

'আমি রোজ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি,' সাবাসের স্ত্রী বললে। 'এখন আমার মাথায় ঢুকেছে, স্বপ্ন যে-সব অচেনা লোক দেখায় তারা আসলে কে ?'

বিজলি পাখাটা সে প্লাগে লাগিয়ে দিলে। 'গত হপ্তায় আমার শিয়রের পাশে এক মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো।' সে বললে, 'আমি কোনোমতে জিগেশ করেছিলাম, কে সে, আর সে বলেছিলো, "এই ঘরে বারো বছর আগে আমি মারা গিয়েছিলাম।" '

'কিন্তু বাড়িটা তো দু-বছর আগেও বানানো হয়নি,' বললেন কর্নেল।

'তা ঠিক,' বললে সাবাসের স্ত্রী। 'তার মানে ভূত-পেত্নিরাও ভুল

BanglaBook.org

করে ।'

পাখার ফরফর ছায়াকে নিরেট ক'রে তুলেছে । কর্নেল কেমন অধীর বোধ করলেন, ঘুম আর এই মেয়েটার বকবকানি দুইই তাঁকে ভীষণ জ্বালাচ্ছে । সাবাসের স্ত্রী ততক্ষণে মৃত্যু থেকে পুনর্জন্মে গিয়ে পৌঁছেছে । কর্নেল বিদায় বলবার জন্যে অপেক্ষা করছেন কখন সে থামে, এমন সময় সাবাস তার সর্দার-কামলা নিয়ে আপিশ ঘরে ঢুকলো ।

'আমি চার-চারবার তোমার সুপ গরম করেছি,' বললে সাবাসের স্ত্রী ।

'ইচ্ছে হ'লে দশবারও গরম করতে পারো,' বললে সাবাস, 'কিন্তু এখন আমায় জ্বালিয়ো না ।'

সিন্দুক খুলে সে সর্দার-কামলার হাতে একতাড়া নোট বার ক'রে দিলে, সঙ্গে একতাড়া নির্দেশ । সর্দার-কামলা গাজল খুললো টাকা গুনবে ব'লে । সাবাস দেখলে কর্নেল আপিশের পেছনে ব'সে আছেন, কিন্তু তাতে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হ'লো না । সে সর্দার-কামলার সঙ্গেই কথা ব'লে চললো । দুজনে যখন আবার আপিশঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে, কর্নেল সোজা হ'য়ে বসলেন । দরজা খোলার আগে সাবাস থমকে দাঁড়ালে ।

'তোমার জন্যে কী করতে পারি, দোস্ত ?'

কর্নেল দেখলেন, কামলাদের সর্দার তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে ।

'না, কিছু না । দোস্ত,' তিনি বললেন । 'আমি শুধু তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলুম ।'

'কী বলবে, চটপট বলো,' বললে সাবাস । 'আমার একমিনিটও ফুরসৎ নেই ।'

সাবাস দরজার হাতলে হাত রেখে একটু ইতস্তত করলে । কর্নেল অনুভব করলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ পাঁচ সেকেণ্ড কাটছে । তিনি দাঁতে দাঁত চাপলেন ।

'এ ঐ কুঁকড়োটার ব্যাপার ।' তিনি মৃদুস্বরে বললেন ।

তখন সাবাস দরজা টেনে খুললো । 'কুঁকড়োর ব্যাপার,' সে আওড়ালে, হেসে, আর কামলাদের সর্দারকে ঠেলে হলঘরে বার ক'রে দিলে । 'লোকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে, আর আমার দোস্ত কি না কুঁকড়োকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ।' আর তারপর, কর্নেলের দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে : 'ঠিক হ্যায়, দোস্ত । আমি এক্ষুনি আসছি ।'

কর্নেল স্থাণুর মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন । হলঘর থেকে দুজনের পায়ের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না । তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন শহরে চারপাশে ঘুরতে, রোববার দুপুরের গাঢ় তন্দ্রায়, *সিয়েস্তায়,* আস্ত শহর

BanglaBook.org

যেন ঝিম মেরে আছে। দরজির দোকানে কেউ নেই। ডাক্তারখানা বন্ধ। সিরিয়ার লোকটার বেসাতির ওপর কেউ নজর রাখছে না। নদী যেন ইস্পাতের একটা পাত। নদীর পাড়ে একটা লোক চারটে তেলের পিপে পর-পর সাজিয়ে তার ওপর ঘুমিয়ে আছে, রোদ থেকে বাঁচবার জন্যে মুখটা টুপি দিয়ে ঢাকা। কর্নেল বাড়ি ফিরে গেলেন, এ-শহরে যে তিনিই একমাত্র সচল বস্তু তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই।

আস্ত একটা ভোজ সাজিয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

'আমি সব ধারে কিনে এনেছি, কথা দিয়েছি কাল ভোরেই সব টাকা শোধ ক'রে দেবো।' তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন।

খেতে-খেতে কর্নেল তাঁকে গত তিন ঘণ্টার ঘটনাগুলোর বিবরণ দিলেন। তাঁর স্ত্রী অধীরভাবে সব শুনলেন।

'মুশকিল এটাই যে, তোমার কোনো মনের জোর নেই,' শেষটায় বললেন তাঁর স্ত্রী। 'তুমি এমনভাবে গিয়ে দাঁড়াও যেন তুমি ভিক্ষে চাচ্ছো, যখন মাথা উঁচু ক'রে সোজা আমাদের দোস্তের কাছে গিয়ে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলা উচিত, "দোস্ত, আমি তোমার কাছে কুঁকড়োকে বিক্রি ক'রে দেবো ব'লে ঠিক করেছি।" '

'তুমি এমনভাবে কথা বলো যেন জীবন একঝলক দখিনা হাওয়া,' কর্নেল বললেন।

তাঁর স্ত্রী উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। সেদিন সকালে তিনি ঘরদোর সাফ করেছেন, ভারি অদ্ভুতভাবে সেজেছেন, তাঁর স্বামীর পুরোনো জুতো পায়ে, আর অয়েল ক্লথের এপ্রন গায়ে, আর মাথায় একটা কাপড় বাঁধা, কানের পাশে দুটো গিঁট। 'তোমার একফোঁটাও ব্যাবসাবুদ্ধি নেই,' স্ত্রী বললেন। 'কিন্তু যখন বেচতে গেছো তখন এমন মুখ করা উচিত যেন তুমি কিনতে গেছো।'

কর্নেল স্ত্রীর চেহারায় যেন ভারি মজার জিনিশ খুঁজে পেলেন।

'যেমন আছো তেমনি থাকো।' তিনি হেসে বললেন স্ত্রীকে, বাধা দিয়ে। 'তোমাকে ঠিক কোয়েকার ওটের প্যাকেটের লোকটার মতো দেখাচ্ছে।'

তাঁর স্ত্রী মাথা থেকে কাপড়টা খুলে নিলেন।

'আমি সিরিয়াস কথা বলছি,' স্ত্রী বললেন। 'এক্ষুনি আমি নিজে আমাদের দোস্তের কাছে কুঁকড়োকে নিয়ে যাচ্ছি আর বাজি ধ'রে বলতে পারি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি নশো পেসো নিয়ে ফিরে আসবো।'

'তোমার মাথাটায় আছে একটা গোল্লা,' কর্নেল বললেন। 'তুমি আগেভাগেই কুঁকড়োর টাকা নিয়ে বাজি ধরছো।'

স্ত্রীর জেদ ভাঙতে অনেক কষ্ট করতে হ'লো কর্নেলকে। তাঁদের ঐ

BanglaBook.org

শুক্রবারের নরকযন্ত্রণা ছাড়াই আগামী তিন বছর কী ক'রে সংসার চালাবেন, সে নিয়ে তিনি পাই-পয়সা অব্দি হিশেব ক'রে বসেছিলেন। যা-যা একেবারেই না-হ'লে নয়, তার একটা ফর্দ তৈরি করেছিলেন তিনি, এমনকী কর্নেলের জন্যে একজোড়া নতুন জুতোর কথাও তিনি ভোলেননি। শোবার ঘরে আয়না বসাবার জন্যে একটা জায়গা ঠিক ক'রে রেখেছেন। তাঁর সব সংকল্পে এই আচমকা বাধা পড়ায় তিনি কেমন লজ্জা আর রাগের একটা মিশেল অনুভূতি অনুভব করলেন।

ছোট্ট একটা ঘুম লাগালেন স্ত্রী। ঘুম ভেঙে উঠে দেখলেন, কর্নেল পাতিওতে বারান্দায় ব'সে আছেন।

'এখন কী করছো, শুনি ?' স্ত্রী জিগেশ করলেন।

'আমি ভাবছি,' কর্নেল বললেন।

'তাহ'লেই তো সমস্যাটার সমাধান হ'য়ে গেলো ! আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে ও-টাকা আমরা হাতে গুনতে পারবো।'

বাস্তবিক কিন্তু সেদিনই বিকেলে কুঁকড়োকে বেচে দেবেন ব'লে কর্নেল ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন। সাবাসের কথাও ভেবেছেন তিনি, কখন সে তার আপিশে একা থাকবে, বিজলি পাখাটার সামনে ব'সে কখন সে তার রোজকার ইন্‌জেকশন নেবে। তিনি তার উত্তর তৈরি ক'রেই রেখেছেন।

'কুঁকড়োটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও,' বেরুবার সময় স্ত্রী তাঁকে পরামর্শ দিলেন। 'তাকে চর্মচক্ষুতে দেখলে ভোজবাজির মতো কাজ দেবে।'

কর্নেল আপত্তি করলেন। মরিয়া উদ্বেগ নিয়ে স্ত্রী তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সদর দরজা অব্দি এলেন।

'ওর আপিশে যদি আস্ত সেনাবাহিনীও ব'সে থাকে, তাতে কিছুই এসে-যায় না,' তিনি বললেন। 'তুমি ওর হাত পাকড়ে ধোরো, নশো পেসো হাতে না-দেয়া অব্দি একবারও ছেড়ো না।'

'ওরা ভাববে আমরা বুঝি কোনো ডাকাতির মৎলব আঁটছি।'

স্ত্রী তাতে কানও দিলেন না।

'মনে রেখো, কুঁকড়োর মালিক হচ্ছো তুমি,' স্ত্রী আবারও বোঝালেন, 'মনে রেখো, ও না, তুমিই ওকে অনুগ্রহ দেখাচ্ছো।'

'ঠিক আছে।'

সাবাস ছিলো শোবার ঘরে, ডাক্তারের সঙ্গে। 'এই-ই আপনার সুযোগ, দোস্ত,' সাবাসের স্ত্রী বললে কর্নেলকে। 'ডাক্তার ওকে হাওয়া বদল করতে যাবার জন্যে সজুত ক'রে দিচ্ছে, বিশ্যুৎবারের আগে ও ফিরবেই না।' কর্নেল দুই পরস্পরবিরোধী টানের সঙ্গে যুঝছিলেন কুঁকড়োকে বিক্রি করার

BanglaBook.org

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবছিলেন এক ঘণ্টা পরে এলেই হ'তো, তাহ'লে আর সাবাসের সঙ্গে তাঁর দেখাই হ'তো না ।

'আমি না-হয় অপেক্ষা করি,' কর্নেল বললেন ।

কিন্তু সাবাসের স্ত্রী জোর করলে । সে তাঁকে শোবার ঘরে নিয়ে এলো সটান, শোবার ঘরে সিংহাসনের মতো পালঙ্কটায় ব'সে আছে সাবাস, তার রং-মরা চোখটা ডাক্তারের ওপর । ডাক্তার রোগীর মুতভরা শিশিটা গরম করা অব্দি অপেক্ষা করলেন কর্নেল, তারপর ডাক্তার শুঁকলো ঐ প্রস্রাব, সাবাসের দিকে তাকিয়ে সব ঠিক আছে এমন-একটা ভঙ্গি করলে ।

'ওকে গুলি ক'রে না-মারলে ও মরবে না,' কর্নেলের দিকে ফিরে ডাক্তার বললে । 'বড়োলোকদের খতম করার পক্ষে বহুমূত্র হ'লো বেজায় ঢিমে ব্যাপার ।'

'তোমার ঐ হতচ্ছাড়া ইনসুলিন ইন্‌জেকশনগুলো দিয়ে অনেক তো দেখলে,' বললে সাবাস, তার মোটা পাছাটা নাড়িয়ে । 'কিন্তু আমি বাপু শক্ত আছি—সহজে ভাঙি না,' আর তারপর কর্নেলকে

'আরে, এসো, এসো, দোস্ত । বিকেলবেলায় তোমার খোঁজে গিয়ে টুপির ডগাটা অব্দি দেখতে পাইনি ।'

'আমি যেহেতু কোনো টুপি পরি না, তাই কাউকে দেখে সেটা খুলতেও হয় না ।'

সাবাস তার ধরাচুড়ো পরতে শুরু করলে । রক্তের নমুনাভরা একটা কাচের টিউব তার কোটের পকেটে রাখলে ডাক্তার । তারপর সে তার ব্যাগের জিনিশগুলো ঠিক সাজালে । কর্নেল ভাবলেন সে বুঝি চ'লে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে ।

'আমি যদি তুমি হতুম ডাক্তার তবে দোস্তের কাছে হাজার পেসোর বিল পাঠাতুম,' কর্নেল বললেন । 'তাহ'লে ও এত ভেবে মরতো না ।'

'সে-পরামর্শ আগেই দিয়েছি ওকে, তবে লাখ টাকার বিল,' বললে ডাক্তার । 'বহুমূত্রের সেরা ওষুধ হলো দারিদ্র ।'

'ব্যবস্থার জন্যে ধন্যবাদ,' বললে সাবাস, তার বিশাল পেটটাকে একটা যোধপুরির মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করতে-করতে । 'কিন্তু ও-পরামর্শ আমি নেবো না, তারপর বড়েলোক হ'য়ে তোমার সর্বনাশ হোক আর-কি !' ডাক্তার দেখলে তার নিজের দাঁতই তার ব্যাগের চকচকে তালাটায় প্রতিফলিত হচ্ছে । কোনো অস্থিরতা না-দেখিয়ে সে ঘড়ি দেখলে । সাবাস বুট-জোড়া প'রে নিয়ে হঠাৎ কর্নেলের দিকে ফিরলো ।

'তারপর, দোস্ত, কুঁকড়োর হাল কেমন ?'

BanglaBook.org

কর্নেল বুঝতে পারলেন ডাক্তারও তাঁর জবাব শোনাবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। তিনি দাঁতে দাঁত চাপলেন।

'তেমন কিছু-না, দোস্ত,' মৃদু স্বরে বললেন কর্নেল। 'আমি ওটা তোমার কাছে বেচতে এসেছি।'

সাবাসের বুট পরা শেষ হ'লো।

'বেশ ভালো কথা, দোস্ত।' কোনো আবেগ না-দেখিয়ে সে বললে। 'এইই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে তোমার পক্ষে।'

'ও-সব ঝামেলার পক্ষে বড্ড বুড়ো হ'য়ে পড়েছি আমি,' ডাক্তারের অভেদ্য অভিব্যক্তির সামনে কর্নেল নিজের সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করলেন। 'আমার বয়েস যদি কুড়ি বছর কম হ'তো, তাহ'লে না-হয় আলাদা কথা ছিলো।'

'আপনার বয়েস চিরকালই কুড়ি বছর কম থেকে যাবে,' ডাক্তার বললে।

কর্নেল হাঁপ ছাড়লেন। সাবাস আরো-কী বলে, তা জানবার আগেই দেখা গেলো সাবাস একটা জিপ লাগানো চামড়ার কোট গায়ে চাপালে, শোবার ঘর ছেড়ে বেরুবার জন্যে সে তৈরি।

'তোমার ইচ্ছে হ'লে আসছে হপ্তায় না-হয় এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে, দোস্ত,' কর্নেল বললেন।

'আমিও ঠিক ও-কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম,' বললে সাবাস। 'আমার হাতে এক মক্কেল আছে—সে হয়তো তোমাকে চারশো পেসো দেবে। কিন্তু সেজন্যে তো বিশ্যুৎবার অব্দি অপেক্ষা করতে হবে।'

'কত দেবে?' ডাক্তার জিগেশ করলে।

'চারশো পেসো।'

'আমি শুনেছি কে যেন বলছিলো তার দাম আরো অনেক বেশি,' বললে ডাক্তার।

'তুমি নিজেই নশো পেসোর কথা বলছিলে,' কর্নেল বললেন। ডাক্তারের হতভম্ব ভাব দেখে তিনি একটু বল পেয়েছেন। 'সারা তল্লাটটায় ও হ'লো সবসেরা লড়িয়ে মোরগ।'

সাবাস ডাক্তারের কথার উত্তর দিলে।

'অন্য সময় হ'লে যে-কেউ হেসে-খেলে হাজার পেসো দিতো,' বুঝিয়ে বললে সে। 'কিন্তু এখন, প্রত্যেকেই কোনো বাহাদুর মোরগকে নিয়ে লড়তে ভয় পায়। সবসময়েই ভয় আছে যে রিং থেকে বেরিয়ে এলেই গুলি খেয়ে মরবে।' কর্নেলের দিকে তাকিয়ে সে হতাশার ভঙ্গি করলে

'এই কথাটাই তোমাকে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, দোস্ত।'

BanglaBook.org

কর্নেল ঘাড় নাড়লেন ।

'বেশ,' তিনি বললেন ।

তিনি তাকে অনুসরণ ক'রে হলঘরে এলেন । বসার ঘরে, সাবাসের স্ত্রী ডাক্তারকে আটকেছে, সে একটা ওষুধ চাচ্ছে—'ঐ যারা হঠাৎ এসে চড়াও হয়, অথচ জানা নেই তারা আসলে কী, তাদের জন্যে একটা মোক্ষম দাওয়াই ।' কর্নেল আপিশ-ঘরে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন । সাবাস সিন্দুক খুলে সবগুলো পকেটে তাড়া-তাড়া নোট ঠাশলে, তারপর কর্নেলের দিকে চারটে নোট বাড়িয়ে দিলে ।

'এই রইলো ষাট পেসো,' সে বললে । 'কুঁকড়ো বিক্রি হ'য়ে গেলে বাকি টাকা মিটিয়ে দেবো ।'

কর্নেল ডাক্তারের সঙ্গে-সঙ্গে নদীর ধারের ফিরিওয়ালাদের ঝুপড়িগুলো পেরিয়ে এলেন, বিকেলের ঠাণ্ডায় আবার সবকিছু জেগে উঠছে । সুতোর মতো স্রোত দিয়ে আখ-বোঝাই একটা বজরা ভেসে চলেছে । কর্নেলের মনে হ'লো ডাক্তার যেন অদ্ভুত অভেদ্য হ'য়ে আছে ।

'আর তুমি, কেমন আছো ডাক্তার ?'

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকালে ।

'যথাপূর্বম্,' সে বললে । 'মনে হয়, ডাক্তার দেখালে ভালো হ'তো ।'

'এ এই শীতকালটা', বললেন কর্নেল । 'এ আমার ভেতরটা কামড়ে খায় ।'

ডাক্তার এমনভাবে তাঁকে তাকিয়ে দেখলে যার মধ্যে পোশাদার কোনো কৌতূহলের লেশমাত্র নেই । ঝুপড়িগুলোর সামনে বসা সব সিরিয়ানদের সে পর-পর নমস্কার করলে । ডাক্তারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে কর্নেল কুঁকড়ো বেচা বিষয়ে নিজের মতটা বললেন ।

'আর-কিছু আমার করার ছিল না,' তিনি বোঝালেন । 'হতভাগা মানুষের মাংস খেয়ে বাঁচে ।'

'মানুষের মাংস খেয়ে যে বাঁচে সে ঐ সাবাস,' ডাক্তার বললে । 'আমি ঠিক জানি কুঁকড়োকে ও নশো পেসোয় বেচবে ।'

'তোমার তা-ই মনে হয় ?'

'মনে হয় না, *আমি জানি*,' ডাক্তার বললে । 'মেয়রের সঙ্গে তার বিখ্যাত দেশপ্রেমিক চুক্তির মতোই এ-ব্যাপারটা ।'

কর্নেল বিশ্বাস করতে অসম্মত হলেন । 'আমার দোস্ত শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাতেই চুক্তিটা করেছিলো ।' তিনি বললেন । 'শুধু ঐ ক'রেই ও শহরে থাকতে পেরেছে ।'

BanglaBook.org

'কিছু হ'লো না ?' জিগেশ করলেন স্ত্রী ।

'না ।' কর্নেল উত্তর দিলেন । 'তবে এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না । ছেলেরাই কুঁকড়োকে খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়েছে ।'

'একটু দাঁড়াও, দোস্ত, আমি তোমায় একটা ছাতা দিচ্ছি ।'

সাবাস আপিশের দেয়ালে লাগানো একটা দেরাজ খুললে । পাল্লা খুলতেই দেখা গেলো ভেতরটা এলোমেলো নানা জিনিশে ভরা ; ঘোড়সোয়ারের জুতো, স্তূপ ক'রে রাখা লাগাম আর জিন, আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের গামলা, ঘোড়সোয়ারদের জুতোর নালে ভরা । ওপর দিক থেকে ঝুলছে আধডজন ছাতা আর মহিলাদের আতপত্র । কর্নেলের মনে হ'লো যেন কোনো ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে-আনা সব আবর্জনা ।

'ধন্যবাদ, দোস্ত,' কর্নেল বললেন, জানলার গায়ে হেলান দিয়ে, 'আমি বরং একটু অপেক্ষা করি, কখন বৃষ্টি ধ'রে আসে ।' সাবাস দেয়াল-আলমারিটা বন্ধ করলে না । সে ব'সে পড়লো ডেস্কে, একটা বিজলি পাখার চৌহদ্দির মধ্যে । তারপর সে ডেস্কের টানা থেকে বার ক'রে আনলে তুলোয় জড়ানো একটা ছোট্ট হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ । বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কর্নেল ধূসর বাদামগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন । কী-রকম যেন ফাঁকা একটা অপরাহ্ণ ।

'জানলা থেকে অন্যরকম লাগে বৃষ্টিকে,' তিনি বললেন । 'যেন বৃষ্টিটা আসলে অন্য-কোনো শহরে পড়ছে ।'

'যেদিকেই তাকান না কেন, বৃষ্টি হ'লো বৃষ্টিই,' উত্তর দিলে সাবাস । কাচের ডেস্কটপের ওপরে সে সিরিঞ্জটা গরম জলে ফোটালে । 'এ-শহরটা পচা, গা থেকে গন্ধ বেরোয় ।'

কর্নেল তাঁর কাঁধ ঝাঁকালেন, আপিশঘরের ঠিক মাঝখানটায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। সবুজটালির একটা ঘর, আশবাবগুলো ঝলমলে সব কাপড়চোপড়ে সাজানো । পেছনে, এলোমেলোভাবে স্তূপ হ'য়ে আছে নুনের বস্তা, গাদা-গাদা মৌচাক, আর ঘোড়ার জিন ও লাগাম । সাবাস সম্পূর্ণ শূন্য দৃষ্টিতে তাঁকে অনুসরণ করলে ।

'আমার যদি তোমার মতো অবস্থা হ'তো, তাহ'লে আমি ও-রকম ভাবতুম না,' বললেন কর্নেল ।

তিনি ব'সে প'ড়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিলেন । তাঁর শান্ত দৃষ্টি ডেস্কের ওপর ঝুঁকে-পড়া লোকটাকে লক্ষ করছে । বেঁটেখাটো একটা লোক, গোলগাল,

BanglaBook.org

কিন্তু মুখের চামড়া ফোলা-ফোলা, ঝুলে-পড়া, তাঁর চোখে যেন কোনো ব্যাঙের দৃষ্টির বিষাদ ।

'ডাক্তার দেখাও, দোস্ত,' বললে সাবাস । 'অন্ত্যেষ্টির দিন থেকেই তোমাকে কেমন দুঃখী-দুঃখী দেখাচ্ছে ।'

কর্নেল মাথা তুলে তাকালেন ।

'আমি খুব ভালো আছি,' তিনি বললেন ।

সাবাস জলটা ফোটবার জন্যে অপেক্ষা করছিলো । 'আমিও যদি ও-কথা বলতে পারতাম,' সে ঘ্যানঘ্যান করলে । 'তুমি তো ভাগ্যবান, পেটটা একেবারে ইস্পাতে গড়া ।' সে নিজের রোমশ হাতের পেছনটাকে নিরীক্ষণ করলে, কালো-কালো ফুটফুটে সব দাগ তাতে । বিয়ের আংটির পাশেই তার আঙুলে কালো পাথর বসানো একটা আংটি ।

'তা ঠিক,' কর্নেল সায় দিলেন ।

আপিশঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বাড়ির বাকি অংশের দিকে তাকিয়ে সাবাস তার স্ত্রীকে ডাক দিলে । তারপর সে তার পথ্যের একটা করুণ তালিকা দিলে । শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বার ক'রে কড়াইশুঁটির আকারের একটা শাদা বড়ি রাখলে ডেস্কের ওপর ।

'সবখানেই এই হাল নিয়ে যাওয়া একটা যন্ত্রণা,' সে বললে, 'এ যেন পকেটে ক'রে মরণকে নিয়ে যাওয়া ।'

কর্নেল ডেস্কের কাছে এগিয়ে এলেন । তাঁর হাতের চেটোয় নিয়ে বড়িটাকে তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন । শেষটায় সাবাস তাঁকে বড়িটা চেখে দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানালে ।

'এ শুধু কফি মিষ্টি করার জন্যে,' ব্যাখ্যা করলে সে । 'চিনিই, তবে শর্করা নেই এতে ।'

'তা তো নিশ্চয়ই,' তাঁর মুখের লালা এক করুণ মিষ্টি স্বাদে ভ'রে গেলো । 'এ যেন কোনো ঘণ্টার ঢং-ঢং—শুধু কোনো ঘণ্টাই নেই কোথাও ।'

তার স্ত্রী এসে তাকে ইন্‌জেকশন দিয়ে যাবার পর সাবাস তার কনুই রাখলে ডেস্কের ওপর, দু-হাতের মধ্যে মুখ । কর্নেল ভেবেই পেলেন না তাঁর শরীরটাকে নিয়ে তিনি কী করবেন । সাবাসের স্ত্রী বিজলি পাখাটার তার প্লাগ থেকে খুলে দিলে, পাখাটা রাখলে সিন্দুকের ওপর, তারপর দেয়াল-আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ।

'ছাতার সঙ্গে মৃত্যুর কিছু-একটা সম্পর্ক আছে,' সাবাসের স্ত্রী বললে ।

কর্নেল তার কথায় কোনো পাত্তা দিলেন না । তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন বেলা চারটেয়, ডাক আসার জন্যে অপেক্ষা করতে, কিন্তু বৃষ্টির

BanglaBook.org

জন্যে বাধ্য হ'য়ে তাঁকে সাবাসের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে । লঞ্চগুলোর ভোঁ যখন শোনা গেলো, তখনও বৃষ্টি পড়ছে ।

'সবাই বলে মরণ হ'লো কোনো মেয়েমানুষ,' সাবাসের স্ত্রী ব'লেই চললো । সে মোটা থলথলে, স্বামীর চেয়ে মাথায় লম্বা, আর ওপরের ঠোঁটের কাছে একটা রোমশ তিল আছে তার । তার কথা বলার ধরন কাউকে বিজলি পাখার গুঞ্জন মনে করিয়ে দেয়, 'কিন্তু আমার তাকে কোনো মেয়েমানুষ ব'লে মনে হয় না ।' সে দেয়াল-আলমারির পাল্লা দুটি বন্ধ ক'রে আবার কর্নেলের চোখের দিকে তাকালে ।

'আমার ধারণা সে কোনো জানোয়ার, থাবা আছে, নখ আছে ।'

'তা সম্ভব,' কর্নেল সায় দিলেন । 'সময়-সময় কত তাজ্জব ঘটনাই যে হয় ।'

তিনি ভাবছিলেন, পোস্টমাস্টার নিশ্চয়ই গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে লাফিয়ে উঠেছে লঞ্চে । উকিল পালটাবার পর একমাস কেটে গিয়েছে । এখন তিনি কোনো সদুত্তর প্রত্যাশা করতে পারেন । কর্নেলের আনমনা ভাবটা চোখে না-পড়া অব্দি সাবাসের স্ত্রী মৃত্যু নিয়ে আলোচনাটা চালিয়েই গেলো ।

'দোস্ত,' সে বললে, 'আপনাকে খুব ভাবিত দেখাচ্ছে ।'

কর্নেল ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন ।

'তা সত্যি,' কর্নেল মিথ্যে ক'রে বললেন । 'আমি ভাবছি এরই মধ্যে পাঁচটা বেজে গেছে, অথচ কুঁকড়োকে এখনও ইন্‌জেকশন দেয়া হয়নি !'

সাবাসের স্ত্রী কেমন বিমূঢ় বোধ করলে ।

'মোরগকে ইন্‌জেকশন ! যেন সে একটা মানুষ !' সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ তো —'

সাবাস আর সহ্য করতে পারলে না । সে তার আরক্ত মুখটা তুললো ।

'মুখটা একটু বন্ধ করবে ?' স্ত্রীকে সে হুকুম দিলে । আর সত্যিই সাবাসের স্ত্রী নিজের মুখে হাত চাপা দিলে, 'তোমার ঐ হাঁদার মতো কথা ব'লে আমার বন্ধুকে গত আধঘণ্টা ধ'রে বিরক্ত ক'রে যাচ্ছো ।'

'না, না, মোটেই না,' কর্নেল প্রতিবাদ করলেন ।

সাবাসের স্ত্রী সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে । ল্যাভেণ্ডারে ভেজানো একটা রুমাল দিয়ে সাবাস তার ঘাড় মুছলো । কর্নেল জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন । সেই একইভাবে একটানা বৃষ্টি প'ড়ে চলেছে । পরিত্যক্ত প্লাসাটা পেরিয়ে গেলো এক লম্বা-ঠ্যাং মুরগি ।

'সত্যি কি কুঁকড়োকে ইন্‌জেকশন দেয়া হচ্ছে ?'

'সত্যি,' বললেন কর্নেল, 'আগামী হপ্তা থেকে ওকে কায়দাকানুন শেখানো

BanglaBook.org

হবে ।'

'এ তো পাগলের কাণ্ড,' বললে সাবাস, 'ও-সব কম্ম তোমার নয় ।'

'তা মানি,' বললেন কর্নেল, 'তা ব'লে তার ঘাড় মটকাবারও কোনো কারণ নেই ।'

'ও কেবল হাঁদার গোঁ,' জানলার দিকে ফিরে বললে সাবাস । কর্নেল শুনলেন সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে, হাঁপরের মতো । বন্ধুর চোখ তাঁর মধ্যে কেমন একটা করুণার ভাব এনে দিলে ।

'কোনো-কিছুর জন্যেই শুভলগ্ন কখনও পেরিয়ে যায় না,' কর্নেল বললেন ।

'কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ো না,' সাবাস আবারও নিজের কথায় জোর দিলে । 'এ হ'লো এক দু-দিকে শান দেয়া ব্যাপার । একদিকে তোমার ঐ মাথাব্যথা কমবে, অন্যদিকে তুমি ন-শো পেসো পকেটস্থ করতে পারবে ।'

'নয়শো পেসো !' কর্নেল বিস্মিত ।

'নয়শো পেসো ।'

কর্নেল সংখ্যাটাকে চোখে দেখবার চেষ্টা করলেন ।

'ঐ কুঁকড়োটার জন্যে ওরা অত টাকা দেবে ব'লে ভাবছো তুমি ?'

'ভাবছি না,' সাবাস উত্তর দিলে, 'নিশ্চিত ক'রে জানি ।'

বিপ্লবীদের তহবিল ফিরিয়ে দেবার পর এই অঙ্কটাই সবচেয়ে বড়ো অঙ্ক, কর্নেল মাথার মধ্যে টের পেলেন । সাবাসের অ্যাপিশ থেকে যখন বিদায় নিলেন, পেটের মধ্যে কেমন একটা প্রচণ্ড মোচড় অনুভব করলেন তিনি, কিন্তু এই মোচড়টা এবার আর আবহাওয়ার প্রকোপে নয় । ডাকঘরে গিয়ে তিনি সোজা পোস্টমাস্টারের কাছে চ'লে গেলেন ।

'একটা জরুরি চিঠি আসার কথা আছে,' তিনি বললেন । 'হাওয়াই ডাকে ।'

পোস্টমাস্টার খোপগুলোর দিকে তাকালে । যখন ঠিকানা পড়া শেষ হ'লো সে চিঠিগুলোকে আবার ঠিকঠাক খোপে সাজিয়ে রাখলে, কিন্তু মুখে কিছুই বললে না । হাত ঝেড়ে সে কর্নেলের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকালে ।

'আজকে চিঠিটা নিশ্চিতভাবে আসার কথা ছিলো,' বললেন কর্নেল ।

পোস্টমাস্টার কাঁধ ঝাঁকালে ।

'নিশ্চিত যেটা আসে, কর্নেল, সে একমাত্র মরণ ।'

কর্নেলকে তাঁর স্ত্রী অভ্যর্থনা করলেন সেদ্ধ দলাপাকানো একথালা ভুট্টা দিয়ে ।

BanglaBook.org

চুপচাপ ব'সে-ব'সে খেলেন কর্নেল, একেকটা চামচের ফাঁকে-ফাঁকে অনেকক্ষণ ধ'রে কী যেন ভাবছেন। তাঁর মুখোমুখি ব'সে তাঁর স্ত্রী দেখলেন কী-একটা যেন তাঁর স্বামীর মুখে বদলে গিয়েছে।

'কী হয়েছে ?' স্ত্রী জিগেশ করলেন।

'আমি ভাবছি সেই লোকটার কথা যে পেনশনের ওপর নির্ভর ক'রে থাকে,' মিথ্যে ক'রে বললেন কর্নেল। 'পঞ্চাশ বছর পরে আমরা তো শান্তিতে ছ-ফিট মাটির তলায় থাকবো, অথচ বেচারি তখনও প্রতি শুক্কুরবারে নিজেকে তিল-তিল ক'রে মারবে তার পেনশনের টাকার অপেক্ষায়।'

'এটা খারাপ লক্ষণ,' তাঁর স্ত্রী বললেন। 'তার মানে তুমি এর মধ্যেই হাল ছেড়ে দিতে চাচ্ছো।' তিনি ঐ দলাপাকানো খাবারই খেয়ে চললেন। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলেন তাঁর স্বামী এখনও অনেক দূরে র'য়ে গেছেন।

'এখন তোমার কিন্তু খাবারটা তারিয়ে-তারিয়ে খেয়ে নেয়া উচিত।'

'খাবারটা খুবই ভালো,' বললেন কর্নেল। 'কোত্থেকে এলো ?'

'কুঁকড়োর কাছ থেকে,' উত্তর দিলেন স্ত্রী। 'ছেলেগুলো ওর জন্য এত ভুট্টা নিয়ে এসেছিলো যে কুঁকড়ো আমাদেরও তার ভাগ দিতে চাইলো। জীবন এইরকমই।'

'তা ঠিক,' কর্নেল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'যা-কিছু উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার মধ্যে জীবনই সকলের চেয়ে সেরা।'

চুল্লিটার গায়ে বাঁধা কুঁকড়োর দিকে তাকালেন তিনি, আর এবার তাকে কেমন অন্যরকম একটা প্রাণী ব'লে মনে হ'লো। তাঁর স্ত্রীও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

'আজ বিকেলে ছেলেপুলেগুলোকে লাঠি তুলে তাড়া করতে হয়েছিলো,' স্ত্রী বললেন। 'তারা একটা বুড়ি মুরগি নিয়ে এসেছিলো—কুঁকড়োর বাচ্চা বানাবে ব'লে।'

'এবারই প্রথম নয়,' কর্নেল বললেন। 'ঐ শহরগঞ্জগুলোয় ঠিক এ-জিনিশই ওরা করেছিলো কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে নিয়ে। তারা তখন বাচ্চা-বাচ্চা মেয়ে আনতো, তাঁর ঔরসে ছেলেপুলে বানাবার জন্যে।'

রসিকতাটা থেকে স্ত্রী হেসেই কুটিপাটি। কুঁকড়োও একটা গাঁক ক'রে আওয়াজ করলে। হলঘরটায় সেটাকে শোনালো মানুষেরই কথার মতো। 'মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় এ-জীবটা বুঝি কথা বলবে,' স্ত্রী বললেন।

কর্নেল আবার কুঁকড়োর দিকে তাকলেন।

'ওর তো সোনার দামে ওজন,' তিনি বললেন। এক চামচে দলা মুখে

BanglaBook.org

দিয়ে মনে-মনে কী-সব হিশেব করলেন তিনি । 'ও আমাদের তিন-তিন বছর খাওয়াবে ।'

'তুমি তো আর আমায় চিবিয়ে-চিবিয়ে খেতে পারো না,' স্ত্রী বললেন ।

'তুমি আমায় চিবিয়ে খেতে পারো না বটে, তবে আমায় তুমি জিইয়ে রাখো,' কর্নেল উত্তর দিলেন । 'এ প্রায় আমার দোস্ত সাবাসের অঘটন-ঘটানো বড়িগুলোর মতো ।'

সে-রাতে তাঁর ভালো ঘুম হ'লো না । মন থেকে কতগুলো সংখ্যা তিনি মুছে ফেলতে চাচ্ছিলেন । পরদিন দুপুরে খাবার সময় স্ত্রী দু-থালা ভুট্টা সেদ্ধ পরিবেষণ করলেন, আর নিজেরটা খেতে লাগলেন থালার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, চুপচাপ, একটাও কথা না-ব'লে । কর্নেলের মনে হ'লো স্ত্রীর খারাপ মেজাজটা বুঝি তাঁকেও পাকড়ে ফেলছে ।

'কী হয়েছে ?'

'কিছু না,' স্ত্রী বললেন ।

কর্নেলের মনে হ'লো, এবার বুঝি মিথ্যে কথা বলার পালা তাঁর স্ত্রীর । তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন । কিন্তু স্ত্রীর মেজাজটা তেমনি থেকে গেলো ।

'এ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়,' স্ত্রী বললেন । 'আমি ভাবছিলুম, লোকটা মারা গেছে দু-মাস হ'য়ে গেলো, অথচ আমি কিনা এখনও ওর বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে যাইনি ।'

সেইজন্যেই সে-রাতেই তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । কর্নেল তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে গেলেন মৃতের বাড়ি অব্দি, তারপর স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে সিনেমা হলের দিকে এগুলেন । লাউডস্পীকারের গানগুলো তাঁকে কেমন টান দিচ্ছিলো । আপিশের দরজার কাছে ব'সে পাদ্রে আন্‌হেল সিনেমার দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন—তাঁর বারোটা সাবধান ঘণ্টা সত্ত্বেও কে-কে ঢুকলো নজর রাখতে । আলোর বন্যা, ঢেউতোলা গান, আর ছেলেমেয়েদের হৈ-চৈ গোটা জায়গাটায় যেন একটা শারীরিক প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলেছে । একটি বাচ্চা একটা কাঠের বন্দুক তাগ ক'রে কর্নেলকে ভয় দেখালে ।

'কুঁকড়োর কী খবর ? নতুন-কিছু আছে, কর্নেল ?' সে বেজায় ভারিক্কি চালে বললে ।

কর্নেল দু-হাত শূন্যে তুললেন ।

'এই আছে আর-কি, এখনও ।'

একটা চাররঙা পোস্টার সিনেমা হলের পুরো সামনেটা ঢেকে আছে *মধ্যরাতের কুমারী* । সেই কুমারী হ'লো সান্ধ্য ঢোলাজামা পরা এক স্ত্রীলোক,

BanglaBook.org

একটা ঠ্যাং ঊরু পর্যন্ত উন্মোচিত ।

কর্নেল তাঁর উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা চালিয়ে গেলেন পাড়াটায়, তারপর দূর থেকে ? এলো বাজের শব্দ, আর বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করলো । তখন তিনি স্ত্রীর খোঁজে ফিরে গেলেন ।

স্ত্রী কিন্তু মৃতের বাড়িতে ছিলেন না, নিজেদের বাড়িতেও নয় । কর্নেল হিশেব ক'রে দেখলেন কারফিউ নামার আর বেশি দেরি নেই । কিন্তু ঘড়িটা বন্ধ হ'য়ে গেছে । তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, অনুভব করলেন শহর লক্ষ্য ক'রে ছুটে-আসা ঝড়টাকে । তিনি আবার যেই বাইরে বেরুবেন ব'লে তৈরি, এমন সময় স্ত্রী বাড়ি ফিরে এলেন ।

কর্নেল কুঁকড়োকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন । স্ত্রী পোশাক পালটে বসার ঘরে গেলেন জল খেতে, কর্নেল তখন ঘড়িটায় দম দেয়া সবে শেষ করেছেন, আর অপেক্ষা করছেন কখন কারফিউ জারি ক'রে তূরী বাজে ।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?' কর্নেল জিগেশ করলেন ।

'এই, কাছেপিঠেই,' স্ত্রী উত্তর দিলেন । স্বামীর দিকে না তাকিয়েই গেলাশটা নামিয়ে রাখলেন তিনি বেসিনে, তারপরে শোবার ঘরে ফিরে গেলেন । 'এত শিগগিরই যে বৃষ্টি নামবে, এটা কেউ আশা করেনি ।' কর্নেল কোনো মন্তব্য করলেন না । যখন কারফিউ বাজলো, তিনি ঘড়িটার কাঁটা এগারোটায় বসালেন, তারপর ঢাকা বন্ধ ক'রে দিলেন, চেয়ারটা ঠেলে ঠিক জায়গায় রেখে দিলেন । আবিষ্কার করলেন স্ত্রী জপমালা ঘোরাচ্ছেন ।

'তুমি কিন্তু আমার কথায় কোনো উত্তর দাওনি,' কর্নেল বললেন ।

'কী ?'

'ছিলে কোথায় ?'

'ওখানেই ছিলুম, কথা বলছিলুম,' স্ত্রী বললেন । 'বাড়ি থেকে সে যে কদ্দিন বাদে বেরিয়েছি আজ !'

কর্নেল তাঁর দোল-খাটিয়া টাঙিয়ে দিলেন । বাড়িটায় দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে কীটনাশক ছিটোলেন । তারপর বাতিটাকে মেঝেয় নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন ।

'বুঝতে পারি,' বিষণ্ণ স্বরে বললেন কর্নেল । 'খারাপ অবস্থা আরো-খারাপ হয় যখন তা আমাদের দিয়ে মিথ্যে কথা বলায় ।'

স্ত্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন ।

'পাদ্রে আন্‌হেলের কাছে গিয়েছিলুম,' তিনি বললেন । 'আমাদের বিয়ের আংটিগুলো বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার করতে চাচ্ছিলুম ।'

'আর কী বললেন উনি, তোমাকে ?

BanglaBook.org

'যে, পবিত্র জিনিশ বেচাকেনা মহাপাপ ।'

তাঁর মশারির তলা থেকে তিনি কথা ব'লেই চললেন । 'দিন দুই আগে আমি ঘড়িটা বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলুম,' তিনি বললেন । 'কারু কোনো ইচ্ছে নেই, কারণ ওরা কিস্তিতে হালফ্যাশনের সব ঘড়ি বিক্রি করছে—অন্ধকারে যাদের কাঁটা জ্বলজ্বল করে । অন্ধকারেও তুমি কটা বাজে দেখতে পাবে ।' কর্নেল মনে-মনে স্বীকার করলেন যে চল্লিশ বছর একসাথে জীবন কাটানো, একসাথে ক্ষুধা ভাগ ক'রে নেয়া, একসাথে দুঃখ-কষ্ট ভাগ ক'রে নেয়া—কিছুই যথেষ্ট নয় এখনও তিনি তাঁর স্ত্রীকে পুরোপুরি জানতে পারেননি । তাঁদের প্রেমের মধ্যে আরো-কী-একটা যেন পুরোনো হ'য়ে গেছে—তাঁর মনে হ'লো ।

'ছবিটাও ওরা চায় না,' স্ত্রী বললেন । 'প্রায় সবার কাছেই ঐ একই ছবি আছে । আমি এমনকী তুরানির কাছেও গিয়েছিলুম ।'

খুব তেতো লাগলো কর্নেলের ।

'এখন তাহ'লে সবাই জানে যে আমরা না-খেয়ে মরছি ।'

'আমার ক্লান্ত লাগছে,' স্ত্রী বললেন । 'পুরুষ মানুষ কখনও সংসারের ঝামেলাগুলো বোঝে না । কতবার আমি পাথর কুড়িয়ে এনে সেদ্ধ করেছি, যাতে পড়শিরা বুঝতে না-পারে যে আমাদের বাড়িতে অনেক দিনই হাঁড়ি চড়ানো হয় না ।'

কর্নেল আহত বোধ করলেন ।

'সে যে একেবারেই দীন দশা,' তিনি বললেন ।

স্ত্রী মশারির তলা থেকে বেরিয়ে এসে দোল-খাটিয়ার কাছে চ'লে এলেন । 'আমি এ-বাড়িতে সব আমিরি চাল, সব বড়োমানুষি চাল, সব ভালো-কিছু ছেড়ে দিতে পারি,' তিনি বললেন । তাঁর স্বর রোষে গাঢ়, ঘন হ'য়ে উঠলো । 'ঐ মর্যাদাবোধ আর হালছাড়া ভাব দেখে-দেখে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে ।'

কর্নেল একটা পেশীও নড়ালেন না ।

'প্রত্যেকবার ভোটের পরে ওরা তোমায় কথা দেয় ঐ ছোটো-ছোটো রঙিন পাখিগুলো দেবে, আর এইভাবে চলেছে কুড়ি বছর ধ'রে—অপেক্ষা আর অপেক্ষা । আর এ-সবের মধ্যে থেকে কী পেলুম আমরা ? একটা মরা ছেলে ।' স্ত্রী ব'লে চললেন, 'একটা মরা ছেলে ছাড়া আর-কিছুই না ।'

এ-ধরনের নালিশে কর্নেল অভ্যস্ত ।

'আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি !'

'আর ওরা ওদের কর্তব্য করেছে—কুড়ি বছর ধ'রে সেনেটে হাজার

BanglaBook.org

'আর এইভাবেই ও, মেয়র যখন ওর দলের সবাইকে লাথি মেরে বার ক'রে দিয়েছে, এইভাবেই ও আদ্ধেক দামে তাদের সব সম্পত্তি কিনে নিতে পেরেছে,' ডাক্তার উত্তর দিলে । পকেট হাৎড়ে চাবি না-পেয়ে সে ডাক্তারখানার দরজার কড়া নাড়লে। তারপরে সে কর্নেলের অবিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়ালে ।

'অত বোকা হবেন না,' সে বললে । 'নিজের প্রাণের চেয়েও সাবাস টাকাকে বেশি ভালোবাসে ।'

কর্নেলের স্ত্রী সে-রাতে কেনাকাটায় বেরুলেন । তিনি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সিরিরানদের ঝুপড়িগুলো অব্দি গেলেন, তাঁর মাথায় ডাক্তারের উদ্‌ঘাটন ঘুরপাক খাচ্ছে ।

'এখুনি ছোঁড়াগুলোকে খুঁজে বার করো, বলো যে কুঁকড়োকে বেচে দিয়েছো,' তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন । 'ওদের মিথ্যে আশায়-আশায় রাখা ঠিক হবে না ।'

'আমার দোস্ত সাবাস ফিরে না-আসা অব্দি কুঁকড়ো বিক্রি হবে না,' কর্নেল উত্তর দিলেন ।

কর্নেল গিয়ে দেখলেন আলভারো বিলিয়ার্ডের আখড়ায় রুলেটের চাকা নিয়ে জুয়ো খেলছে । রোববার রাতে আড্ডাটা থৈ-থৈ করে । আরো গুমোট লাগে এখানে, বিশেষত যখন পুরো-দমে গাঁকগাঁক করতে থাকে রেডিও । একটা মস্ত কালো অয়েল ক্লথের ওপর জ্বলজ্বলে রঙে সংখ্যা লেখা, আর টেবিলের মাঝখানটায় একটা বাক্সের ওপর হ্যাজাক জ্বলছে । কর্নেলের মজা লাগলো দেখে । আলভারো তেইশ নম্বরে বাজি ধ'রে হারবে ব'লে পণ ক'রে আছে । তার কাঁধের ওপর দিয়ে খেলাটা দেখতে-দেখতে কর্নেল লক্ষ করলেন ন-টা চক্করের মধ্যে চার-চারবার এগারো নম্বর জিতেছে ।

'এগারো নম্বরে বাজি ধরো,' আলভারোর কানে-কানে তিনি ফিশফিশ করলেন । 'ঐ নম্বরটাই বেশি উঠছে ।'

আলভারো টেবিলটাকে নিরীক্ষণ করলে । পরের চক্করে কোনো বাজি ধরলে না । সে পকেট থেকে কিছু টাকা বার করলে, সঙ্গে একটা কাগজ । টেবিলের তলা দিয়ে কাগজটা সে কর্নেলের হাতে চালান ক'রে দিলে ।

'আগুস্তিনের কাছ থেকে এসেছে,' সে বললে ।

কর্নেল গোপন চিরকুটটা পকেটে পুরলেন । আলভারো এগারো নম্বরে অনেক টাকা বাজি ধরলে ।

'অল্প টাকা দিয়ে শুরু করো,' কর্নেল বললেন ।

'হয়তো কেল্লা মেরে দেবো এবার,' আলভারো জবাব দিলে । পাশের

BanglaBook.org

অনেক খেলোয়াড়ও অন্য নম্বরের বদলে এগারোতে বাজি ধরলে, ততক্ষণে বিশাল চাকাটা ঘুরতে শুরু করেছে । কর্নেলের কেমন দম আটকে এলো । জীবনে এই প্রথমবার জুয়ো খেলার মোহ, উত্তেজনা আর তিক্ততা অনুভব করলেন তিনি ।

পাঁচ নম্বর জিতলো ।

'আমি দুঃখিত,' কর্নেল লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে বললেন । কী-রকম একটা বেদম গ্লানিবোধ হচ্ছিলো তাঁর, যখন কাঠের হাতটা আলভারোর সব টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেলো । 'যাতে কোনো বোধ নেই, তাতে নাক গলিয়ে এ-রকমই হয় আমার ।'

আলভারো তাঁর দিকে না-তাকিয়েই মৃদু হাসলে ।

'মিথ্যে ভাববেন না, কর্নেল । ভালোবাসায় বিশ্বাস করুন ।'

যে-তূরীগুলো একটা মাম্বো বাজাচ্ছিল, সেগুলো হঠাৎ থেমে গেলো । জুয়াড়িরা মাথার ওপর হাত তুলে যে যেদিকে পারে ছিটকে গেলো । কর্নেল একটা শুকনো তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনলেন, মুখর, ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ আওয়াজ, তাঁর পিঠে কে রাইফেল ঠেকালে । তিনি বুঝতে পারলেন পুলিশের হামলায় এসে পড়েছেন তিনি মারাত্মকভাবে, পকেটে ঐ গোপন চিরকুট । হাত না-তুলেই তিনি অর্ধেক ঘুরলেন । আর তারপর তিনি, জীবনে এই প্রথমবার দেখলেন, কে তাঁর ছেলেকে গুলি করেছিলো । লোকটা ঠিক তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, রাইফেলের নলটা কর্নেলের পেটে ঠেকানো । বেঁটেখাটো লোকটা, ইণ্ডিয়ান দেখতে, রোদে-জলে মার-খাওয়া চামড়া, আর তার নিশ্বাস যেন একটা শিশুর । কর্নেল দাঁতে দাঁত চেপে, আস্তে রাইফেলের নলটা আঙুলের ডগা দিয়ে সরিয়ে দিলেন ।

'একটু দেখি,' তিনি বললেন ।

দুটো গোল কুৎকুতে বাদুড় চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে ; ঝলকের মধ্যে মনে হ'লো ঐ চোখ দুটো যেন তাঁকে খেয়ে ফেলছে, চিবিয়ে হজম ক'রে ফেলছে, আর পরক্ষণেই আবার বার ক'রে ফেলছে, আর পরক্ষণেই আবার বার ক'রে দিয়েছে ।

'আপনি যেতে পারেন, কর্নেল ।'

এ যে ডিসেম্বর, তা বোঝবার জন্যে জানলা খোলবারও দরকার হয় না তাঁর । হাড়ে-মজ্জায় তা তিনি টের পেলেন, যখন কুঁকড়োর ছোটোহাজরির জন্যে ফলটা কাটছিলেন । তারপর তিনি দরজা খুললেন, আর বারান্দার দশাটা তাঁর

BanglaBook.org

অনুভূতিকে সমর্থন করলে। চমৎকার দেখাচ্ছে বারান্দাকে, ঘাস, গাছপালা, আর ছোট্ট গায়খানাটা যেন স্বচ্ছ হাওয়ার ভাসছে, মাটি থেকে এক মিলিমিটার ওপরে।

স্ত্রী বিছানাতেই শুয়ে রইলেন বেলা নটা অব্দি। যখন তিনি রান্নাঘরে অবশেষে দেখা দিলেন, কর্নেল ততক্ষণে ঘরদোর সাফ ক'রে কুঁকড়োর চারপাশে ঘিরে-বসা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছেন। উনুনের কাছটায় যাবার জন্যে তাঁকে একটু ঘুরে যেতে হ'লো।

'বেরো সামনে থেকে,' স্ত্রী চ্যাঁচালেন। কুঁকড়োর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালেন তিনি। 'ঐ অলুক্ষুণে পাখিটাকে যে কবে বিদেয় করতে পারবো, জানিনে।'

কুঁকড়োকে নিয়ে স্ত্রীর বদমেজাজকে কর্নেল কোনো আমলই দিলেন না। কুঁকড়োকে নিয়ে রাগ করার কিছু নেই। সে এখন লড়াইয়ের কায়দা শেখবার জন্যে তৈরি। তাঁর গলা, আর পালক বসানো লাল ঊরু, তার করাতের মতো মোরগফুল—সব মিলিয়ে দীঘল চেহারা কুঁকড়োর, কেমন যেন অসহায়ও লাগে তাকে।

'কুঁকড়োর কথা ভুলে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দ্যাখো,' বাচ্চারা চ'লে গেলে কর্নেল বললেন। 'এ-রকম একটা সকালবেলায় ছবি তোলবার ইচ্ছে করে।'

স্ত্রী জানলা দিয়ে ঝুঁকে তাকালেন বটে, কিন্তু মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। 'গোলাপ গাছ লাগালে হয়,' তিনি বললেন, উনুনের কাছে ফিরে যেতে-যেতে। কর্নেল দাড়ি কামাবার জন্যে আয়নাটা টাঙালেন।

'গোলাপ গাছ লাগাতে ইচ্ছে করলে লাগাও,' তিনি বললেন। আয়নাটার দুলুনির সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টা করলেন কর্নেল।

'শুওরগুলো গোলাপ খেয়ে ফ্যালে,' স্ত্রী বললেন।

'সে তো আরো ভালো,' বললেন কর্নেল। 'গোলাপফুল খেয়ে মোটা-হওয়া শুওর খেতে নিশ্চয়ই আরো-ভালো লাগে।'

আয়নার মধ্যে তাকিয়ে স্ত্রীকে খুঁজলেন কর্নেল, দেখলেন যে এখনও স্ত্রীর মুখে সেই বদমেজাজ লেগে আছে। উনুনের আঁচে তাঁর মুখটাকে দেখাচ্ছে যেন একই আগুনে বানানো। অজান্তেই তাঁর চোখ স্ত্রীর মুখে আটকে গেলো। কর্নেল হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে দাড়ি কাটলেন, অত বছর যেমন কেটেছেন। তাঁর স্ত্রী চুপচাপ অনেকক্ষণ ধ'রে কী যেন ভাবছেন।

'কিন্তু আমি গোলাপগাছ লাগাতে চাই না,' স্ত্রী বললেন।

'বেশ,' কর্নেল বললেন। 'তবে লাগিয়ো না।'

BanglaBook.org

ভালো লাগছে তাঁর । ডিসেম্বর তাঁর পেটের উদ্ভিদগুলোকে শুকিয়ে কুঁচকে দিয়েছে । নতুন জুতো পায়ে লাগাতে গিয়ে তাঁর একটা আশাভঙ্গ হ'লো । কিন্তু কয়েক বার চেষ্টার পর তিনি বুঝতে পারলেন চেষ্টা করাই বৃথা । তো, পেটেন্ট চামড়ার জুতো জোড়াই পরলেন তিনি । তাঁর স্ত্রী বদলটা লক্ষ করলেন ।

'নতুন জুতো যদি না-পরো কখনও, তবে আঁট ভাবটা কাটবে কী ক'রে ?' স্ত্রী বললেন ।

'ও তো খোঁড়াদের জুতো,' কর্নেল প্রতিবাদ জানালেন । 'একমাস প'রে ঢিলে-করা জুতোই ওদের বিক্রি করা উচিত ।'

আজ কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছে চিঠিটা আসবে—বিকেলবেলায় । এই পূর্ববোধ নিয়েই তিনি রাস্তায় বেরুলেন । এখনও যখন লঞ্চ আসার সময় হয়নি, তিনি সাবাসের আপিশ-ঘরে ব'সে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন । কিন্তু ওরা তাকে জানালে যে সোমবারের আগে সে ফিরবে না । এই অসুবিধেটা তিনি আশা করেননি, কিন্তু তাই ব'লে তিনি তাঁর সব আস্থা হারালেন না । 'আগে হোক, পরে হোক, আসতে তো তাকে হবেই,' নিজেকে বোঝালেন তিনি, তার পর জাহাজঘাটের দিকে চললেন । মুহূর্তটা চমৎকার, এখনও নিষ্কলুষ প্রাঞ্জলতার এক মুহূর্ত !

'সারা বছরটারই ডিসেম্বর হওয়া উচিত,' মৃদুস্বরে তিনি বললেন, সিরিয়ার মোসেস-এর দোকানে ব'সে । 'নিজেকে মনে হয় যেন কাচে তৈরি ।'

তার প্রায়-ভুলে-যাওয়া আরবিতে ভাবনাকে তর্জমা করবার একটা চেষ্টা করলে মোসেস । সে-এক গোবেচারা আরব, কান অব্দি মসৃণ ছিমছাম চামড়ায় মোড়া, তার নড়াচড়ার ভঙ্গি সবসময় কেমন একটা ডুবন্ত মানুষের মতো অলবড্যে । সত্যি-বলতে, তাকে দেখেই মনে হয়, এই বুঝি তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ।

'আগে তো তা-ই ছিলো,' সে বললে । 'এখনও যদি আগের মতো হ'তো তো আমার বয়েস হ'তো আটশো সাতানব্বুই বছর । আর আপনার ?'

'পঁচাত্তর,' বললেন কর্নেল, তাঁর চোখ পিছু নিয়েছে পোস্টমাস্টারের । আর শুধু তখনই তিনি আবিষ্কার করলেন সার্কাসটা । ডাকনৌকোর ছাতের তালিলাগানো তাঁবুটা চিনতে পারলেন তিনি একগাদা রঙিন জিনিশের মাঝখানে । এক ঝলকের জন্য পোস্টমাস্টারকে হারালেন তিনি চোখ থেকে, অন্যান্য লঞ্চের ওপর বড়ো-বড়ো খাঁচায় জানোয়ারগুলোকে তাঁর চোখ খুঁজে বেড়ালো । তাদের তিনি খুঁজে পেলেন না ।

'সার্কাস,' তিনি বললেন । 'দশ বছরে এই প্রথম একটা সার্কাস

BanglaBook.org

এলো ।'

সিরিয়ার মোসেস তাঁর খবরটা যাচাই ক'রে দেখলে । ভাঙা-ভাঙা আরবি আর এস্পানিওল মিশিয়ে সে তার স্ত্রীকে কী বললে । স্ত্রী দোকানের পেছন থেকে উত্তর দিলে । সে নিজের মনেই কী-একটা মন্তব্য করলে, তারপর কর্নেলকে তাঁর উদ্বেগটা তর্জমা ক'রে বোঝালে ।

'আপনার বেড়ালটা লুকিয়ে রাখুন, কর্নেল । ছেলেরা নয়তো সেটাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে সার্কাসওলার কাছে বেচে দেবে ।'

কর্নেল পোস্টমাস্টারের পেছন নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন ।

'এ কোনো বুনো জানোয়ারের খেলা নয়,' তিনি বললেন ।

'তাতে কিছু এসে-যায় না,' সিরিয়ান তাঁকে বললে । 'ঐ যারা দড়ির ওপর হাঁটে, ওরা বেড়াল খায়, যাতে প'ড়ে গিয়ে হাড়গোড় না-ভাঙে ।'

পোস্টমাস্টারকে অনুসরণ ক'রে ঘাটের ঝুপড়িগুলো পেরিয়ে তিনি প্লাসায় এসে পড়লেন । সেখানে মোরগের লড়াইয়ের বিকট চ্যাঁচামেচি তাঁকে তাজ্জব ক'রে দিলে। কে-একজন পাশ দিয়ে যেতে-যেতে তাঁর কুঁকড়ো সম্বন্ধে কী-একটা মন্তব্য করলে । শুধু তখনই তাঁর মনে পড়লো যে আজই হ'লো মহড়ার দিন ।

ডাকঘরটা তিনি পেরিয়ে এলেন । পরক্ষণেই তিনি রিঙের খ্যাপা আবহাওয়ার মধ্যে ডুবে গেলেন পুরোপুরি । তিনি দেখলেন, রিঙের মাঝখানে তাঁর কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে, একা, অসহায়, ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধা তার পায়ের কাতান, আর তার পা যেভাবে কাঁপছে তাতে ভয়ের মতো কিছু-একটা দেখা যাচ্ছে । তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লো একটা বিষণ্ণ ছাইরঙা মোরগ ।

কোনো অনুভূতিই হ'লো না কর্নেলের । পর-পর অনেকগুলো আক্রমণ হ'লো, একই ভঙ্গিতে, একইরকম । এক সোৎসাহ জয়ধ্বনির মধ্যে ঝলকের জন্যে পালক, পা আর ঘাড়ে-ঘাড়ে মাখামাখি । পাটাতনের বেড়ায় ঘা খেয়ে একটা ডিগবাজি খেয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী ফিরে এলো লড়াইতে । কর্নেলের কুঁকড়ো তাকে আক্রমণ করলে না । সে শুধু সব হামলাকে ঠেকালে, অন্য মোরগটা আবার ঠিক একই জায়গায় প'ড়ে গেলো । কিন্তু এখন আর তার পা কাঁপছে না ।

এরনান বেড়াটা টপকে নেমে পড়লো রিঙে, দু-হাতে তাকে তুলে ধরলে, আর তাকে তুলে দেখালে চারপাশের ভিড়কে । হাততালি আর জয়ধ্বনির সে-কী তুলকালাম বিস্ফোরণ ! কর্নেল লক্ষ ক'রে দেখলেন লড়াইয়ের তীব্রতা আর জয়ধ্বনির উৎসাহের মধ্যে ফারাকটা । সবটা তাঁর একটা প্রহসন ব'লে

BanglaBook.org

মনে হ'লো—স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, সচেতনভাবেই—সচেতনভাবেই মোরগরাও নিজেদের বাঁধা দিয়ে দিয়েছে ।

একটু নাকসিঁটকোনো কৌতূহলের খোঁচায় তিনি গোল রিংটাকে পর্যবেক্ষণ করলেন । উত্তেজিত একটা ভিড় রিঙের দিকে নেমে আসছে । কর্নেল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন তপ্ত, উৎকণ্ঠিত, ভীষণ-সজীব মুখগুলোকে । এরা নতুন লোক । শহরের যত নবাগত, সবাই । অলুক্ষুণে আশঙ্কার সঙ্গে তাঁর স্মৃতির কিনার থেকে মুছে-যাওয়া একটা মুহূর্ত যেন আবার সজীব হ'য়ে উঠেছে তাঁর মধ্যে । তারপর তিনি বেড়া টপকে, ভিড় ঠেলে, এগিয়ে গেলেন রিঙের দিকে । আর এরনানের শান্ত চোখ দুটির সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হ'লো । চোখের পাতা না-ফেলে তাঁরা পরস্পরকে তাকিয়ে দেখলেন ।

'বুয়েনোস দিয়াস, কর্নেল ।'

কর্নেল তাঁর হাত থেকে কুঁকড়োকে নিয়ে নিলেন । 'বুয়েনো,' মৃদুস্বরে বললেন তিনি । এবং আর-কিছুই তিনি বললেন না—কারণ জীবটার উষ্ণ গভীর বুকের শব্দ তাঁর মধ্যে শিহরন তুলে দিয়েছে । তাঁর মনে হ'লো আগে কখনও এমন-কোনো জ্যান্ত জিনিশ তিনি হাতে ক'রে নেননি ।

এরনান একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললে, 'আপনি বাড়ি ছিলেন না ।'

এক নতুন জয়ধ্বনি তাঁকে থমকে দিলে । কর্নেলের কেমন ভয় করলো । আবার তিনি ভিড় ঠেলে এগুলেন, কারু দিকে না তাকিয়েই । হাততালি আর জয়ধ্বনি তাঁকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে, তারপর কুঁকড়োকে কোলে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন রাস্তায় ।

সারা শহর—যত গরিবগুরবো লোক—বেরিয়ে এলো তাঁকে দেখতে । রাস্তা দিয়ে চলেছেন কর্নেল, পেছনে বাচ্চাদের পাল । একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়েছিলো এক অতিকায় নিগ্রো, গলায় একটা সাপ জড়ানো, কোনো লাইসেন্স ছাড়াই সে প্লাসায় জড়িবুটি বিক্রি করছে । জাহাজঘাটা থেকে ফেরা এক মস্ত জটলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছে তার বাকতাল্লা । কিন্তু কর্নেল যখন কুঁকড়োকে কোলে নিয়ে পাশ দিয়ে চ'লে গেলেন, লোকের মনোযোগ পড়লো তাঁর ওপর । বাড়ি ফেরার রাস্তা কোনোদিনই এমন লম্বা ঠেকেনি আগে ।

কোনো খেদ নেই তাঁর । দীর্ঘদিন ধ'রে শহরটা যেন পড়েছিলো ঝিম মেরে, দশ বছরের ইতিহাস তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়েছিলো । সেই বিকেলে —চিঠি-বিহীন আরো-একটা শুক্রবারে—লোকে জেগে উঠেছে নিঝুমপুরীতে । কর্নেলের মনে প'ড়ে গেলো অন্য-এক যুগ । নিজেকে তিনি দেখতে পেলেন একটা ছাতার তলায়, বৃষ্টি সত্ত্বেও সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে একটা খেলা দেখছেন ।

BanglaBook.org

তাঁর মনে প'ড়ে গেলো দলের নেতাদের, নিখুঁত সাজপোশাক গায়ে, তাঁর বাড়ির বারান্দায় বাজনার তালে-তালে পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন নিজেদের। তাঁর পেটের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পেতলের ঢাকের শব্দটা আবার যেন কাতরভাবে অনুভব করলেন তিনি।

জাহাজঘাটার সমান্তর রাস্তাটা ধ'রে তিনি হাঁটছেন, আর, সেখানেও, দেখলেন ভোটের দিনের উত্তেজিত মানুষজন, কতকাল আগেকার। তারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে সার্কাস দলের নামা। একটা তাঁবুর মধ্য থেকে কে-এক মেয়ে কুঁকড়ো সম্বন্ধে কী যেন বললে চেঁচিয়ে। তিনি হেঁটে চললেন বাড়িমুখো, আত্মমগ্ন, ছেঁড়া-ছেঁড়া ছড়ানো কথা কানে আসছে এখনও, যেন রিঙের মধ্যকার জয়ধ্বনির রেশ এখনও তাড়া ক'রে আসছে তাঁকে।

বাড়ির দরজায় এসে বাচ্চাদের তিনি বললেন

'তোরা সব বাড়ি যা,' বললেন তিনি, 'যে ভেতরে আসবে, তাকে আচ্ছা ঠ্যাঙানি দেবো।'

তিনি দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন, সোজা চ'লে গেলেন রান্নাঘরে। তাঁর স্ত্রী ফোঁপাতে-ফোঁপাতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'ওরা জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো,' স্ত্রী বললেন, ফোঁপাতে-ফোঁপাতে। 'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, কেউ কুঁকড়োকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না—কতবার বললুম।' কর্নেল কুঁকড়োকে চুল্লির পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। বাটিটায় জল পালটে দিলেন, স্ত্রীর কাতর গলা তাঁকে তাড়া ক'রে ফিরছে।

'ওরা বললে আমাদের মৃতদেহ মাড়িয়েই নিয়ে যাবে,' স্ত্রী বললেন। 'ওরা বললে কুঁকড়ো নাকি আমাদের নয়—বরং সারা শহরের।'

যখন কুঁকড়োর যত্নআত্তি শেষ হ'লো শুধু তখনই কর্নেল স্ত্রীর মুখোমুখি হলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন, অবাক না-হ'য়েই, যে তাঁর মধ্যে অনুতাপ বা অনুকম্পা, কিছুরই কোনো অনুভূতি নেই।

'ওরা ঠিকই করেছিলো,' শান্তস্বরে তিনি বললেন। আর তারপর, নিজের পকেট হাৎড়ে, তলহীন মধুর সুরে বললেন

'কুঁকড়োকে বিক্রি করা হবে না।'

স্ত্রী তাঁকে অনুসরণ ক'রে এলেন শোবার ঘরে। স্বামীকে তাঁর পুরোপুরি একটা নতুন মানুষ বলে মনে হ'লো, কিন্তু যেন অস্পৃশ্য মানুষ, যেন তাঁকে তিনি দেখেছেন সিনেমার পর্দায়। কর্নেল জামা রাখার খুপরিটা থেকে একতাড়া নোট বার ক'রে নিলেন, তার সঙ্গে যোগ ক'রে দিলেন নিজের পকেটে যা-কিছু ছিলো, তারপর পুরোটা গুনলেন, তারপর সব আবার খুপরিটায় রেখে

BanglaBook.org

দিলেন ।

'দোস্ত সাবাসকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে উনত্রিশ পেসো রয়েছে,' তিনি বললেন । 'পেনশন যখন আসবে, বাকিটা তাকে দেয়া হবে ।'

'আর যদি তা না-আসে ?' স্ত্রী জিগেশ করলেন ।

'আসবেই ।'

'কিন্তু, যদি না-আসে ?'

'তো তাহ'লে বাকি টাকা ও পাবে না ।'

নতুন জুতোজোড়াকে খুঁজে পেলেন খাটের তলায় । খুপরিটা থেকে জুতোর বাক্স বার ক'রে আনলেন, জুতোর তলি মুছলেন ন্যাকড়া দিয়ে, তারপর জুতোজোড়া বাক্সে ভ'রে দিলেন, ঠিক যে-রকমভাবে রোববার রাতে তাঁর স্ত্রী জুতোজোড়া কিনেছিলেন । স্ত্রী একবারও নড়লেন না ।

'জুতোজোড়াও ফিরে যাবে,' কর্নেল বললেন । 'দোস্তের জন্যে আরো পনেরো পেসোর ব্যবস্থা হ'লো ।'

'ওরা আর ফিরিয়ে নেবে না,' স্ত্রী বললেন ।

'নিতেই হবে,' কর্নেল উত্তর দিলেন । 'আমি শুধু দু-বার পায়ে দিয়েছি ।'

'তুরানিদের মগজে ও-সব কথা ঢোকে না,' স্ত্রী বললেন ।

'ঢোকাতেই হবে ।'

'আর যদি না-ঢোকে ?'

'তবে ঢুকবে না ।'

BanglaBook.org

না-খেয়েই শুয়ে পড়লেন দুজনে । কর্নেল অপেক্ষা করলেন কখন তাঁর স্ত্রীর জপ শেষ হয়, তারপর বাতি নিভিয়ে দিলেন । কিন্তু তাঁর ঘুম এলো না । সিনেমার শ্রেণীবিভাগ ক'রে বাজা ঘণ্টার শব্দ কানে এলো, আর যেন সঙ্গে-সঙ্গেই—তিন ঘণ্টা পরে—এলো কারফিউ-এর তূরী । রাতের হিম হাওয়াতে স্ত্রীর বুকের ঘর্ঘর কেমন যন্ত্রণাময় শোনালো । কর্নেলের চোখ তখনও খোলা ছিলো, যখন স্ত্রী শান্ত, আপোষ-করা, স্বরে বললেন

'তুমি জেগে আছো ?'

'হ্যাঁ ।'

'একটু যুক্তি দিয়ে বুঝে দেখার চেষ্টা করো,' স্ত্রী বললেন । 'কালকেই দোস্ত সাবাসের সঙ্গে কথা বোলো ।'

'ও সোমবারের আগে ফিরবে না ।'

'আরো ভালো,' বললেন স্ত্রী । 'তাহ'লে তো ওকে কী বলবে সে ভাবতে

তুমি তিন-তিনটে দিন পেয়ে যাবে ।'

'কিছুই ভাবার নেই,' কর্নেল বললেন ।

অক্টোবরের বীভৎস গুমোটের জায়গায় বেশ একটা মধুর হিমেল আমেজ লেগে আছে হাওয়ায় । টিট্টিভদের সময়সূচির মধ্যে কর্নেল আবার চিনতে পারলেন ডিসেম্বরকে । যখন দুটো বাজলো, তখনও তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেননি । কিন্তু তিনি এটাও জানেন যে তাঁর স্ত্রীও জেগে আছেন । তিনি দোল-খাটিয়ায় পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করলেন ।

'তুমি ঘুমোতে পারছো না,' স্ত্রী বললেন ।

'না ।'

একঝলক ভাবলেন তাঁর স্ত্রী ।

'অমন করার মতো অবস্থা আমাদের নয়,' স্ত্রী বললেন । 'শুধু একবার ভাবো একসঙ্গে চারশো পেসো কতগুলো টাকা ।'

'পেনশন আসতে আর দেরি নেই,' কর্নেল বললেন ।

'তুমি পনেরো বছর ধ'রে এই একই কথা ব'লে আসছো ।'

'সেই জন্যেই,' কর্নেল বললেন, 'আর-বেশি দেরি হবে না ।'

স্ত্রী চুপ ক'রে গেলেন । কিন্তু আবার যখন তিনি কথা বললেন, কর্নেলের মনে হ'লো কথার ফাঁকে সময় যেন একফোঁটাও এগোয়নি ।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ও-টাকা কখনও আসবে না,' স্ত্রী বললেন ।

'আসবে ।'

'আর যদি না-আসে ?'

উত্তর দেবার জন্যে স্বর খুঁজে পেলেন না কর্নেল । কুঁকড়োর প্রথম ডাকে বাস্তব তাঁকে আঘাত করলো, কিন্তু তিনি আবার ঘন, নিরাপদ, অনুতাপহীন ঘুমে তলিয়ে গেলেন । যখন তাঁর ঘুম ভাঙলো, সূর্য ততক্ষণে আকাশের উঁচুতে উঠে এসেছে । তাঁর স্ত্রী তখনও ঘুমোচ্ছেন । কর্নেল নিয়মমাফিক তাঁর সকালবেলার কাজগুলো সব এক-এক ক'রে সারলেন, অবশ্য ক্রমটা দু-ঘণ্টা পেছিয়ে আছে, আর অপেক্ষা করতে লাগলেন স্ত্রী কখন ছোটোহাজরিতে আসবেন ।

জেগে উঠে স্ত্রী আদৌ কোনো কথা বলতে চাইলেন না । তাঁরা একপেয়ালা কালো কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন, একটুকরো পনির আর মিষ্টি রোলও খেয়েছেন । সারা সকালটা তিনি দরজির দোকানে কাটিয়ে দিলেন । একটার সময় বাড়ি ফিরে দেখলেন বেগোনিয়ার ঝাড়ের মধ্যে ব'সে স্ত্রী জামাকাপড় রিফু করছেন ।

BanglaBook.org

'খাবার সময় হ'লো,' কর্নেল বললেন ।

'কোনো খাবার নেই ।'

কর্নেল কাঁধ ঝাঁকালেন । বারান্দার দেয়ালের ফোকরগুলো বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন তিনি—বাচ্চারা যাতে রান্নাঘরে ঢুকতে না-পারে । যখন হলঘরে ফিরে এলেন, টেবিলে খাবার অপেক্ষা করছে ।

খেতে-খেতে কর্নেল বুঝতে পারলেন তাঁর স্ত্রী কান্নায় ভেঙে না-পড়ার জন্যে ভীষণ চেষ্টা করছেন । সেটা অবশ্যই তাঁকে আতঙ্কিত ক'রে তুললো । তিনি তাঁর স্ত্রীর ধাত জানেন, স্বভাবতই তা কঠিন, আর চল্লিশ বছরের তিক্ততায় তা আরো-কঠিন হ'য়ে উঠেছে । ছেলের মৃত্যুও তাঁর মধ্য থেকে একফোঁটা চোখের জল নিংড়ে বার করতে পারেনি ।

তিনি সোজাসুজি তিরস্কার-ভরা চোখে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকালেন । স্ত্রী ঠোঁট কামড়ে, জামার হাতায় চোখের জল মুছলেন, তারপর খেতে লাগলেন ।

'তোমার কোনো বিবেচনা নেই,' স্ত্রী বললেন ।

কর্নেল কোনো কথা বললেন না ।

'তুমি স্বেচ্ছাচারী, জেদি, অবিবেচক,' স্ত্রী বললেন আবার। রেকাবির ওপর ছুরি আর কাঁটা আড়াআড়ি ক'রে রাখলেন তিনি, কিন্তু পরক্ষণেই কুসংস্কারবশত সেগুলো আলাদা ক'রে ভুলটা শোধরালেন । 'সারা জীবন ধ'রে নোংরা খেয়ে-খেয়ে শেষে কী দেখলুম—না, একটার কুঁকড়োর চেয়েও আমার কথা কেউ কম ভাবে।'

'এ-কথা আলাদা,' কর্নেল বললেন ।

'একই কথা,' স্ত্রী উত্তর করলেন । 'তোমার বোঝা উচিত যে আমি মরতে বসেছি । এই-যে অসুখটা আমার, সে কোনো অসুখই নয়, তিলে-তিলে মৃত্যু ।'

কর্নেল খাওয়া শেষ না-ক'রে আর একটা কথাও বললেন না ।

'ডাক্তার যদি গ্যারান্টি দিতে পারে যে কুঁকড়োকে বিক্রি করলেই তোমার হাঁপানি সেরে যাবে, আমি তবে এক্ষুনি তাকে বিক্রি ক'রে দেবো,' কর্নেল বললেন । 'কিন্তু তা যদি না-হয়, তবে না ।'

সেদিন বিকেলে কুঁকড়োকে তিনি রিঙের মধ্যে নিয়ে গেলেন । ফিরে এসে দেখলেন স্ত্রীর আবার টান উঠেছে । তিনি হলের মধ্যে পায়চারি করছেন, ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা তাঁর চুল পিঠে এলিয়ে আছে, হাত দুটো দু-দিকে ছড়ানো, ফুশফুশের মধ্য থেকে দম ফেলবার চেষ্টা করছেন । সন্ধে

BanglaBook.org

হওয়া অব্দি ওখানেই রইলেন স্ত্রী। তারপর তিনি শুতে চ'লে গেলেন স্বামীর সঙ্গে একটা কথাও না-ব'লে।

কারফিউ নামার একটু-পর অব্দি তিনি জপ ক'রে গেলেন। তারপর কর্নেল বাতি নেভাবার জন্যে উদ্যোগ করতেই তিনি বাধা দিলেন।

'আমি অন্ধকারে মরতে চাই না,' তিনি বললেন।

কর্নেল বাতিটা মেঝেয় নামিয়ে রাখলেন। কী-রকম অবসন্ন লাগতে শুরু করেছে তাঁর। যদি সবকিছু ভুলে যেতে পারতেন একবার, যদি একটানা চুয়াল্লিশ দিন ঘুমিয়ে কাটাতে পারতেন, আর জেগে উঠতে পারতেন ২০শে জানুয়ারি বেলা তিনটেয়, রিঙের মধ্যে ঠিক যখন কুঁকড়োকে লেলিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু স্ত্রীর অনিদ্রায় তাঁর ভয়-ভয় করলো।

'সবসময়েই সেই একই কাশুন্দি,' স্ত্রী শুরু করলেন পরক্ষণে। 'আমরা না-খেয়ে থাকবো, যাতে অন্যরা খেতে পারে। চল্লিশ বছর ধ'রে ঐ এক গল্প।'

কর্নেল চুপ ক'রে রইলেন। শেষটায় স্ত্রী জিগেশ করলেন তিনি জেগে আছেন কিনা। তিনি উত্তর দিলেন যে জেগে আছেন। মসৃণ, ভেতরে নিখুঁত স্বরে স্ত্রী ব'লে চললেন।

'কুঁকড়ো নিয়ে বাজি ধ'রে সবাই জিতবে, কেবল আমরা ছাড়া। শুধু আমাদেরই বাজি ধরার মতো একটা কানাকড়িও নেই।'

'কুঁকড়োর মালিক শতকরা কুড়ি ভাগ পাবে।'

'যখন তুমি ওদের জন্য খেটে-খেটে ভোটের সময় পিঠটা ভেঙেছিলে, তখনও তোমার একটা চাকরি পাবার কথা ছিলো,' স্ত্রী উত্তর দিলেন। 'গৃহযুদ্ধের সময় যখন গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলো, তখনও কথা ছিলো যে যুদ্ধের পর তুমি একটা ভাতা পাবে। এখন সবাই যে যার আখের গুছিয়ে নিয়েছে, আর তুমি মরতে বসেছো অনাহারে, তিলে-তিলে, একা-একা।'

'আমি তো একা নই,' কর্নেল বললেন।

তিনি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘুম তাঁকে দখল ক'রে বসলো। স্ত্রী একটানা কথা বলতে-বলতে একসময় টের পেলেন যে স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি মশারির তলা থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারেই বসার ঘরে পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলেন। সেখানেও তিনি কথা ব'লে চললেন, একটানা। কর্নেল ভোরবেলায় তাঁকে ডাকলেন।

দরজায় এসে দাঁড়ালেন স্ত্রী, ভূতের মতো, নিভু-নিভু বাতির আলোয় তলার দিকটা দেখা যায়। মশারির ভেতর ঢোকবার আগে তিনি বাতি নিভিয়ে

BanglaBook.org

দিলেন । কিন্তু কথা তাঁর থামলো না ।

কর্নেল বাধা দিলেন । 'আমরা একটা কাজ করতে যাচ্ছি ।'

'একমাত্র যা আমরা করতে পারি সে ঐ নচ্ছার কুঁকড়োটাকে বেচে দেয়া,' বললেন স্ত্রী ।

'আমরা ঘড়িটাও বিক্রি ক'রে দিতে পারি ।'

'ওরা ও-ঘড়ি কিনবে না ।'

'কালকেই আমি দেখবো আলভারো চল্লিশটা পেসো দেবে কি না ।'

'সে দেবে না ।'

'তাহ'লে আমরা ছবিটা বেচে দেবো ।'

স্ত্রী যখন আবার কথা বললেন, তখন তিনি আবার মশারির বাইরে । কর্নেল তাঁর নিশ্বাসের গন্ধ পেলেন, ওষুধের গন্ধে ভরা ।

'ওরা ও-ছবি কিনবে না,' স্ত্রী বললেন ।

'দেখাই যাক !' নরম সুরে বললেন কর্নেল, স্বরে একফোঁটা বদল নেই । 'এবার, ঘুমোতে যাও । কাল যদি কিছু বিক্রি করতে না-পারি তো অন্য উপায় ভাবা যাবে ।'

তিনি চোখ খুলে রাখবেন ব'লেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ঘুম তাঁর সংকল্পকে হারিয়ে দিলে । তিনি যেন একটা-কিছুর তলায় তলিয়ে গেলেন, দেশকালের বাইরে একটা-কিছু, যেখানে তাঁর স্ত্রীর কথাগুলোর তাৎপর্য ভিন্ন রকম । কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলেন তাঁকে কেউ কাঁধ ধ'রে ঝাঁকাচ্ছে ।

'কথা বলো । জবাব দাও আমার ।'

কর্নেল ঠিক বুঝতে পারলেন না এ-কথা তিনি শুনলেন কখন—জাগরণে, না ঘুমের মধ্যে । ভোর ফুটি-ফুটি করছে । জানলাটা জেগে উঠেছে রোববারের সবুজ প্রাঞ্জলতায় । তাঁর মনে হ'লো তাঁর জ্বর হয়েছে । তাঁর চোখ দুটো ঝাপসা হ'য়ে এলো, মাথার মধ্যেটা সাফ করবার জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হ'লো তাঁকে ।

'কী করবো আমরা, কিছু যদি বিক্রি করতে না-পারি,' স্ত্রী জিগেশ করলেন, আবার ।

'ততদিনে জানুয়ারির বিশে এসে যাবে,' কর্নেল বললেন, পুরোপুরি সজাগ । 'সেদিন বিকেলেই ওরা শতকরা কুড়িভাগ বখরা দেবে ।'

'যদি কুঁকড়োটা জেতে,' বললেন স্ত্রী । 'কিন্তু যদি সে হেরে যায় ?' সে যে হারতে পারে, এটা বুঝি তোমার মাথায় ঢোকেনি ?'

'এ হচ্ছে এমন-এক কুঁকড়ো, যে কখনও হারে না ।'

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'কিন্তু, ধরো, ও হারলো ।'

'সে-বিষয়ে ভাবার জন্যে চুয়াল্লিশটা দিন আছে এখনও,' কর্নেল বললেন ।

অবশেষে স্ত্রী তার ধৈর্য হারালেন ।

'আর তদ্দিন আমরা কী খাবো ?' তিনি জিগেশ করলেন, কর্নেলের ফ্লানেলের রাত-জামার কলারটা চেপে ধরলেন তিনি । জোরে ঝাঁকুনি দিলেন তাঁকে ।

পঁচাত্তর বছর লাগলো কর্নেলের—তার জীবনের পঁচাত্তরটা বছর, পলের পর পল—এই মুহূর্তটায় পৌঁছুতে । নিজেকে শুদ্ধ লাগলো তাঁর, প্রাঞ্জল লাগলো, অপরাজেয়, যখন তিনি উত্তর করলেন

'গু ।'